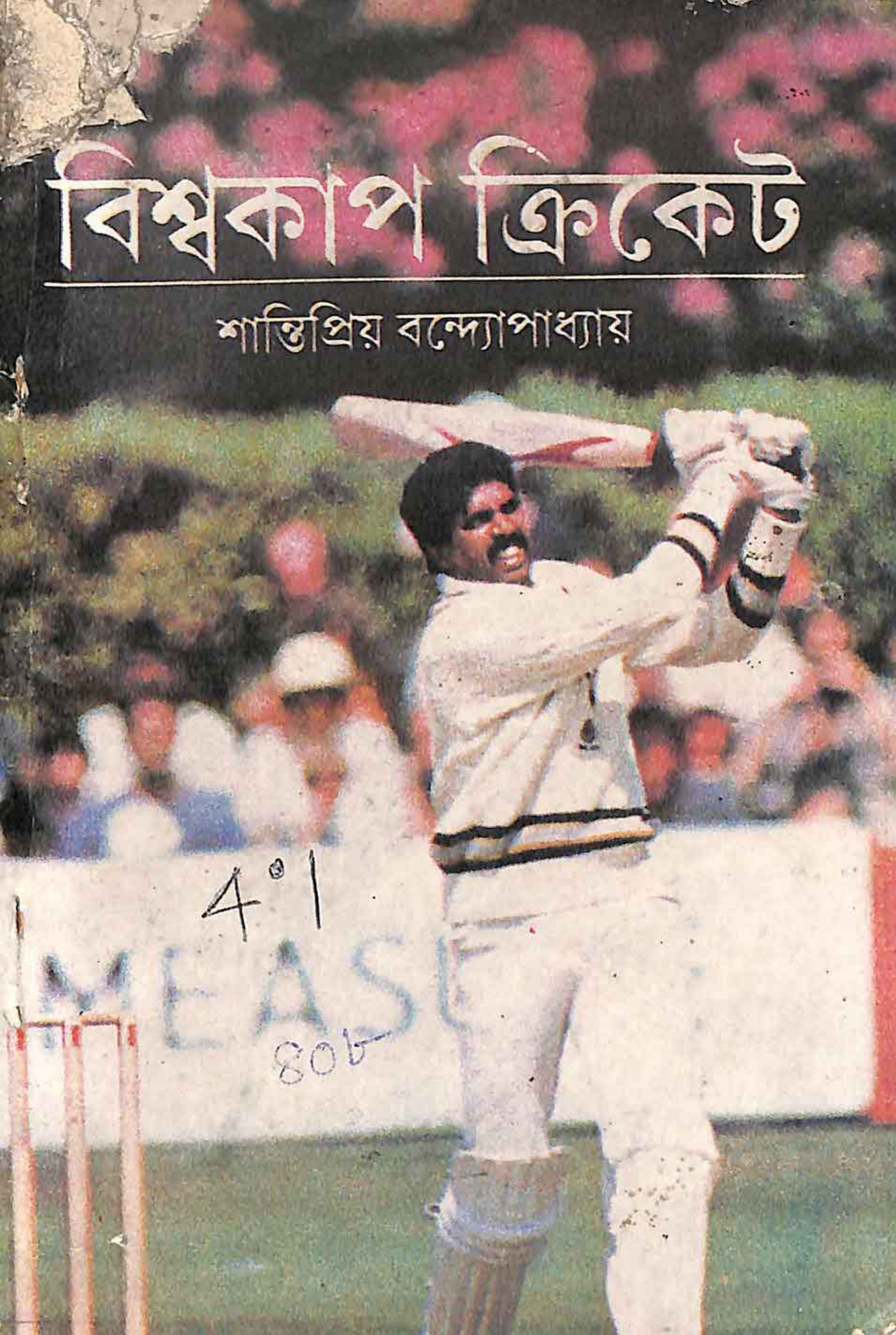
বিশ্বকাপ ক্রিকেট

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়



বিশ্বকাপ ক্রিকেট

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়



মণ্ডল এণ্ড সন্স
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

Biswacup Cricket
By Santipriya Banerjee

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ই অক্টোবর

আর্টওয়ার্ক ঃ **বরুণ সাহা**

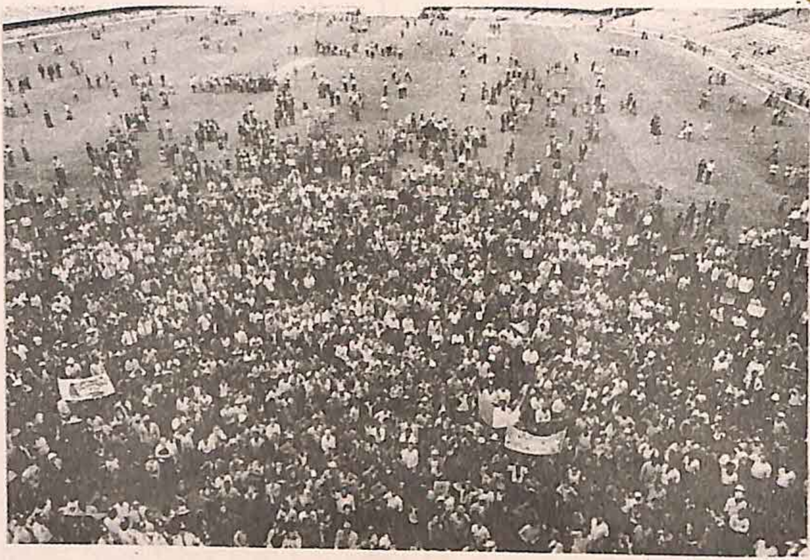
প্রচ্ছদ ঃ কুমারঅজিত

মূল্য ঃ বার টাকা

মুদ্রাকর
প্রকাশক ঃ
সুধীরকুমার মন্ডল
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ঃ ৭০০ ০৭৩





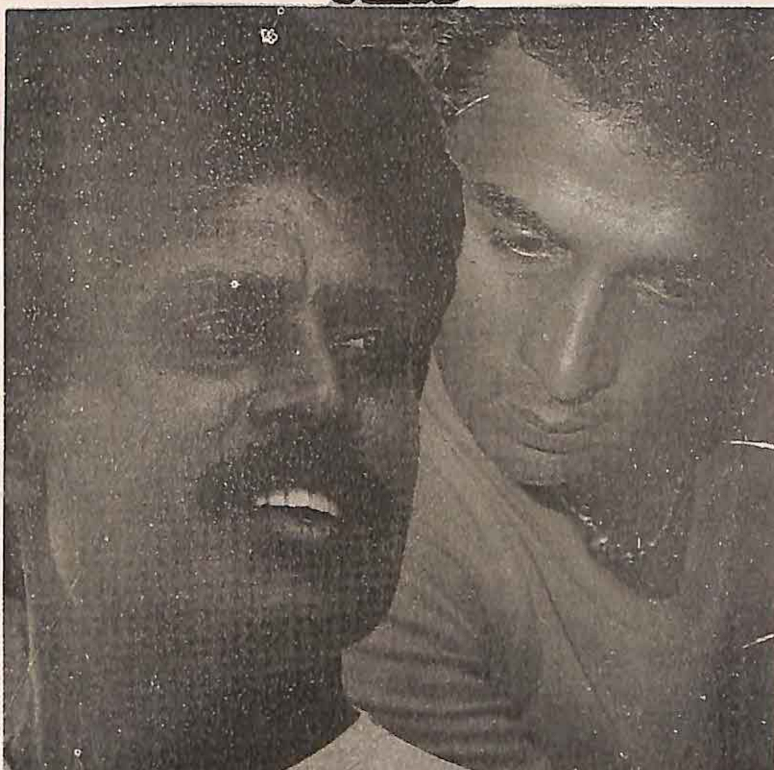


ভূমিকা

ক্রিকেট বিশ্বের সেরা প্রতিযোগিতা 'বিশ্বকাপ ক্রিকেট'। উত্তেজনায় টানটান, রোমাঞ্চে ভরা এই প্রতিযোগিতার প্রতিটি মুহূর্তেই ক্রিকেট উৎসাহীদের মনে এনে দেয় উৎসাহ আর উত্তেজনা। বিশ্বকাপ ক্রিকেট বইটি সেই উত্তেজনা আর রোমাঞ্চেরই সোনার খনি। উপন্যাসের ঢংয়ে লেখা, ছবিতে ভরা এই বইটিতে কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে ১৯৮৩ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতই। সেইটাই স্বাভাবিক। ক্রিকেট কুলীন বলে যাঁরা নিজেদের ঢাক নিজেরা পেটায় সেই ইংলণ্ড কিংবা অস্ট্রেলিয়া প্রথম তিনবারের মধ্যে কিন্তু একবারও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারে নি। পেরেছে তারাই যাদের গায়ের রঙ কালো। যাদের সাহেবরা বলতো 'ব্লাডি নিগার'। প্রথম দুবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলো। আর তৃতীয়বার বিশ্ববিজয় করে ভারত চমকে দিয়েছিলো সকলকে। তাই এই বইটিতে ভারতের সাফল্যের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। সেই সঙ্গে থাকছে, অজস্র ছবি আর বিশ্বকাপের সম্পূর্ণ রেকর্ডস। খেলার সময় আর প্রতিযোগিতার পর এই বইটি ক্রিকেট উৎসাহীদের কাছে 'গাইড বুকের' কাজ করবে।

বইটি সকলের ভালো লাগলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

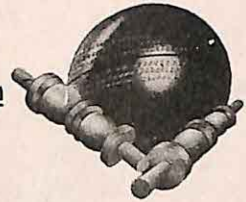
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়





ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে স্মরণীয় মুহূর্ত।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু



১

কথাটা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়লেন ভিভিয়ান রিচার্ডস। ওঁকে ঐভাবে হাসতে দেখে এগিয়ে এলেন ক্লাইভ লয়েড।

ব্যাপারটা কি ?

গ্রিনিজ আর হেইন্সকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন ভিভ। বললেন,—ওরা ইনভলব্ড্!

কিন্তু ব্যাপারটা কি বলবে তো ?—ফিস ফিস করে কথাটা বললেন রিচার্ডস। শুনতে শুনতে চোখ বড় হয়ে উঠলো গ্রিনিজ আর হেইন্সের।

লয়েড বললেন,—কথাটা সত্যি !

মাথা নাড়লেন ভিভ,—হানড্রেড পারসেন্ট।

যাও তাহলে সুনীলকে বলে এসো। কপিলকেও বোল। ওরা মজা পাবে। তবে সেই ইন্ডিয়ান বিজনেসম্যানকে দেখাতে পারো ?

—না পারার কি আছে।—উনি তো ত্রিনিদাদেই থাকেন। আজ তো মাঠেও এসেছেন শুনলাম।

লয়েড বললেন,—যাও, যাও তাড়াতাড়ি গিয়ে সুনীল আর কপিলকে বলে এসো। খেলা আরম্ভ হবার সময় হয়ে আসছে।

ক্যাপ্টেনের কথায় ভিভিয়ান রিচার্ডস পা বাড়ালেন ভারতের সাজঘরের দিকে !

একটু পরেই ভারতীয় সাজঘর থেকে ভেসে এলো হাসির শব্দ। সেই সঙ্গে আপসোসের 'চুক চুক' আওয়াজ।

ভিভ তখন ঘটনাটার বর্ণনা দিচ্ছেন। তাঁর দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে ডেসমন্ড হেইন্স আর গর্ডন গ্রিনিজ।

ত্রিনিদাদে টেস্ট ম্যাচের দিন সকালে একজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর সঙ্গে এক ফাটকাবাজের দেখা হলো মাঠেই। ফাটকাবাজ বললো,—একটা বাজি ধরা যাক !

—কিসের বাজি ?

—আপনিই বলুন না।

ভারতীয় ব্যবসায়ী ভদ্রলোক একটু ভেবে বললেন,—প্রথম ইনিংসে গ্রিনিজ আর

হেইন্স দুজনে মিলে যতো রান করবে—সুনীল গাভাসকার করবে তার চেয়েও বেশি।

—ঠিক আছে। কতো বেট? আপনি যা বলবেন আমি হারলে তার পাঁচশ গুণ বেশি দেবো।

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক বেশি সাহস করলেন না। বেট ফেললেন ২৫ ডলারের।

এর পর কি হলো খেয়াল আছে তো? তোমরা আগে ব্যাট করতে নামলে। সুনীল খুব বেশি রান করতে পারলো না। সুনীল আউট হতেই ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন সেই ফাটকাবাজের দিকে। তারপর পকেট থেকে পঁচিশ ডলার বার করে দিয়ে দিলেন ফাটকাবাজের হাতে।

তারপর আমরা ব্যাট করতে নামলে কি হলো দেখলে তো আজ। তোমাদের বলবিন্দার সিং সাঁধু গ্রিনিজ আর হেইন্সকে আউট করে দিলো ওরা কোন রান করার আগেই। তার মানে সুনীলের রান ওদের দুজনের চেয়ে বেশি। ভদ্রলোকের এখন পঁচিশ ডলারের পাঁচশ গুণ পাওয়ার কথা। কিন্তু সেই ফাটকাবাজকে আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। টনি কোজিয়ার বলে গেলো, সে বোধহয় ত্রিনিদাদ থেকেই পালিয়ে গেছে।

মাঠে নামার ঘণ্টা বেজে উঠলো। ভিভ, গ্রিনিজ আর হেইন্স ফিরে গেলেন নিজেদের ড্রেসিং রুমে। ভারতীয় খেলোয়াড়রা পা বাড়ালেন মাঠের দিকে।

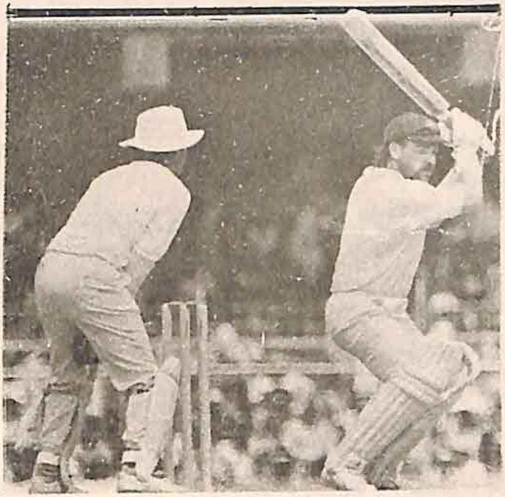
ভারতীয় দল বা খেলোয়াড়দের নিয়ে বাজি ফেলা রীতিমত ঝুঁকির ব্যাপার। কথাটা যে কতো সত্যি তার প্রমাণ পাওয়া গেলো ক'মাস পরেই।

টেস্ট ক্রিকেট ভারত মোটামুটি খেলে। কয়েকজনের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রায় সব দেশের বিরুদ্ধেই ভারতকে রাবার এনে দিয়েছে। কিন্তু একদিনের ক্রিকেটে তখনও পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পায়নি ভারত। ১৯৭৫ আর ১৯৭৯ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার অতগুলো খেলার মধ্যে ভারত জিতেছে মাত্র একটি খেলায়। সব থেকে লজ্জার কথা হলো—শ্রীলঙ্কার মতো দলও ভারতকে হারিয়ে দিয়েছে। তাই ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারতীয় দল সম্বন্ধে কারও কোন আগ্রহই ছিল না। কপিলদেব যখন দলবল নিয়ে ইংলন্ডে এলেন তখন তাঁদের কেউই পাত্তা দেয়নি। খবরের কাগজগুলোও মাথা ঘামায়নি। তারা তখন ব্যস্ত দুবারের প্রুডেনসিয়াল ট্রফি বিজয়ী ক্লাইভ লয়েডের ওয়েস্ট ইন্ডিজকে নিয়ে। ব্যস্ত ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডকে নিয়ে। পাকিস্তানও খানিকটা গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু ভারত একেবারেই না।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে চটে লাল ভারতের অধিনায়ক কপিলদেব নিখাঞ্জ। হরিয়ানার এই জাঠ ছেলেটির কাছে ব্যাপারটা অপমানকর বলে মনে হয়। মুখে কিছু বলেন না। ভাইস ক্যাপটেন মহিন্দর অমরনাথকে শুধু চুপি চুপি বললেন,—জিমি, এই অপমানের বদলা নিতে হবে। প্রাণ দিয়ে খেলতে হবে। দেখিয়ে দিতে হবে ভারত একদিনের



রবি শাস্ত্রী আর মনিন্দর সিং
কি ভাবছেন ?



অস্ট্রেলিয়ার বুন ব্যাট চালিয়েছেন, পেছনে উইকেট রক্ষক মোরে।



রিলায়েন্স কাপের ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার খেলায় মারমুখী সিধু।

ক্রিকেটও খেলতে জানে।

মহিন্দর বললেন,—চেষ্টা করো না! সবাইকে অনুপ্রাণিত করো। চলো আগে সানির সঙ্গে কথা বলি।

দুজনে এসে ঢুকল সুনীল গাভাসকারের ঘরে। সুনীল গাভাসকার বিশ্বের সেরা ওপেনিং ব্যাটসম্যান। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। কিন্তু একদিনের ক্রিকেটে ঠিক তেমন সুবিধে করতে পারছেন না গাভাসকার। ক্যাপ্টেন আর ভাইস ক্যাপ্টেনকে এক সঙ্গে তাঁর ঘরে আসতে দেখে একটু অবাকই হলেন সুনীল। জিজ্ঞেস করলেন,—কি হলো, এতো রাত্তিরে তোমরা দুজন?

মহিন্দর বললেন,—ইংরেজদের এই অবহেলার, এই অপমানের বদলা নিতে হবে।

জিমি অমরনাথের কথা শুনে খুশি হয়ে উঠলেন সুনীল। তাকালেন কপিলের দিকে। তারপর তিনজনে বসে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করে ভারতের স্ট্রাটেজি ঠিক করলেন। সকলে মিলে কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তার প্ল্যান তৈরি করলেন। তারপর সুনীল বললেন,—একদিনের ক্রিকেটে আমি ঠিক সুবিধে করতে পারছি না। দরকার হলে আমায় বাদ দেবে দল থেকে।

সে কী!

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। যদি মনে হয় আমার জায়গায় অন্য কাউকে নামালে দলের সুবিধে হবে তাহলে তাই করবে। একদম অন্য কথা ভাববে না।

কপিল আর মহিন্দর—দুজনে দুজনের দিকে তাকালেন। সুনীল গাভাসকার তখন হাসছেন।

সেবারের মতো বর্ষা অনেককাল ইংলন্ডে হয়নি। শীত কাটতে না কাটতেই শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি। কখনও টিপ টিপ করে, কখনও মুষলধারে। মাঠ-ঘাট সব ভিজে ভিজে নরম। মাঠে মাঠে ক্রিকেটের প্রস্তুতি, কিন্তু খেলা আর হচ্ছে না। বসন্ত যে এসে গেছে তা তো বোঝার উপায়ই নেই। শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি।

ওদিকে সেবার আবার বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা—প্রুডেনসিয়াল ট্রফির খেলা। মাঠে মাঠে তার তোড়জোড় চলছে। কিন্তু সবকিছু গোলমাল করে দিচ্ছে বৃষ্টি। মে-জুন মাসে ইংলন্ডে বরাবরই বৃষ্টি হয়। কিন্তু এইরকম নয়। বৃষ্টি মানেই কনকনে ঠান্ডা। হিমেল হাওয়া। ঐ অবস্থায় খেলার কথা ভাবাই যায় না। মে মাসে খেলা তো প্রায় হয়ইনি।

জুন মাসের গোড়ায় একটা একটা করে দল লন্ডনের হিথরো বিমান বন্দরে এসে নামতে লাগলো। জল ভরা কালো কালো মেঘগুলো তখন অনেক নিচে দিয়ে উড়ছে। যখন তখন বৃষ্টি নামছে। মাঠগুলো ঢাকার জন্যে নতুন কভার তৈরি করতে হয়েছে যথেষ্ট খরচ করে। অবশ্য তাতে খুব যে একটা লাভ হয়েছে তা নয়।



জিওফ মার্শ বল ঠেলেই রান নিচ্ছেন।

ওদিকে প্রুডেনসিয়াল ট্রফির খেলা নিয়ে সারা বিশ্ব জুড়ে তখন হৈ চৈ চলছে। দুবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলঙ্কা আর জিম্বাবুয়ে পৌঁছে গেছে ইংলণ্ডে। ইংলণ্ডে পৌঁছে সবার মাথায় হাত! এ কী আবহাওয়া! জল থৈ থৈ করছে মাঠে। প্র্যাকটিসের কোন চান্সই নেই।

ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা এইরকম পরিবেশের সঙ্গে বেশ খানিকটা পরিচিত। কিন্তু গোলমাল অন্য কারণে। বছরখানেক আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে যাবার জন্যে হেনড্রিক, লিভার, ওল্ড, টেলর আর সাইডবটম আন্তর্জাতিক ম্যাচ থেকে সাসপেণ্ড হয়ে আছেন। তাঁরা বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন না। আর এক পেসবোলার রবিন জ্যাকম্যান অবসর নিয়েছেন। নির্বাচকদের তাই নির্ভর করতে হলো বব উইলিস, কাউয়ান্স, ডিলি আর অ্যালটের ওপর। স্পিনার হিসেবে শুধু মার্কসকে দলে নেওয়া হলো। ইংলণ্ডের দল গড়া যে ঠিক হয়নি তা পরে বোঝা গিয়েছিলো। তবে গোড়ার দিকে সম্ভাব্য বিজয়ী হিসেবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে নিজেদের নামটাও জুড়ে দিয়েছিলো ইংলণ্ড।

সবাই ধরে নিয়েছিল গত দুবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইণ্ডিজই সেবার বিজয়ী হয়ে বিশ্বজয়ের হ্যাটট্রিক করবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পরেই ছিলো অস্ট্রেলিয়ার নাম। কারণ বেনসন হেজেস ওয়ার্ল্ড সিরিজ জিতেছিলো অস্ট্রেলিয়াই। এদের পর স্থান পেয়েছিলো পাকিস্তান, ইংলণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড আর ভারত। শ্রীলঙ্কা আর জিম্বাবুয়ের যে কোন খেলায় অঘটন ঘটাবার ক্ষমতা থাকলেও চ্যাম্পিয়ান হবার স্বপ্ন নিজেরাও কোনদিন দেখেনি।

সম্ভাব্য বিজয়ী হিসেবে চিহ্নিত হয়েই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংলণ্ডে এলো বিশ্বকাপ খেলতে। ক্লাইভ লয়েড দলের ক্যাপ্টেন। তাদের দুজন ফাস্ট বোলার ক্রফ্‌ট্ আর ক্লার্ক দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। তাই তাঁদের খেলার প্রশ্ন ওঠে না। অ্যাণ্ডি রবার্টস আর জোয়েল গারনারের বয়েস তিরিশ ছাড়িয়ে গেছে। তাঁরা তাঁদের বলের ধার অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছেন। হোল্ডিংয়েরও একই অবস্থা। ড্যানিয়েল আর ডেভিস একদিনের ক্রিকেটে তেমন সুবিধে করতে পারেননি। ফলে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান ভরসা সেই ম্যালকম মার্শাল। তাঁর সঙ্গে হাত মেলাবেন অ্যাণ্ডি রবার্টস আর জোয়েল গারনার।

কিম হিউজের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া শক্তিশালী দল নিয়েই ইংলণ্ডে খেলতে এসেছে। ইয়ার্ডলিকে দলে নেওয়া হয়নি। এতে অবশ্য খুশিই হয়েছিলেন ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা। ব্যাটিং আর বোলিংয়ে মোটামুটি ব্যালন্সড দলটির টিম স্পিরিট ছিলো দারুণ।

ইমরান খানের নেতৃত্বে আসা পাকিস্তান দলকে সেবার সকলেই সমীহ করছেন। একবছর আগে সংক্ষিপ্ত সফরে এসে পাকিস্তান রীতিমত ভালো খেলে গেছে। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং কোনদিক দিয়েই পাকিস্তান অবহেলা করার মতো নয়। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই ইংলণ্ডের আবহাওয়ার সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত।



মাদ্রাজে ভারতের বিরুদ্ধে জেতার পর আনন্দে উচ্ছ্বসিত অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা।



রিলায়েন্স কাপের উদ্বোধন দিবসে মিয়াদাদের সঙ্গে কপিল।

কাউন্টি ক্রিকেটে খেলে খেলে তাঁরা ইংলণ্ডের মাঠগুলোকে যেমন চিনেছেন, তেমনি বুঝেছেন সেখানকার আবহাওয়ার গতিবিধি। তবে একটা বড় অসুবিধের মুখোমুখি হয়েছে তাঁরা। ব্যথার জন্যে দলনেতা ইমরান খান বল করতে পারবেন না। শুধু ব্যাট করেই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

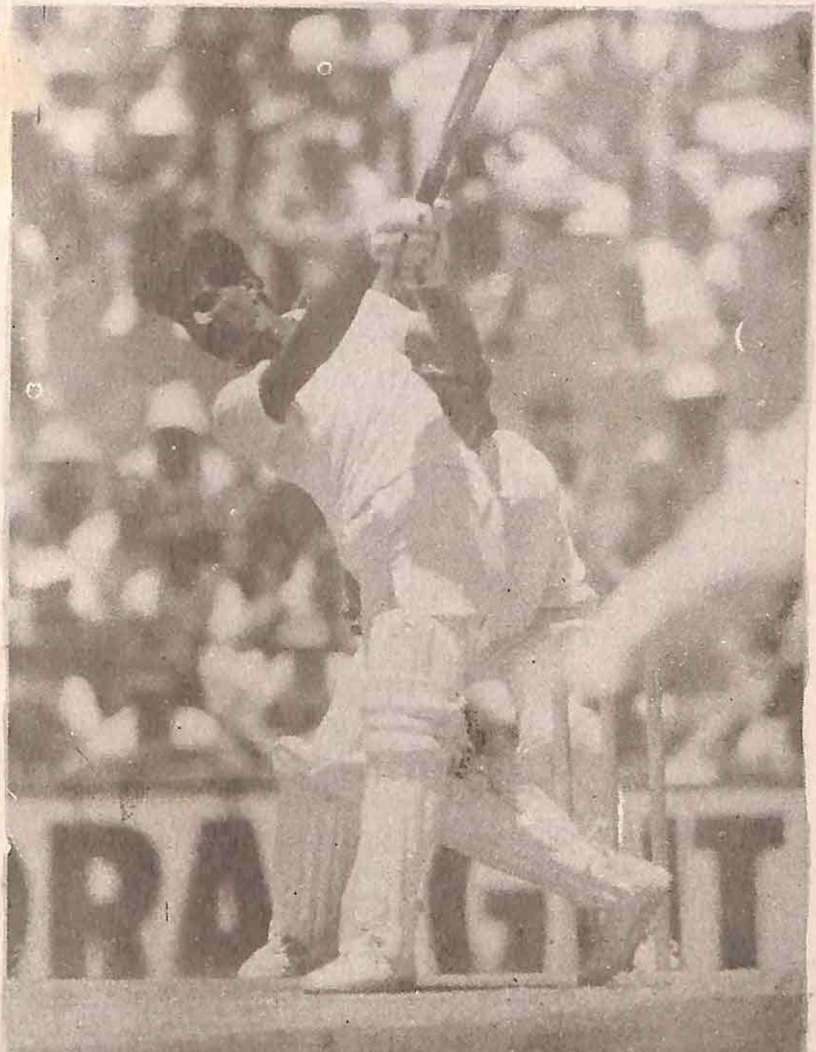
নিউজিল্যাণ্ড চিহ্নিত ছিলো কালো ঘোড়া হিসেবে। তার অবশ্য কারণও আছে। রিচার্ড হ্যাডলির মতো একজন দুরন্ত অলরাউণ্ডার আছেন দলে। হ্যাডলি একাই যে কোন ম্যাচের ভাগ্য বদলে দিতে পারেন। তা ছাড়া দলনেতা হিসেবে হাওয়ার্থের দারুণ নাম। একদিনের খেলায় তাঁর নিখুঁত চালের সামনে যে কোন সময় যে কোন দলই অসহায় হয়ে পড়তে পারে। তিনি শুধু দক্ষ দলনেতাই নন, নিপুণ ফিল্ডার আর নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিসেবেও সম্মানিত। দলের খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করতে তাঁর জুড়ি নেই।

কপিলদেবের নেতৃত্বে খেলতে আসা ভারতীয় দলটিকে নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামাননি। অবশ্য বলারও কিছু নেই। আগের দুটি বিশ্বকাপের (১৯৭৫ আর ১৯৭৯) ছটি খেলার মধ্যে ভারত জিতেছে মাত্র একটিতে। তাও পূর্ব আফ্রিকার মতো একটি দলকেই শুধু হারিয়েছে। বাকি পাঁচটি ম্যাচেই হার স্বীকার করতে হয়েছে ভারতকে। শুধু তাই নয় ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আগের বিশ্বকাপের খেলায় সুনীল গাভাসকারের ৬০ ওভার খেলে ৩৬ (অপরাজিত) রান করার ঘটনাটাও ভারতকে একটু খাটো চোখে দেখার কারণ।

সে যাই হোক, ভারতীয় দলটি মোটামুটি ব্যালান্সডই। কপিলদেব অলরাউণ্ডার হিসেবে দুর্দান্ত। সহ অধিনায়ক মহিন্দর অমরনাথ ব্যাটে বলে ভেল্কি দেখাতে পারেন। মদনলাল, রজার বিনি ভালোই অলরাউন্ডার। শ্রীকান্তের হাতের ব্যাট যে কোন মুহূর্তে ঝড় তুলতে পারে। নবাগত হলেও বলবিন্দর সিং সাঁধুর বল যে কোন ব্যাটসম্যানকে ঝামেলায় ফেলতে পারে। কীর্তি আজাদ ব্যাট ও বল হাতে নিয়ে দুরন্ত হয়ে উঠতে পারেন। কিরমানি শুধু উইকেটের পেছনেই নন, ব্যাট হাতে নিয়েও বিশ্বস্ত। এছাড়া নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাসকার তো আছেনই। আছেন যশপাল শর্মা, দিলীপ বংসরকার, রবি শাস্ত্রী, সন্দীপ পাটিলের মতো খেলোয়াড়রা। তবু ভারতীয় দলটিকে কউ পাত্তা দেয়নি। কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি। সকলের ধারণা—ভারত বড়জোর ীলঙ্কা আর জিম্বাবুয়ের ওপরে জায়গা পেতে পারে। ইংলণ্ডের খবরের কাগজগুলো ারতীয় দলটিকে নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি। বেশি জায়গা নষ্ট করেনি ভারতীয় খলোয়াড়দের নিয়ে। ভারত টেস্ট ম্যাচ মোটামুটি খেললেও—একদিনের ক্রিকেট াকেবারেই খেলতে পারে না। তাই ১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে ভারতীয় দল ্বং খেলোয়াড়রা একেবারেই অবহেলিত হয়ে রইলেন।



ভারতীয় দলের খেলোয়াড়ববৃন্দ।



শ্রীকান্ত—ব্যাট থেকে রানের ফুল্কি।

RELIANCE CUP 1987
CRICKET FOR PEACE



২

লণ্ডনের হোটেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন নিউজিল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন জিওফ হাওয়ার্থ। পরদিন ওভালে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে তাঁদের খেলতে হবে ইংলণ্ডের সঙ্গে, অথচ তাঁর দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই অসুস্থ। জ্বর। পেটের অসুখও হয়েছে ক'জনের। কাল কাদের নিয়ে তিনি মাঠে নামবেন। এ তো অনেকটা ওয়াকওভার দেবার মতো অবস্থা। ইংলণ্ড ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে যাবে।

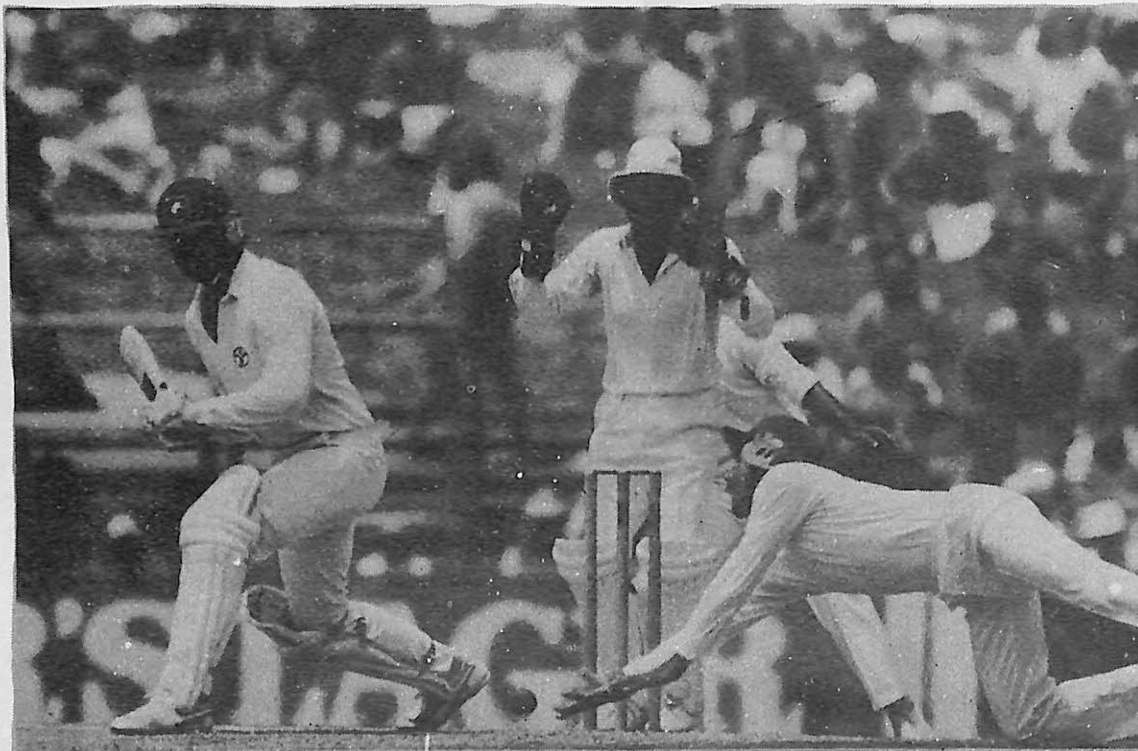
হাওয়ার্থ যখন হোটেলে বসে এই কথা ভাবছেন, ভারতের অধিনায়ক কপিলদেব তখন তাঁর দল নিয়ে ২১০ মাইল দূরে ওল্ড ট্রাফোর্ডে। পরের দিন অর্থাৎ জুন মাসের ৯ তারিখে এই মাঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে ভারতের প্রথম মোলাকাত। তবে খেলাটির ফলাফল নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা ঘামাচ্ছেন না। সকলেই ধরে নিয়েছেন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ম্যাচটা গা ঘামানোর খেলা। ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রকাশ করছেন অনেকে। কেউ কেউ বলছেন, আহা বাছারা প্রথমেই একেবারে বাঘের মুখে।

তা ক্লাইভ লয়েডের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বাঘ তো বটেই! যে দলে গর্ডন গ্রিনিজ, ডেসমন্ড হেইন্স, ভিভিয়ান রিচার্ডস, ল্যারি গোমস, ব্যাকাস, ক্লাইভ লয়েডের মতো ব্যাটসম্যান, ম্যালকম মার্শাল, অ্যাণ্ডি রবার্টস, জোয়েল গারনার, মাইকেল হোল্ডিংয়ের মতো বোলাররা আছেন—সেই দলকে বাঘ বলতে আর বাধা কোথায়।

প্র্যাকটিসের পর হোটেলে ফিরে গেলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। একটু পরেই টিম মিটিং দলনেতা কপিলদেবের ঘরে। মাঠেই কপিল, মহিন্দর অমরনাথ আর সুনীল গাভাসকারের সঙ্গে খানিকটা আলোচনা করে নিয়েছেন।

টিম মিটিং-এ এসে সুনীল গাভাসকার সেই কথাই বললেন। বললেন, তিনি পুরোপুরি সুস্থ নন। কাল প্রথম খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে তাঁকে নামানোর ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো।

মহিন্দর বলেন,—তুমি ভুল করছো সানি। তুমি দলে থাকলে দলের ওয়েট অনেকটা বেড়ে যায়। প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে তোমার জন্যে খানিকটা ভাবনা-চিন্তা করতে হয়। আমার



ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শ্রীকান্ত ক্যাচ লুফতে। পেছনে কিরমানি ততক্ষণে হাউজ দ্যাট বলে চেঁচিয়ে উঠেছেন।

মনে হয় তোমার থাকাই ভালো।

কপিল সাপোর্ট করলেন মহিন্দরকে। কিন্তু গাভাসকারের সেই একই কথা,—আমি পুরোপুরি সুস্থ নই—কালকের ম্যাচে আমার না খেলাই ভালো।

কপিল কিছুতেই মানবেন না সে কথা। বললেন,—আবহাওয়ার অবস্থা দেখেছো। বৃষ্টি আসতে পারে যে কোন মুহূর্তে। শেষ পর্যন্ত কি অবস্থা হবে জানি না। কিন্তু তোমায় সঙ্গে না নিয়ে কাল আমি মাঠে নামতে চাই না। লয়েডের দলের সঙ্গে লড়তে হলে তোমায় যে আমার পাশে চাইই চাই। আমি আর কোন কথা শুনতে রাজি নই।

গাভাসকার চুপ করে গেলেন। ক্যাপ্টেনের এই কথার পর তাঁর আর কিছু বলা সাজে না। টিম মিটিংয়েই পরের দিনের দল মোটামুটি গড়া হয়ে গেলো। ঠিক হলো মাঠ আর আবহাওয়ার অবস্থা দেখে দরকার হলে দল অদলবদল করা হবে।

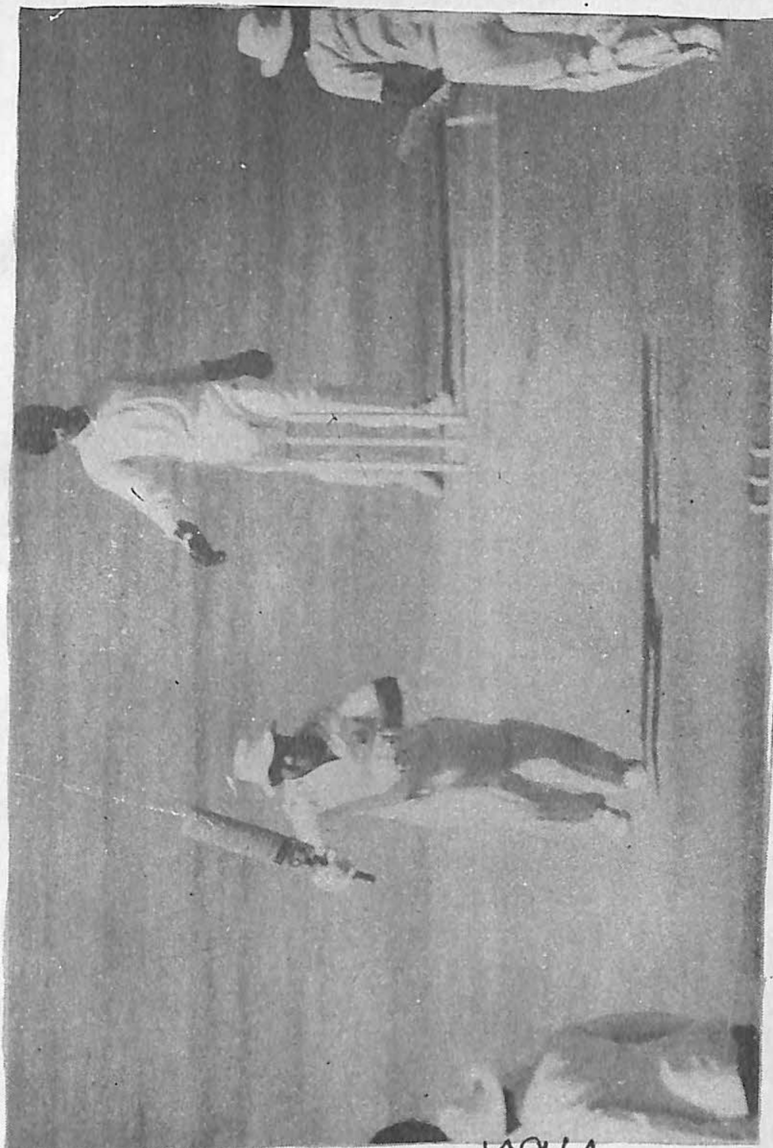
প্রথম ম্যাচে দলে এলেন—গাভাসকার, শ্রীকান্ত, মহিন্দর অমরনাথ, সন্দীপ পাটিল, যশপাল শর্মা, কপিলদেব, রজার বিনি, মদনলাল, কিরমানি, রবি শাস্ত্রী ও বলবিন্দর সাঁধু।

পরদিনে সকালে ভারতীয় খেলোয়াড়রা মাঠে গিয়েই বুঝলেন—খেলা সময়ে আরম্ভ হবে না। রাত্তিরের বৃষ্টিতে আউট ফিল্ড ভিজে ভিজে। আম্পায়ার হোয়াইট হেড আর নিউবিটার মাঠ ঘুরে এসে বললেন,—লাঞ্চের পর খেলা আরম্ভ হতে পারে। তবে যখনই শুরু হোক 'খেলা' ষাট ওভারেরই হবে। দরকার হলে ম্যাচ পর দিন টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

সাজঘরে বসে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। ডাক পড়লো কপিলের। লয়েড রেডি হয়েই ছিলেন। দুজনে নেমে পড়লের মাঠে টসের জন্যে। ম্যানচেস্টারের মেঘলা আকাশে যখন হাল্কা রোদের আভাস। টসে হারলেন কপিল। খুশিতে মুখ ঝলমল করে উঠলো লয়েডের। ভারতকে নিয়ে তেমন ভাবছিলেনও না। টসে জেতায় ব্যাপারটা আরও সোজা হয়ে গেলো। এই স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় হোল্ডিং, রবার্টস, মার্শাল আর গারনার ভারতের ইনিংস তছনছ করে দেবে। সে কথা মনে করে হাসতে হাসতে কপিলকে বললেন,—যাও তোমরাই আগে ব্যাট করো।

লয়েড যে একথা বলবেন—তা কপিল জানতেন। একে একদিনের ক্রিকেট, তার ওপর এই আবহাওয়া—টসে জেতা মানে তো অর্ধেক জিতেই যাওয়া। টসে জিতলে তিনিও যে ফিল্ডিং নিতেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। কপিলের মনের মধ্যে যে ক্ষীণ আশা ছিলো টসে হেরে তাও গেলো। তাঁর মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠলো। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন প্যাভিলিয়নের দিকে। সেখানে ভারতীয় খেলোয়াড়রা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছেন।

কপিল ধীর পায়ে ঢুকলেন সাজঘরে। তাঁর মুখের অবস্থা আর মাথা নাড়া দেখে সকলেই বুঝলেন—কি হয়েছে। ভারতকে আগে ব্যাট করতে হবে।



ইজাজ ফকির বল মেরে দশ হাজার রান পূর্ণ করে আনন্দে ব্যাট তুলে ধরেছেন গাভাসকার।

গাভাসকার আর শ্রীকান্ত, প্যাড পরে নিলেন। বেলা তখন একটা বেজে গেছে। ১৯৮৩ সালের বিশ্ব কাপ ক্রিকেটের প্রথম ম্যাচটি খেলতে নামলো ভারত। লয়েড বল তুলে দিলেন মাইকেল হোল্ডিং আর অ্যান্ডি রবার্টসের হাতে। ওল্ড ট্রাফোর্ডের মাঠে শুরু হলো ব্যাট ও বলের লড়াই। ক্যারিবিয়ান ফাস্ট বোলারদের দাপটে গাভাসকার আর শ্রীকান্ত মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারলেন না। রান উঠতে লাগলো অত্যন্ত মন্থর গতিতে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের মুখে ঝলমলে হাসি। তাঁদের মনে সেই পুরনো বিশ্বাসটাই দৃঢ় হলো। ভারত একদিনের ক্রিকেট মোটেই খেলতে পারে না। ইতিমধ্যেই হোল্ডিং আউট করেছেন শ্রীকান্তকে (১৪) আর মার্শাল বল করতে এসেই ফিরিয়ে দিয়েছেন গাভাসকারকে (১৯)। মহিন্দর অমরনাথ ২১ রান করে আউট হলেন জোয়েল গারনারের বলে। ওদিকে ততোক্ষণে ২২ ওভার খেলা হয়ে গেছে। ভারতের রান মাত্র ৭৬। তাও তিনটি উইকেট হারিয়ে। একদিনের ক্রিকেটের পক্ষে রীতিমতো শোচনীয় স্কোর।

আগেরদিন রাত্তিরে টিম মিটিংয়ে ভারতের খেলার স্ট্রাটেজি ঠিক করা হয়েছিল। কপিল বলেছিলেন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চারজন ফাস্ট বোলারকে সমীহ খানিকটা করতেই হবে। ধরে নেওয়া যায় গোড়ার দিকে ওদের বিরুদ্ধে আমরা খুব বেশি রান করতে পারবো না। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে পঞ্চম বোলারের জন্যে। সে বল করতে এলেই আমাদের হাতের ব্যাটকে হাতিয়ার করে নিতে হবে। প্রথম দিকে তাড়াতাড়ি রান করতে না পারবার ঘাটতি যতোটা সম্ভব পুষিয়ে নিতে হবে তখন। সন্দীপ পাটিল আর যশপাল শর্মা যখন লড়ছেন, তখনই বল করতে এলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পঞ্চম বোলার ভিভিয়ান রিচার্ডস। ভিভের হাতে বল দেখে একটু নড়ে চড়ে দাঁড়ালেন বোম্বাই আর হরিয়ানার দুই খেলোয়াড়। তাঁদের মনে পড়লে গতকালের রাতের কথা। দুজনেই শুরু করলেন হাত খুলে মারতে। দুওভারে ১৩ রান দেওয়ায় লয়েড সরিয়ে নিলেন ভিভ রিচার্ডসকে। বল তুলে দিলেন গোমসের হাতে। কিন্তু সন্দীপ আর যশপাল তখন দুরন্ত। সন্দীপ অবশ্য খুব বেশিক্ষণ টিকতে পারলেন না। গোমসের বল মারতে গিয়ে সরাসরি বোল্ড হলেন তিনি। করলেন ৩৬ রান। ভারতের রান গিয়ে দাঁড়ালো ১২৫-এ। কপিলদেবও এসেই মারতে শুরু করলেন। আর গোমসের বল মারতে গিয়ে আউটও হয়ে গেলেন। ভারতের রান তখন ১৪১।

কিন্তু যশপাল শর্মার তখন দুরন্ত মূর্তি। রজার বিনি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন সহযোগিতার হাত। যশপাল তখন কাউকেই পরোয়া করছেন না। আর ড্রাইভ করে পরের পর পাঠাচ্ছেন মাঠের বাইরে। বাম্পার বিমার দিলেই পুল করে তুলে নিচ্ছেন চারটি করে রান। ভারতের রান উঠতে লাগলো খুব তাড়াতাড়ি। যশপাল শর্মা ১২০টি বল খেলার ফাঁকেই তুলে নিলে ৮৯ (৯টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে) রান। তারপর হোল্ডিংয়ের



দিলীপ বেংসরকার

বল মারতে গিয়ে সরাসরি বোল্ড হয়ে গেলেন। ভারতের ৬ উইকেটে ২১৪ রান।

যশপালের ফেলে যাওয়া জায়গায় এসে দাঁড়ালেন উত্তর ভারতের আর এক খেলোয়াড় মদনলাল শর্মা। বিনি (২৭) আর মদনলাল (অপরাজিত ২১) ভারতের রান। অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গেলেন। কিরমানি রান আউট হলেও, শাস্ত্রী এসে মদনলালের পাশে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। যাট ওভারের কোটা যখন শেষ হলো ভারতের তখন ২৬২ রান। ব্যাট করতে নামেননি শুধু বি এস সাঁধু।

২৬২ রান খুব খারাপ স্কোর নয়। খানিকটা চ্যালেঞ্জ জানাবার মতো বটে। অবস্থা এখন যা তাতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে জিততে হলে লড়তে হবে। ভারতীয় বোলাররা ক্যারিবিয়ান ব্যাটম্যানদের চ্যালেঞ্জ জানাবার সুযোগ পেয়ে গেলেন।

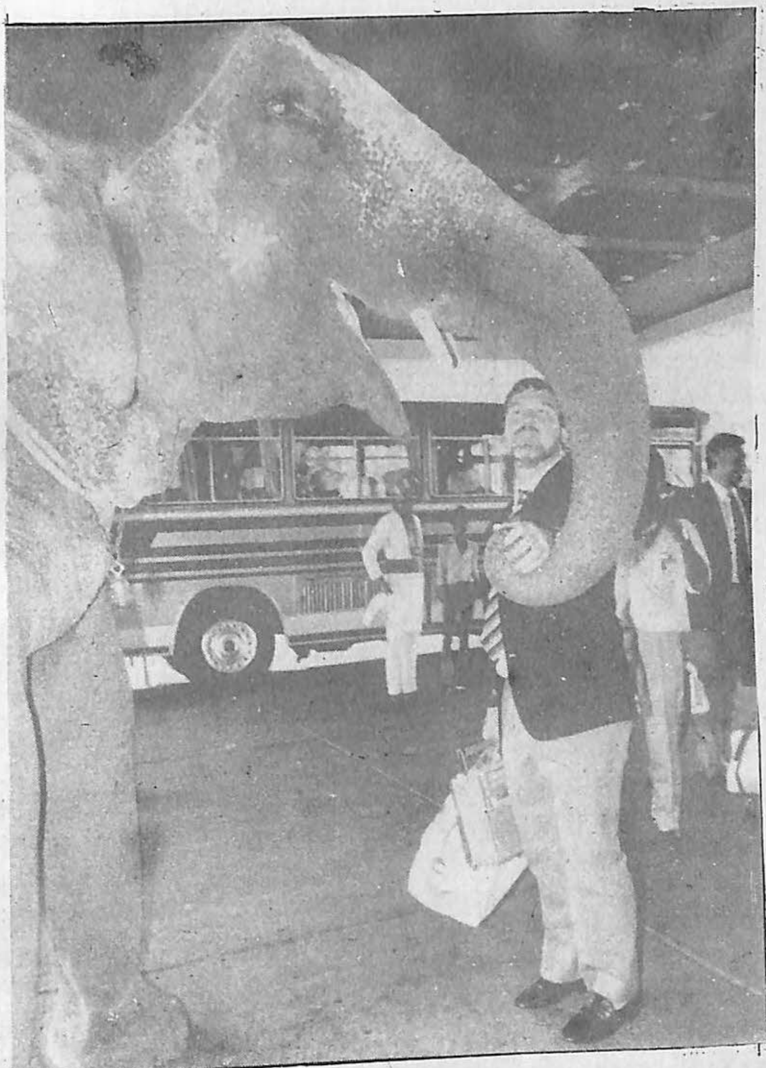
সেদিন বিকেলে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যখন মাঠে নামলেন তখন তাঁরা উত্তেজনায় টানটান। খেলা পরের দিনও চলবে। এ কথা বুঝে হাল্কা চালে ভারতীয় খেলোয়াড়রা ফিল্ডিং করতে নামলেন। কিন্তু নজর তাঁদের ঈগলের মতো। একটা ক্যাচ তাঁরা ফেলবেন না। একটা বল গলতে দেবেন না।

গ্রিনিজ আর হেইন্স যখন ব্যাট হাতে নিয়ে মাঠে নামলেন, তখন গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। বল জোরে মারার ঝুঁকি না নিয়ে দু'জন একটি একটি করে রান নিতে লাগলেন তাঁদের লক্ষ্য তাড়াতাড়ি রান তোলা। কাল বৃষ্টি হলে পরের ব্যাটসম্যানরা বিপদে পড়বেন। তাই যতোটা সম্ভব স্কোর এগিয়ে রাখতে চান। তাড়াতাড়ি এক-দুই রান নিতে গেলে রান আউট হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চটপট ৪৯ রান তোলার পর হেইন্স রান আউট হয়ে গেলেন। ছ রান পরে সাঁধুর বল সুন্দরভাবে সুইং করে এসে ভেঙে দিলো গ্রিনিজের স্টাম্প। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫৬ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারালো। সেদিনের খেলাও শেষ হলো।

জেতার জন্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আর চাই ২০৭ রান। রিচার্ডস, ব্যাকাস, লয়েড, দুঁজো, গোমসের মতো ব্যাটসম্যান আছেন। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটাররা তাই নিশ্চিত মনেই প্যাভিলিয়নে ফিরলেন।

রাত্তিরে কপিলদেবের ঘরে আবার সবার ডাক পড়লো। অধিনায়ক বললেন,—আজ আমরা যেভাবে বল করেছি, ফিল্ডিং করেছি—কাল ঠিক একইভাবে চেপে ধরতে হবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে। কোনরকমে ভিভকে যদি ফিরিয়ে দেওয়া যায় তাহলেই ওদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে। আমি শুধু এইটুকুই চাই—একটা বলও আমরা ছাড়বো না, একটা ক্যাচও ফেলবো না।

ক্যাপ্টেনের নির্দেশ পালন করার জন্যে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যে কতোটা তৎপর তার প্রমাণ পাওয়া গেলো পরদিন খেলা আরম্ভ হতেই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে যিনি ম্যাচের পর ম্যাচ জেতান, দলের যিনি প্রাণ—সেই ভিভিয়ান রিচার্ডস বিনির একটা শর্ট বল



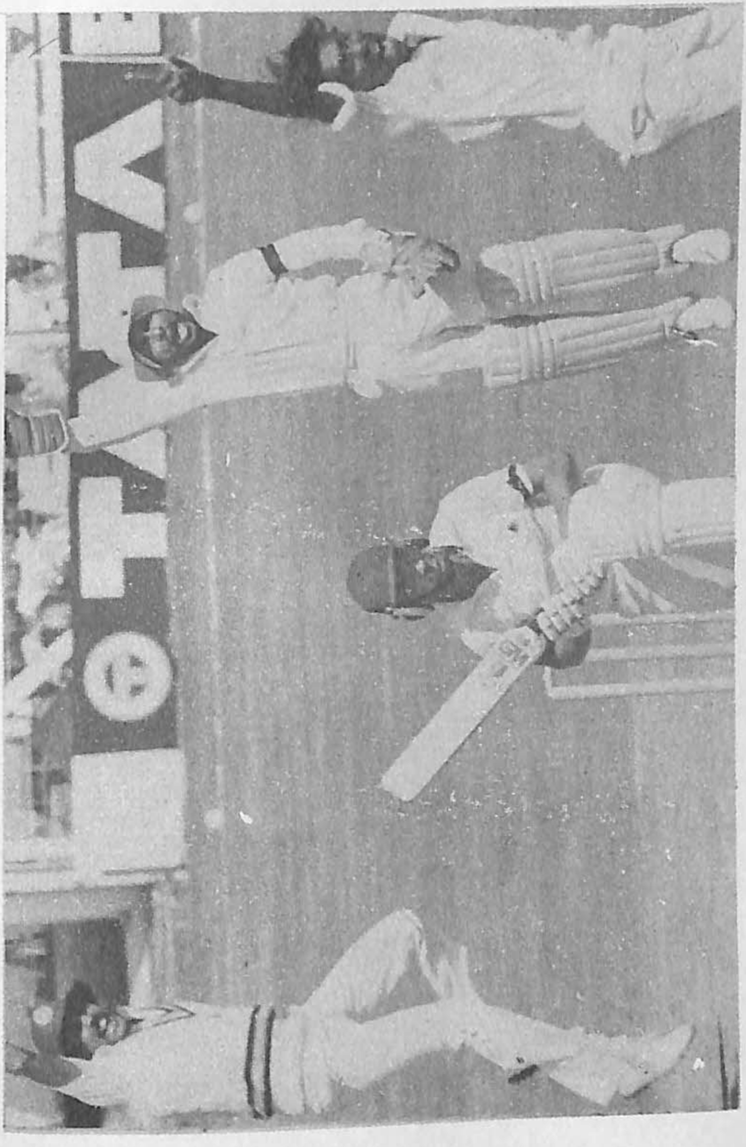
গ্যাটিংকে হাতির সংবর্ধনা।

গেলেন জোরে মারতে। বিনির বল লেটে সুইং করে ভিভের ব্যাট ছুঁয়ে চলে গেলো উইকেটের পিছনে কিরমানির হাতে। মাত্র ১৭ রান করে আউট হলেন রিচার্ডস। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৩ উইকেটে ৭৬।

আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। এরপর মদনলালের অফ কাটার ভেঙে দিলো ব্যাকাসের স্টাম্প। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৪ উইকেটে ৯৬। দুঁজো বিনির বল উড়িয়ে দিতে গিয়ে ধরা পড়লেন সাঁধুর হাতে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৫ উইকেটে ১০৭। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ একটি উইকেট হারায় আর ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনোবল ততোই বেড়ে যায়। তবে তখনও আনন্দে লাফাবার মতো অবস্থা হয়নি। লয়েড এসে ধরেছেন দলের হাল। তার সঙ্গে আছেন ল্যারি গোমস। কিন্তু ৮ রান করে গোমস রান আউট হয়ে গেলেন। ৬ উইকেটে ১২৪। লয়েড গেলেন বিনিকে মারতে। ফসকালেন। বলটা সামান্য বাঁক খেয়ে ভেঙে দিলো তাঁর উইকেট। ৭ উইকেটে ১২৬। মুখ ভার করে লয়েড ফিরে গেলেন প্যাভেলিয়নে। তিনি ততোক্ষণে বুঝে গেছেন কি হতে চলেছে। গত দুবারের প্রতিযোগিতায় যে দল মাত্র একটি খেলায় জিতেছে সেই ভারত অঘটন ঘটাতে চলেছে। হারাতে চলেছে গত দুবারের চ্যাম্পিয়ান দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে।

ওদিকে ম্যালকম মার্শাল ঠকে গেলেন রবি শাস্ত্রীর স্পিনের ফাঁদে। কিন্তু পিটোতে শুরু করেছেন অ্যাণ্ডি রবার্টস। কাউকে পরোয়া করছেন না তিনি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তখন ৮ উইকেটে ১৩০। মার্শালের পর হোল্ডিংকে ফিরিয়ে দিলেন শাস্ত্রী। ৯ উইকেটে ১৫৭। এর পরই খেলার চেহারা বদলে দিলেন রবার্টস আর শেষ ব্যাটসম্যান জোয়েল গারনার। ভারতীয়দের খুশি খুশি মুখগুলো ধীরে ধীরে ভার হয়ে উঠছে। রান উঠছে তাড়াতাড়ি। রবার্টস শাস্ত্রীকে এমন পেটাতে লাগলেন যে কপিল বাধ্য হলেন তাঁকে সরিয়ে নিতে। রবার্টস আর গারনারকে জব্দ করতে পারছেন না কেউ। রান উঠছে দ্রুত। দুশ রান উঠে গেছে। ভারতকে ধীরে ধীরে চাপের মুখে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দুই ফাস্ট বোলার।

একটু আগেই রবি শাস্ত্রী বেধরক মার খেয়েছিলেন। এবার আবার তাঁর হাতেই বল তুলে দিলেন কপিল। যাতে স্পিনের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলতে পারেন দুই বোলারের একজনকে। শাস্ত্রীর হাতে বল দেখে খুশি হয়ে উঠলেন গারনার। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তখন ২২৮ রান। জেতার জন্যে দরকার আর ৩৫ রান। শাস্ত্রীর প্রথম বল। একটু ঝোলানো। সামান্য সর্ট পিচ। গারনার এগিয়ে গেলেন ওভার বাউন্ডারি হাঁকাবার জন্যে। পারলেন না। বাঁক খেয়ে বলটা চলে গেলো কিরমানির হাতে। চকিতে তিনি ভেঙে দিলেন উইকেট। গারনার তখনও ক্রিজের বাইরে। ২২৮ রানে শেষ হয়ে গেলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস। ভারত প্রথম খেলায় জিতলো ৩৪ রানে। রবার্টস অপরাজিত রইলেন ৩৭ রানে। গারনারের স্কোরও তাই।



রবিনসন ক্যাচ আউট, কপিলদেব, কিরমানি এবং বোলার শিবরামকৃষ্ণান একযোগে আউট বলে চেঁচিয়ে উঠছেন।

মস্ত বড় অঘটন। পরদিন কাগজে কাগজে সেই খবর। ওল্ড ট্রাফোর্ডে ভারত খেললো বিস্ময়কর খেলা। আর ট্রেন্ট ব্রিজে তাক লাগিয়ে দিলো অপরিচিত দল জিম্বাবুয়ে। ১৩ রানে তারা হারিয়ে দিলো অস্ট্রেলিয়াকে। জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে ২৪০ রান করেও জিততে পারলো না অস্ট্রেলিয়া। জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক ডানকান ফ্লেচার দারুণ খেললেন। জিম্বাবুয়ের ইনিংসের হাল ধরে থেকে ৬৯ রান করে অপরাজিত রয়ে গিয়েছিলেন। আর বল হাতে নিয়ে ফিরিয়ে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার চারজন ব্যাটসম্যানকে মাত্র ৪২ রানের বিনিময়ে।

সোয়ানসিতে রানের রেকর্ড গড়েছে পাকিস্তান। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তারা তুলেছে ৫ উইকেটে ৩৩৮ রান। এর মধ্যে শেষ ৫ ওভারে তারা করেছে ৭২ রান। পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে শ্রীলঙ্কা ৯ উইকেটে ২৮৮ রান করে হেরে যায়। ওভালে ইংলণ্ড ১০৬ রানে হারিয়ে দিলো নিউজিল্যাণ্ডকে।

অর্থাৎ প্রতিযোগিতার প্রথম দিনেই অঘটন ঘটালো ভারত আর জিম্বাবুয়ে। এইবার সেই দুদলের লড়াই। ভারতকে যেতে হবে টার্নব্রিজ ওয়েলসে।

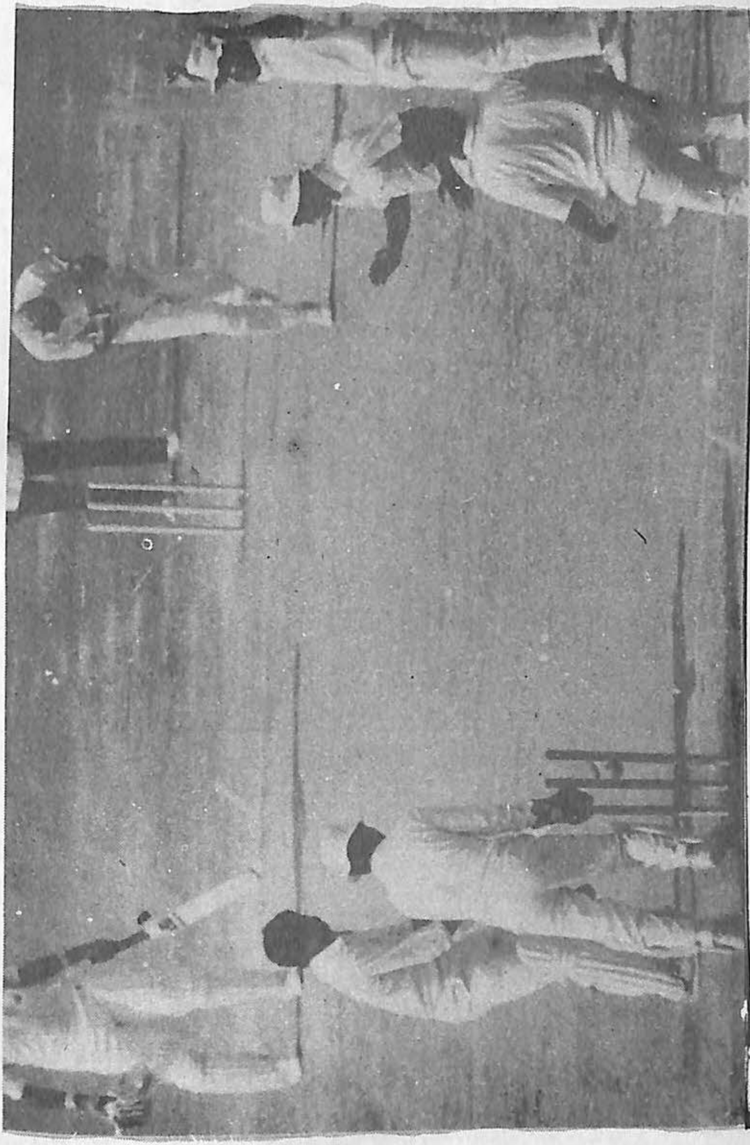
ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারাবার পর হোটেলে ফিরেই ভারতীয় খেলোয়াড়রা একে একে ঢুকলেন কপিলদেবের ঘরে। চ্যাম্পিয়ান দলকে হারানোর আনন্দে তখন সকলে উচ্ছ্বসিত। কপিলদেব বললেন,—এই জয়ের ধারা আমাদের ধরে রাখতেই হবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতো দলকে যারা হারাতে পারে তারা অন্য দলকেই বা পারবে না কেন।

গাভাসকার বললেন,—প্রত্যেকটি ম্যাচে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো। জান লড়িয়ে খেলবো।

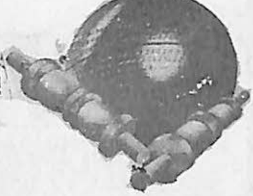
মহিন্দর অমরনাথ বললেন,—আমাদের অবহেলা করার, আমাদের পাত্তা না দেবার জবাব দিতেই হবে।

কপিল চুপ করে ছিলেন। বললেন,—আমাদের পরের খেলা জিম্বাবুয়ের সঙ্গে। যেভাবেই হোক জিততেই হবে। লড়তে হবে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে আমরা দুটো ম্যাচে এগিয়ে যেতে পারলে আমাদের সেমিফাইনালে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকবে। এই মুহূর্তে আমাদের লক্ষ্য হবে সেমিফাইনালে ওঠা। তাই আমাদের জীবন পণ করে খেলতে হবে। ফিল্ডিং করতে হবে নিখুঁতভাবে। তা যদি আমরা পারি, তাহলে সেমিফাইনালে ওঠা কেউ রুখতে পারবে না।

সোনালী স্বপ্ন দেখালেন কপিল। সেই স্বপ্ন দেখতে দেখতেই ভারতীয় খেলোয়াড়রা পাড়ি দিলেন ওয়েলসের পথে।



অলউইস আউট হতেই ভারত জিতে গেল। আনন্দে উদ্বেল বোলার মনিন্দর সিং এবং শ্রীকান্ত, গাভাসকার ও অরুণলাল।



৩

লিস্টারশায়ারের আবহাওয়া মোটেই ভাল নয়। প্রায়ই বৃষ্টি হচ্ছে। সেদিন শনিবার, ১১ জুন। ভারতের দ্বিতীয় খেলা জিম্বাবুয়ের সঙ্গে।

আগে যখন ফিকশ্চার তৈরি হয়েছিলো তখন সকলে ধরে নিয়েছিলেন—প্রথম খেলায় ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে হারবে, পরের ম্যাচে জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে সম্ভবত জিতবে।

কিন্তু প্রথমদিনই অঘটন ঘটিয়েছে এই দুটি দলই—ভারত আর জিম্বাবুয়ে। ভারত হারিয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে আর জিম্বাবুয়ে অস্ট্রেলিয়াকে।

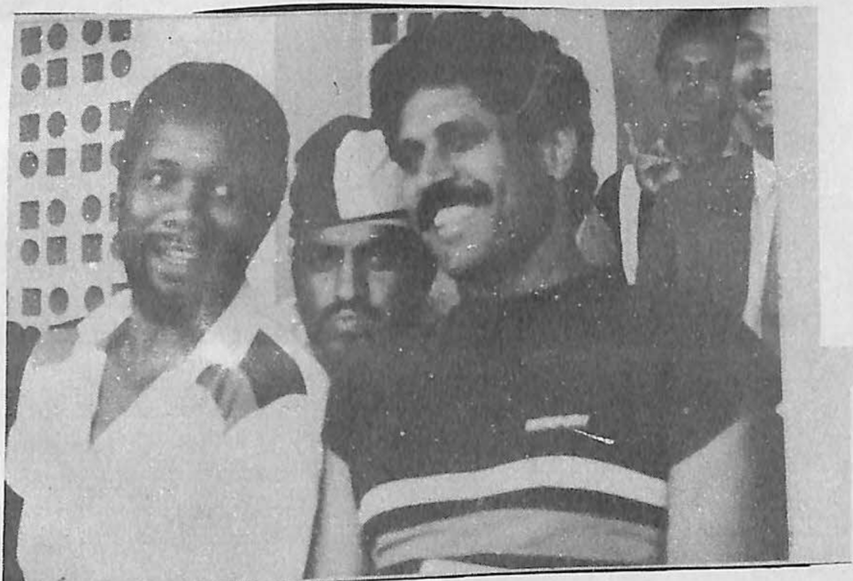
সুতরাং জিম্বাবুয়েকে কিছুতেই হাল্কাভাবে নেওয়া যাবে না। হোটেলে বসে কপিল সেই কথাই বললেন। বললেন,—জিম্বাবুয়ে সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু যারা প্রথম খেলাতেই অস্ট্রেলিয়ার মতো দলকে হারাতে পারে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক হয়ে খেলতে হবে। একটা কথা মনে রাখতেই হবে—জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে আমাদের দুটো ম্যাচই জিততে হবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে একটা খেলায় হারিয়েছি, ধরে নিলাম অন্যটায় হারছি, তাহলে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে দুটো খেলার একটাতে জিততে পারলেই আমরা সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবো।

শনিবার সকাল থেকেই বৃষ্টি আরম্ভ হলো। খেলোয়াড়রা মাঠে এসে বসে আছেন। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মুখ শুকিয়ে গেছে। এই ম্যাচটা জিততেই হবে। অথচ জিম্বাবুয়ে দল সম্বন্ধে কেউই কিছু জানে না। শুধু শুনেছে আগের খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ওরা চমকে দিয়েছে সকলকে। তাই ভারতীয়দের সতর্ক আর সংহত হওয়া দরকার।

মাঠ শুকিয়ে যাবার পর খেলা আরম্ভ হতে হতে প্রায় দেড়টা। কপিলদেব টসে জিতে ফ্লেচারকে বললেন ব্যাট করতে। ভারতীয় বোলারদের বলে তেমন জোর না থাকলেও সুইং আছে। ভিজে ভিজে মাঠ আর আবহাওয়ায় ওরা যে কতোটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন তার প্রমাণ পাওয়া গেলো জিম্বাবুয়ে ব্যাট করতে নামার পরই। কপিলদেব, সাঁধু, মদনলাল, বিনিকে খেলতেই পারছিলেন না জিম্বাবুয়ের ব্যাটসম্যানরা। কে বলবে আগের



ঘুরিয়ে মারছেন ডেসমন্ড হেইন্স।



কপিলের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিয়েছেন মার্শাল।

খেলায় ওরা লিলি, লসন, হগদের মেরে ছাতু করে দিয়েছিলেন। ৫১ · ৪ ওভারেই শেষ হয়ে গেলো জিম্বাবুয়ের ইনিংস মাত্র ১৫৫ রানে। মদনলাল ২৭ রানে ৩টি, বিনি ২৫ রানে ২টি আর কপিল, সাঁধু ও শাস্ত্রী পেলেন একটি করে উইকেট।

শ্রীকান্ত এসেই (২০) পেটাতে শুরু করলেন। গাভাসকার আউট হয়ে গেলেন ৪ রান করে৷ মহিন্দর অমরনাথ (৪৪) আর সন্দীপ পাটিল (৫০) ভারতকে টেনে নিয়ে গেলেন জয়ের পথে। ৩৭ · ৩ ওভারেই ভারত জিতে গেলো ৫ উইকেটে ১৫৭ রান করে। ঐ খেলায় ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হলেন মদনলাল।

সেইদিনের অন্য খেলায় ইংলণ্ড ৪৭ রানে শ্রীলঙ্কাকে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নিউজিল্যাণ্ড জিতলো ৫২ রানে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে অস্ট্রেলিয়া হারলো ১০১ রানে।

ভারত ট্রেন্টব্রিজে এলো অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলার জন্যে। আগের দুটি খেলাতেই অস্ট্রেলিয়া হেরেছে। জিম্বাবুয়ে আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে। অন্যদিকে দুটি খেলাতেই জিতে এসেছে ভারত। হারিয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর জিম্বাবুয়েকে। দু দলের কাছেই তাই খেলাটির গুরুত্ব অপরিসীম। অস্ট্রেলিয়াকে লড়তে হবে অস্তিত্বরক্ষার জন্যে। মান সম্মান রক্ষার জন্যে। ভারতের সামনে স্বপ্ন সফল করার লড়াই। পর পর তিনটি খেলাতে জিততে পারলে ভারতের সেমিফাইনালে ওঠার পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বিশ্বের দুজন সেরা খেলোয়াড়কে বাদ দিয়ে দু দল খেলতে নেমেছিলো। সুনীল গাভাসকারের জায়গায় শ্রীকান্তর সঙ্গে ভারতীয় ইনিংস শুরু করার দায়িত্ব দেওয়া হলো রবি শাস্ত্রীকে। আর অস্ট্রেলিয়া বাদ দিলো সব থেকে নির্ভরযোগ্য ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলিকে। হোগানকে দলে নেওয়া হলো তাঁর বদলে।

আগের দুটি খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে যে মনোভাব দেখা গিয়েছিলো, যে স্পিরিট ছিলো ট্রেন্টব্রিজে তার বিন্দুমাত্রও দেখা গেলো না। কপিলদেব টসে জিতে যখন অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে পাঠালেন তখন আকাশে মেঘের ছিটে ফোঁটাও নেই। ঝলমল করছে রোদ। টসে জেতা মানেই অর্ধেক জেতা হয়ে গেছে—এই রকম একটা মনোভাব নিয়েই ভারতীয় খেলোয়াড়রা মাঠে নামলেন।

ঐ আবহাওয়ায় কপিলদেব আর মদনলাল দারুণ বল করছিলেন। মাত্র পাঁচ রান করে ওয়েসেলস বোল্ড হলেন কপিলের বলে। ট্রেভর চ্যাপেল আর কিম হিউজ ধরলেন অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের হাল। তাঁরাও বেশিক্ষণ টিকতে পারতেন না। কিন্তু বারবার পেতে লাগলেন ভারতীয় ফিল্ডারদের অযাচিত সহযোগিতা। চ্যাপেল দুবার ক্যাচ তুলেও রেহাই পেয়ে গেলেন। বর্ডারও তাই। আগের দুটি খেলায় ভারতীয়রা ফিল্ডিং করেছিলেন ঈগলের মতো—ক্যাচ তো দূরের কথা, একটা বলও গলেনি তাঁদের হাত দিয়ে। কিন্তু সেই খেলোয়াড়দেরই সেদিন করুণ অবস্থা। অসহায়ের মতো ফিল্ডিং করছিলেন তাঁরা।



পাকিস্তান দলের সদস্য।



প্র্যাকটিস করছেন রিচার্ডস, গ্রিনিজ, হারপার ও লোগি।

পরপর দুটি খেলায় হেরে আসা অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে নেমে সেই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগলো। চ্যাপেল আর হিউজ দ্বিতীয় উইকেটে ১৪৪ রান তুলে অস্ট্রেলিয়াকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। ট্রেভর সেঞ্চুরি করলেন (১১০)। হিউজ আউট হলেন ৫২ রান করে। গ্রাহাম ইয়ালপ (অপরাজিত ৬৬) আর বর্ডার (২৬) অস্ট্রেলিয়াকে তিনশ গণ্ডি পার করে দিলেন। অস্ট্রেলিয়া ৬০ ওভারে করলো ৯ উইকেটে ৩২০ রান। কপিলদেব ছিলেন সব থেকে সফল বোলার। বারো ওভার বল করে ৪৩ রানের বিনিময়ে তিনি অস্ট্রেলিয়ার ন'টির মধ্যে ৫টি উইকেটই দখল করেছিলেন। মদনলাল পেয়েছিলেন দুটি উইকেট। রজার বিনি ও মহিন্দর অমরনাথ একটি করে।

ভারত আগেই হেরে বসে আছে। ফিল্ডিং করার সময়ই ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। ৩২০ রানের চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার সামর্থ্য যে তাঁদের নেই সে কথা খেলোয়াড়রা ভালোভাবেই বুঝে গিয়েছিলেন। তবে শ্রীকান্ত যথারীতি ঝড়ের বেগে শুরু করেছিলেন খেলা। প্রথম ৬ ওভারে পাঁচটি বাউণ্ডারি হাঁকিয়ে তিনি দলকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। সুনীল গাভাসকারের জায়গায় দলের ইনিংস শুরু করতে এসে রবি শাস্ত্রী আউট হলেন লসনের বলে মাত্র ১১ রানে। শ্রীকান্ত করলেন ৩৮ রান। ২ রান করে মহিন্দর অমরনাথ রান আউট হয়ে গেলেন। বেংসরকার করলেন ৫, সন্দীপ পাটিল ০ আর যশপাল শর্মা ৩ রান করলেন। ২২ ওভারের সময় ভারতের রান ৬ উইকেটে ৬৬। এই বিপর্যয়ের মধ্যে রুখে দাঁড়ালেন কপিলদেব আর মদনলাল। দুজনে মিলে ১২৭ পর্যন্ত দলের স্কোর টেনে নিয়ে গেলেন। কপিল ৪০ আর মদনলাল ২৭ রান করে আউট হবার পর আর বেশিক্ষণ বেঁচে ছিলো না ভারতের ইনিংস। ৩৭·৫ ওভারে মাত্র ১৫৮ রানে শেষ হয়ে গেলো ভারত। দুটি খেলায় হারার পর অস্ট্রেলিয়া প্রথম জয়ের মুখ দেখলো ভারতকে ১৬২ রানে হারিয়ে।

ওদিকে অন্য খেলায় ব্রিস্টলে নিউজিল্যাণ্ড ৫ উইকেটে শ্রীলঙ্কাকে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৮ উইকেটে জিতলো জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানকে ৮ উইকেটে হার মানতে হলো ইংলণ্ডের কাছে।

সবকটি দলের তিনটি করে খেলার পর দলগত অবস্থা দাঁড়ালো—

ক বিভাগ	খেলা	জয়	পরাজয়	পয়েন্ট	রানরেট ওঃ পিঃ
ইংলণ্ড	৩	৩	০	১২	৫·০০
নিউজিল্যাণ্ড	৩	২	১	৮	৪·১৯
পাকিস্তান	৩	১	২	৪	৪·০৯
শ্রীলঙ্কা	৩	০	৩	০	৪·০০



দুই অধিনায়ক—ভারতের কপিলদেব এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভিভিয়ান রিচার্ডস।

রবি শাস্ত্রী



খ বিভাগ	খেলা	জয়	পরাজয়	পয়েন্ট	রানরেট ওঃ পিঃ
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৩	২	১	৮	৪ ২৯
ভারত	৩	২	১	৮	৩ · ৮২
অস্ট্রেলিয়া	৩	১	২	৪	৪ · ৬৩
জিম্বাবুয়ে	৩	১	২	৪	৩ · ৫৬

অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারলেও খ বিভাগ থেকে ভারতের সেমিফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা তখনও উজ্জ্বল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর ভারতের সমান পয়েন্ট। বাকি তিনটি খেলার মধ্যে দুটিতে জিততে পারলে তো কথাই নেই—তাহলে সেমিফাইনালে খেলা পাকা হয়ে যাবে। তা ভারত যদি শুধু জিম্বাবুয়েকে হারায় তাহলে অবস্থ অন্যরকম হবে। তখন যদি, হয়তো, ইত্যাদি প্রশ্ন এসে যাবে।

অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে যাবার পর রাত্তিরে ভারতীয় খেলোয়াড়দের সভা বসেছিল। কপিল সেই কথাই বললেন,—অস্ট্রেলিয়া আমাদের হারিয়েছে আজ। ফিরতি খেলায় আমরা এর বদলা নেবো। সেই সঙ্গে হারাতে হবে জিম্বাবুয়েকে। তাহলেই আমরা সেমিফাইনালে পৌছে যাবো। ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে আমরা প্রথম ম্যাচেই হারিয়েছি। ফিরতি খেলায় ক্যারিবিয়ান খেলোয়াড়রা আমাদের ছেড়ে দেবেন না। আমরাও তৈরি।

গাভাসকার বললেন,—প্রথম দুটি ম্যাচে আমরা যেভাবে খেলেছিলাম,আজ তা পারিনি। আমাদের ফিল্ডিং ভালো হয়নি। ব্যাটিংয়ের কথা তো ছেড়ে দিলাম। মনে রাখতে হবে, আমরা দেশের সম্মান বাড়াতে নামছি। খেলার আগেই হার মেনে নিলে কিছুতেই চলবে না।

মহিন্দর অমরনাথ বললেন,—ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে আমরা প্রমাণ করেছি, ভারত একদিনের ক্রিকেটও খেলতে পারে। এবার আমাদের তৈরি হতে হবে আরও বড় লড়াইয়ের জন্যে।

সেই সভায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা আবার শপথ নিলেন, তাঁরা লড়বেন। দেশের সম্মান বাড়াবার জন্যে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

ভারতের পরের খেলা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে। ওভালে জুন মাসের ১৫ তারিখে। লণ্ডনে ফিরে এলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটাররা আগেই এসে গেছেন। প্রথম ম্যাচে ভারত তাদের হারিয়েছিলো। ভারতকে তাঁরা অত্যন্ত খাটো



আবদুল কাদির পাকিস্তান দলের অন্যতম সফল খেলোয়াড়।

ভারতের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করার পর পাকিস্তানের রামিজ রাজা।

নজরে দেখেছিলেন। হাল্কা চালে খেলতে গিয়ে হেরেছেন। এবার আর সে ভুল তাঁরা করবেন না।

রোদ ঝলমলে ওভাল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান গ্রিনিজ আর হেইন্স ব্যাট করতে নামলেন। ইনিংসের শুরুতেই কপিল ফিরিয়ে দিলেন গ্রিনিজকে। চুইংগাম চিবোতে চিবোতে মাঠে নামলেন ভিভিয়ান রিচার্ডস। আগের তিনটি খেলায় তিনি সুবিধে করতে পারেননি। নিজেকে ফিরে পেতে বুঝি বেছে নিলেন এই খেলাটি। দারুণ খেলতে লাগলেন ভিভ। ১৪৬ বল খেলে করলেন ১১৯ রান। হেইন্স (৩৮), লয়েড (৪১) আর গোমস (২৭) ছাড়া আর কেউ অবশ্য তেমন সুবিধে করতে পারেননি। ৬০ ওভারে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করলো ৯ উইকেটে ২৮২ রান।

এই রান তোলা ভারতের পক্ষে অসম্ভব নয়। ভারত যে লড়তে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। গাভাসকার এই ম্যাচেও দলের বাইরে ছিলেন। শ্রীকান্ত আর রবি শাস্ত্রী ওপেন করেছিলেন ভারতের ইনিংস। শ্রীকান্ত ২ আর শাস্ত্রী ৬ রান করে আউট হলেন। মাত্র ২১ রানের সহ অধিনায়ক মহিন্দর অমরনাথ আর দিলীপ বেংসরকার ধরলেন দলের হাল। দুজনে মিলে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন স্কোর। ওভাল মাঠের বারো হাজার দর্শক একটি ভালো লড়াই দেখার জন্যে নড়ে চড়ে বসলেন।

কিন্তু হঠাৎই ঘটে গেলো ঘটনাটা। ম্যালকম মার্শালের একটি বল আচমকা লাফিয়ে উঠে সরাসরি আঘাত করলো দিলীপ বেংসরকারের মুখে। জোরালো আঘাত। সামলে উঠে খেলা বেংসরকারের পক্ষে সম্ভব হলো না। আহত দিলীপকে ফিরে যেতে হলো প্যাভিলিয়নে। তারপর হাসপাতালে। দিলীপ বেংসরকার তখন পর্যন্ত ৩২ রান করেছিলেন।

বেংসরকারের ফিরে যাওয়াটাই কাল হলো। মহিন্দরের পাশে আর কেউ তেমনভাবে দাঁড়াতে পারলেন না। শুধু সন্দীপ পাটিল (২১) আর দলনেতা কপিলদেব (৩৬) খানিকক্ষণ লড়েছিলেন। ৫৩.১ ওভারে ভারতের ইনিংস শেষ হয়ে গেলো ২১৬ রানে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম খেলায় হারের বদলা নিলো। জিতলো ৬৬ রানে। ম্যান অফ দি ম্যাচ হলেন ভিভিয়ান রিচার্ডস।

ওয়েসট ইণ্ডিজের কাছে যে হারতে হবে এ হিসেব ভারত আগেই করে রেখেছিলো। ভারতকে হারানোর ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সেমিফাইনালে ওঠা একরকম পাকা হয়ে গেলো। অন্য কোন্ দল উঠবে সেইটাই প্রশ্ন—ভারত না অস্ট্রেলিয়া?

ভারতের আর দুটো খেলা বাকি জিম্বাবুয়ে আর অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। এই দুটিতেই জিততে পারলে ভালো। না হলে অন্তত একটি খেলায় জিততেই হবে।

কারণ অস্ট্রেলিয়া ফিরতি খেলায় ৩২ রানে হারিয়েছে জিম্বাবুয়েকে। ক বিভাগে



আজহারউদ্দিন

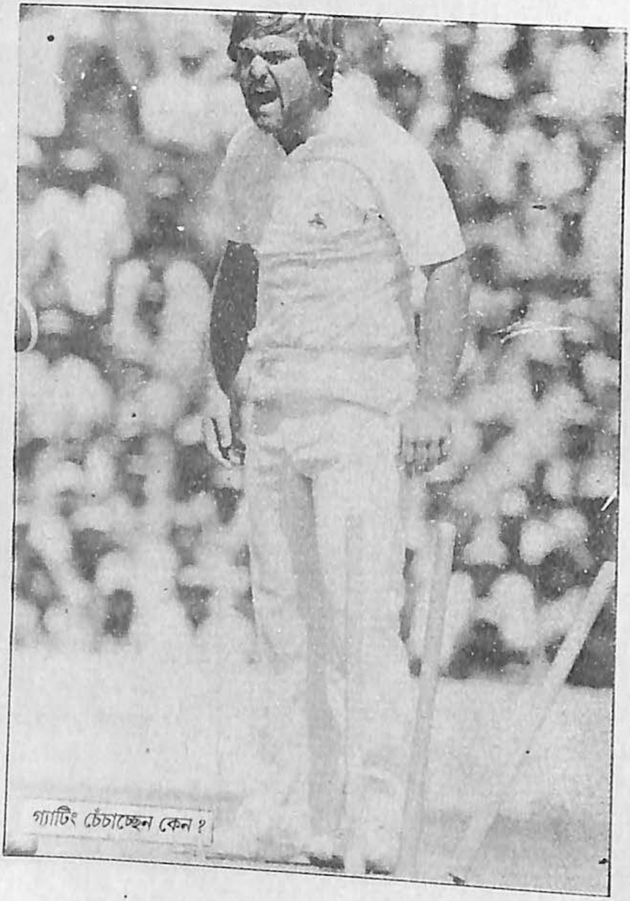


গাভাসকারের স্কোয়ার ড্রাইভ।

নিউজিল্যাণ্ড ২ উইকেটে ইংলণ্ডকে, আর পাকিস্তান ১১ রানে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে।

ভারতকে এবার যেতে হবে টার্নব্রিজ ওয়েলসে। সেখানে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে লড়াই। ভারতের কাছে ঐ খেলাটি ছিলো বাঁচার লড়াই। সেমিফাইনালে উঠতে হলে ঐ খেলায় ভারতকে জিততেই হবে।

লণ্ডন থেকে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যখন ওয়েলসের দিকে যাত্রা করলেন তখন কেউ ভাবতেও পারেননি—সেখানে কী হতে চলেছে।



গ্যাটিং চেঁচাচ্ছেন কেন?



গাভাসকার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছেন তবে তার পার্টনার আজহারউদ্দিন (ছবিতে দেখা যাচ্ছে না) নিরাপদেই। পৌঁছেছেন ক্রিজে।



৪

সকাল থেকেই কপিলদেবের মনটা খুঁতখুঁত করছিলো। খালি মনে হচ্ছিলো, আজ কিছু একটা হবে। কিন্তু কি হবে? খেলা তো জিম্বাবুয়ের সঙ্গে। প্রথম খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে এসেছে যারা তারা কি জিম্বাবুয়েকে হারাতে পারবে না? জিম্বাবুয়েও অবশ্য অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সকলকে চমকে দিয়েছে। তবে এ কথা ঠিক যে জিম্বাবুয়ে এমন কিছু আহামরি দল নয়। টেস্টও খেলে না। যোগ্যতা অর্জনের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিশ্বকাপে খেলতে এসেছে। ওদের হারানোর ব্যাপারটি নিয়ে কপিল তেমন চিন্তিত নয়। কিন্তু কেন যে ওঁর মনটা খুঁত খুঁত করছে।

হোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভারতের অধিনায়ক কপিলদেব নিখাঞ্জ। ওঁর মুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। কি ভাবছেন কপিল? ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারাবার পরই সেদিন রাত্রে টিম-মিটিং হয়েছিলো। ঠিক হয়েছিলো, সকলে মিলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। অন্তত সেমিফাইনালে উঠতে হবে। একদিনের ক্রিকেটে ভারত তো এলেবেলে দল নয়! সকলের এই মনোভাব দূর করতে হবে। সত্যি কেউ ভারতকে পাত্তা দেয় না। তা না হলে অমন খেলা খেলে ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারালো—আর অমনি বলাবলি শুরু হলো ভারত ফ্লুকে জিতেছে। আজ তাই জিম্বাবুয়ের সঙ্গে খেলাটি দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতকে আজ জিততেই হবে। তবু কেন যে মনটা খুঁত খুঁত করছে। কি যেন একটা অস্বস্তি কপিলের মনে চেপে বসেছে। কিন্তু কেন এই অস্বস্তি?

টার্নব্রিজ ও ওয়েলসে সকালের রোদ তখন গাছের মাথায় মাথায়। টার্নব্রিজ ওয়েলসের নেভিল মাঠে দুঘণ্টা পরেই ভারতকে খেলতে নামতে হবে। এই খেলাটি নিয়ে এখানকার মানুষের মধ্যে তেমন কোন উৎসাহ নেই। কেউ মাথাও ঘামাচ্ছেন না খেলাটি নিয়ে। তবে জিম্বাবুয়ে অস্ট্রেলিয়াকে আর ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে এখানে খেলতে এসেছে বলে চোখে বিস্ময়। একটু অবাকই হয়েছেন তাঁরা। ঐ ফলাফল তাঁরা কেউ প্রত্যাশা করেন নি।

ব্রেক ফাস্ট সেরে ভারতীয় খেলোয়াড়রা মাঠে চলে এলেন। দারুণ মাঠ। বিশ্বের অন্যতম সেরা মাঠও বলা যেতে পারে। মাঠের চারপাশে বড় বড় গাছ। ঝির ঝিরে



শ্রীলঙ্কা দলের অধিনায়ক দলীপ মেন্ডিস

শ্রীলঙ্কা দলের রনতুঙ্গা যিনি সব খেলাতেই তুঙ্গে থাকেন রণে বা খেলায়।



হাওয়া বয়ে যায় মাঠের ওপর দিকে। মাঠের চারপাশে নানা রংয়ের ফুল ফুটে আছে। গত একশ বছরের বেশি দিন ধরে এখানে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে।

সেদিন ১৮ জুন ১৯৮৩।

রোদ ঝলমলে সকাল। কপিল টসে জিতলেন। খুশি হলেন। মনের অস্বস্তিভাবটা কি এবার কেটে যাবে?

সুনীল গাভাসকারকে আগের ম্যাচে—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে খেলানো হয় নি। একদিনের ক্রিকেটে গাভাসকার ঠিক সুবিধে করতে পারছেন না। কিন্তু বেংসরকারের চোট লেগেছিলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে খেলার সময়। তাই সুনীলকে দলে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। শ্রীকান্তকে সঙ্গে নিয়ে গাভাসকার এলেন ভারতের ইনিংস শুরু করতে।

মাঠে তখন টেনে টুনে হাজার তিনেক দর্শক। তাঁরা ভালো খেলা দেখার প্রত্যাশা নিয়েই মাঠে এসেছিলেন। রোদ ঝলমলে সকাল, মাঠের চারপাশের গাছের মাথার ওপর দিয়ে ভেসে আসা ঝিরঝিরে হাওয়া—ভালো ক্রিকেট খেলার পক্ষে আদর্শ পরিবেশ।

ফ্লেচার বল তুলে দিয়েছেন রসনের হাতে। তাঁর সামনে সুনীল গাভাসকার। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে স্বীকৃত তিনি। টাউন এণ্ড থেকে ছুটে এসে বল করলেন রসন। বলটা আচমকা লাফিয়ে উঠে বিব্রত করলো গাভাসকারকে। গাভাসকার ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন পিচের দিকে। তাঁর মনে সন্দেহ। তিনি ভাবতেও পারেন নি যে বলটা অতোটা লাফিয়ে উঠবে। কোনরকমে পাঁচটা বল খেলে রসনের শেষ বলটা গাভাসকার গেলেন লেগের দিকে ঘুরিয়ে মারতে। পারলেন না। এল · বি · ডবলিউ হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় ওভারটা শ্রীকান্ত কোন রকমে কাটিয়ে দিলেন। তৃতীয় ওভারে ভারত প্রথম রান পেলো লেগ বাই থেকে। শ্রীকান্ত কিম্বা ম'হিন্দর অমরনাথ কেউই ঠিক জিম্বাবুয়ের আক্রমণের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছেন না। পঞ্চম ওভারে ম'হিন্দর প্রথম বাউন্ডারি হাঁকালেন। আর তারপরই রসনের বল খোঁচা মেরে তুলে দিলেন উইকেটের পেছনে হাউটনের কাছে। ভারত দুটি উইকেট হারালো ৬ রানে।

শ্রীকান্ত দুরন্ত হয়ে উঠতে পারেন যে কোন মুহূর্তে। কিন্তু কখন যে হবেন তা কেউ জানে না। ভারত দুটি উইকেট হারানোর পর স্বভাবতই শ্রীকান্তর ওপর খানিকটা দায়িত্ব এসে পড়ে। কিন্তু সে কথা চিন্তা না করে তিনি কুরানের বল মিড অফের দিকে উঁচু করে মারলেন। বুচার্ট ছুটতে ছুটতে গিয়ে দারুণভাবে ক্যাচটা লুফে নিলেন।

সন্দীপ পাটিল কিংবা যশপাল শর্মা—কারও মধ্যে এতোটুকুও আত্মবিশ্বাস দেখা গেলো না। দশ ওভারের মাথায় পাটিল কুরানের বল উইকেটের পেছনে চামচে করে তুলে দেবার মতো করে উইকেট রক্ষকের হাতে জমা দিলেন।



দুরন্ত, দুর্ধর্ষ, কোন কিছুতেই রিচার্ডসকে ঠিকমত বোঝান যায় কি?

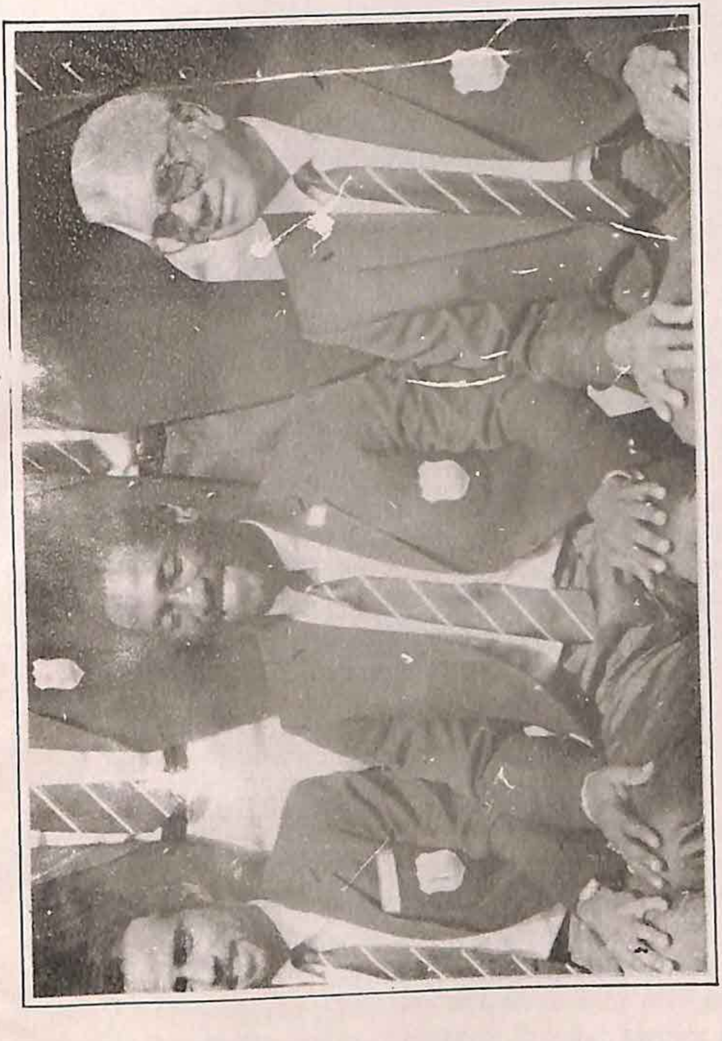
ভারতের যা-তা অবস্থা। সেই সময় খেলতে নামলের দলনেতা কপিলদেব। অত্যন্ত সতর্ক তিনি। দেখেশুনে মারছেন তিনি। মারছেন শুধু লুজ বলগুলোই। অন্য সময় তিনি খেলছেন আত্মরক্ষামূলক খেলা। কিন্তু কপিলদেব আসার পর তিনটি ওভার যেতে না যেতেই ভারত হারালো যশপাল শর্মার উইকেট। হাউটনের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে খোঁচা মেরে যশপাল ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন নিজের উইকেটটা। তেরো ওভার কেটে গেছে। ভারতের ১৭ রানে ৫ উইকেট। দর্শকরা বিস্ময়ে স্তব্ধ। শুধু গুটি কয়েক জিম্বাবুয়ের সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছাড়া টার্নব্রিজ ওয়েলসের নেভিল মাঠ সেই মুহূর্তে নিস্তব্ধ। এমনটি যে হতে পারে দর্শকরা তা বিশ্বাসই করতে পারছেন না।

রজার বিনি এসে কপিলের সঙ্গে লড়ছেন। দুজনেরই খেলায় আত্মবিশ্বাস। রসন আর কুরানকে সরিয়ে দিলেন জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক ডানকান ফ্লেচার। বুচার্টকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজেই আক্রমণ চালাচ্ছেন। ধীরে ধীরে রান উঠছে। মাঠের তিন হাজার দর্শকের বেশির ভাগই যে ভারতীয় সমর্থক তা বোঝা গেলো এতোক্ষণে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট খেলোয়াড় অফ স্পিনার ট্রাইকোস বারবার বিব্রত করছিলেন বিনিকে। শেষ পর্যন্ত তিনি বিনিকে এল· বি· ডবলিউ করে দিলেন। তবে কপিল ও বিনি—দুজনে মিলে ততক্ষণে ৬০ রান তুলে ফেলেছেন। মনে হচ্ছিলো, ভারত বুঝি এবার স্কোর ভদ্রস্থ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু পরের ওভারেই ফ্লেচারের বল রবি শাস্ত্রী মিড অফে তুলে দিয়ে গেলেন। ভারতের রান ৭ উইকেটে ৭৮। জিম্বাবুয়ে ততোক্ষণে জয়ের গন্ধ পেয়ে গেছে। রক্তের গন্ধ পেয়ে বাঘ যেমন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ওরাও তাই।

কপিলদেব তখন মদনলালকে সঙ্গে নিয়ে লড়ছেন। ৩৬ ওভারের মাথায় কপিলদেবের ব্যক্তিগত ৫০ পূর্ণ হলো। ভারতের রান উঠলো ৭ উইকেটে ১০৬। শোচনীয় অবস্থাই বটে। ঐ পরিস্থিতিতে দুপুরের খাবার খেতে কার আর ভালো লাগে।

লাঞ্চের পর খেলতে নেমেই কপিল চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে চাইলেন। রসনের এক ওভারে ১২ রান নিলেন। মদনলাল কপিলের সঙ্গে লড়ছেন। দু'জনে মিলে ১৬ ওভার খেলে তুলে নিলেন আর ৬২ রান। তারপরই কুরানের বলে মদনলাল হাউটনের হাতে বল তুলে দিলেন। ১৪০ রানে ৮ উইকেট। ভারতের ইনিংস শেষ হয়ে এলো।

কিরমানি এসে দাঁড়ালেন কপিলের পাশে। কপিলদেব ভাবছিলেন, তিনি কাউকে না কাউকে পাশে পাবেনই। কিন্তু ওদিকে ইনিংস শেষ হয়ে আসছে। শেষ হয়ে আসছে ওভারও। এতোক্ষণ কপিল খেলছিলেন রয়ে সয়ে। কিন্তু এবার দুর্বার হয়ে উঠলেন তিনি। তিনি বুঝলেন, যা করার তা এখনই করতে হবে। নয়তো কখনই নয়। তিনি বল তুলে তুলে মারতে লাগলেন। উইকেটের চারপাশে তাঁর জোরালো মারগুলো ভারতকে



থ্রি মাসকেটিয়ার্স—দুঁজো, রিচার্ডস এবং ওয়ালকট

রানের পর রান এনে দিতে লাগলো। তখনও কিন্তু কেউ বুঝতে পারেন নি কপিল একদিনের ক্রিকেটের সব থেকে দুরন্ত ও স্মরণীয় ইনিংসটি খেলছেন। ৪৯ ওভারের মাথায় কপিলের শতরাণ পূর্ণ হলো।

কিরমানি তাঁর অধিনায়কের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন সহযোগিতার হাত। কিরমানিকে আত্মবিশ্বাসী দেখে কপিল দুর্ধর্ষ হয়ে উঠলেন। খেলার বাকি ওভারে তিনি ওভার প্রতি ৭টি করে রান তুলে নিলেন। কপিল ও কিরমানি একসঙ্গে ১৩ ওভার খেলে যোগ করলেন ১০০ রান।

কপিল ব্যাট করতে নেমেছিলেন দশ ওভারের মাথায়। ভারতের তখন ৪ উইকেটে ৯ রান। ৫০ ওভার পরে সেই রান দাঁড়ালো ৮ উইকেটে ২৬৬। এর মধ্যে কপিলের একারই সংগ্রহ ১৭৫ (অপরাজিত)। এর মধ্যে কপিল হাঁকিয়েছেন ৬টি ছক্কা ও ১৬টি চারের মার। একদিনের ক্রিকেটে তখনও পর্যন্ত ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান। ভারতের অধিনায়ক কপিলদেব খেললেন একটি স্মরণীয় ইনিংস। একার চেষ্টায় তিনি ভারতকে হারের মুখ থেকে টেনে তুলে জেতার মতো অবস্থায় টেনে এনেছেন। এখন বাকি কাজটুকু সারতে হবে ভারতীয় বোলারদের। জিম্বাবুয়ের ফিল্ডাররা দারুণ ফিল্ডিং করেছিলেন। একটি ক্যাচও তাঁরা হাতছাড়া করেন নি। কিন্তু কপিলের সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না।

জিম্বাবুয়ে ইনিংস শুরু করলো। পঞ্চাশ ওভার প্রচণ্ড টেনশানের মধ্যে ব্যাট করে কপিলদেব তখন রীতিমত ক্লান্ত। তবু তাঁকেই বোলিং শুরু করতে হলো। স্পষ্টই বোঝা গেলো, ভালোভাবে বল করতে পারছেন না তিনি। ব্রাউন আর প্যাটারসন দেখেশুনে খেলছিলেন কপিল নিজেকে সরিয়ে নিয়ে রজার বিনির হাতে বল তুলে দিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খেলার চেহারা বদলে গেলো। বিনির বলে প্যাটারসন এল· বি· ডবলিউ হলেন। দারুণভাবে রান আউট করা হল হেরনকে। সাঁধুর বলে উইকেটের পেছনে কিরমানির হাতে ধরা পড়লেন পাইক্রফট। তারপরেই ব্রাউন বোকার মতো রান আউট হয়ে গেলেন। জিম্বাবুয়ের ব্যাটিংয়ের ভিতটাই ধসে গেলো বড় তাড়াতাড়ি।

জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক ফ্লেচার মাহিন্দর অমরনাথের বলে ছক্কা হাঁকাতে গিয়েছিলেন। লং অফ বাউণ্ডারির কাছাকাছি ছুটতে ছুটতে গিয়ে সেই ক্যাচটি দারুণভাবে ধরে নিলেন কপিলদেব। হাউটন তখন একা লড়ছেন। কেভিন কুরেন এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। জিম্বাবুয়ের রান তখন ৫ উইকেটে ১০৩। হাউটন ভালোই খেলছিলেন। কিন্তু তিনি ঠকে গেলেন মদনলালের সুইংয়ে। এল· বি· ডব্লিউ হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন।

দলের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে কুরেন তখন ভারতীয় বোলারদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন। এই দলটি আগের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে কিভাবে হারিয়ে এসেছিলো



শ্রীলঙ্কা দল।



রিলায়েন্স কাপের উদ্বোধন দিবসে খোশ মেজাজে ভারতীয় দল।

তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ব্যক্তিগত ক্রীড়া কীর্তিতে জিম্বাবুয়ের কয়েকজন খেলোয়াড় ঝলসে উঠেছিলেন। কুরেনের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন বুচার্ট আর তারপর পিকওভার। কুরেন খুব তাড়াতাড়ি ৫৫ রান তুলে নিলেন। তাঁদের কোন ভারতীয় বোলারই বিব্রত করতে পারছেন না।

আর চুপ করে থাকা সম্ভব হলো না কপিলদেবের। নিজেই এবার বল করতে এলেন। উইকেট না পেলেও জিম্বাবুয়ের রান তোলার গতি একেবারেই কমিয়ে দিলেন কপিল। আর মদনলালের বল মারতে গিয়ে রবি শাস্ত্রীর হাতে ধরা পড়লেন কুরেন। ৭৩ রান করেছেন তিনি। ১৮ রান করে বিনির বলে বোল্ড হলেন বুচার্ট। পিকওভারকে আউট করলেন মদনলাল। আর শেষ খেলোয়াড় ট্রাইকোস কপিলের বলে ফিরতি ক্যাচ তুলে দিলেন কপিলদেবেরই হাতে। ৫৭ ওভারের মাথায় ২৩৫ রানে শেষ হলো জিম্বাবুয়ের ইনিংস। ভারত জিতলো ৩১ রানে।

এই খেলাটির কথা টার্নব্রিজ ওয়েলসের কেউ কোনদিন ভুলবেন না। ভুলবো না আমরাও কারণ সেদিন জিম্বাবুয়েকে হারাতে না পারলে ভারতের পক্ষে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া কিছুতেই সম্ভব হতো না। একার চেষ্টায় একজন খেলোয়াড় কিভাবে যে একটি দলকে জিতিয়ে দিতে পারেন তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই খেলাটি তাই একদিনের ক্রিকেটের অন্যতম খেলাটি। তাই একদিনের ক্রিকেটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ম্যাচ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এই খেলাটি। সেই সঙ্গে স্মরণীয় খেলোয়াড়দের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন ভারতের অধিনায়ক কপিলদেব নিখাঞ্জ।

সেই খেলার সম্পূর্ণ স্কোর দেওয়া হলো ঃ

ভারত ঃ জিম্বাবুয়ে
প্রুডেনসিয়াল বিশ্বকাপ
টার্নব্রিজ ওয়েলস ১৮ জুন, ১৯৮৩

'ভারত'

গাভাসকার এল বি ডব্লিউ ব রসন	০
শ্রীকান্ত ক বুচার্ট ব কুরেন	০
মহিন্দর অমরনাথ ক হাউটন ব রসন	৫
সন্দীপ পাটিল ক হাউটন ব কুরেন	১



অস্ট্রেলিয়ার মার্শ, বর্ডার ও দলের ফিজিওথেরাপিস্ট

অস্ট্রেলিয়া দল বিমানবন্দরে এলে অভ্যর্থনা জানানো হল



যশপাল শর্মা ক হাউটন ব রসন	৯
কপিলদেব অপরাজিত	১৭৫
রজার বিনি এল বি ডব্লিউ ব ট্রাইকোস	২২
রবি শাস্ত্রী ক পাইক্রফট ব ফ্লেচার	১
মদনলাল ক হাউটন ব কুরেন	১৭
কিরমানি অপরাজিত	২৪
অতিরিক্ত (এল· বি · ৯, ওঃ ৩)	১২
৬০ ওভারে—	(৮ উইঃ) ২৬৬

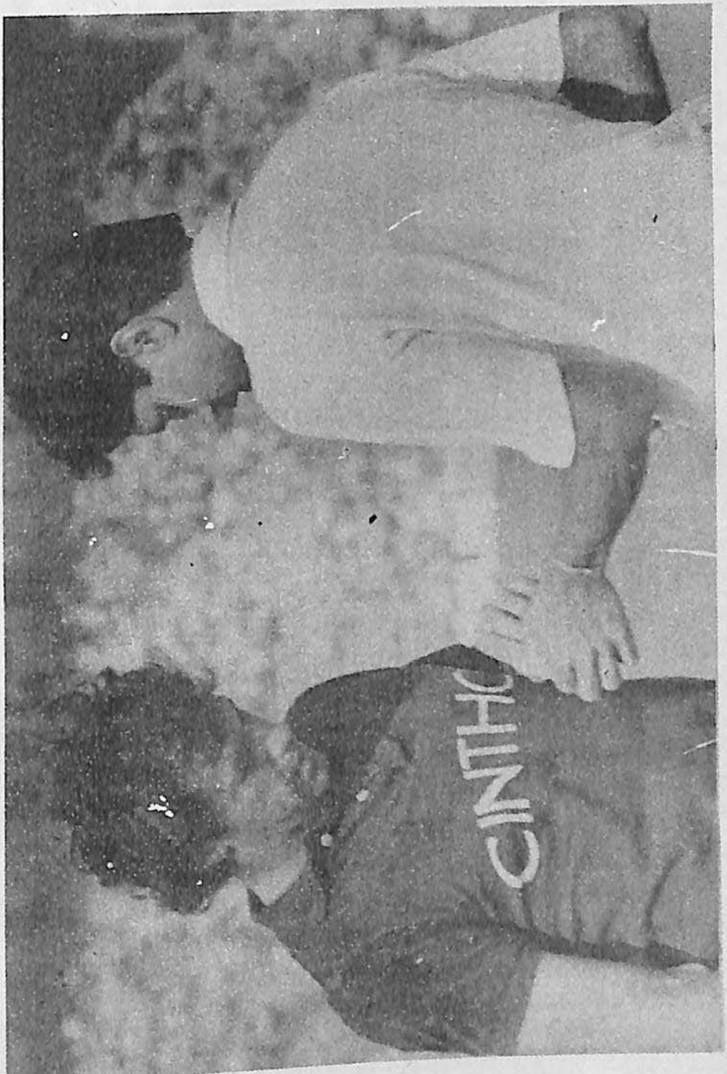
উইকেট পতন ঃ ১/০, ২/৬, ৩/৬, ৪/৯, ৫/১৭, ৬/৭৭, ৭/৭৮, ৮/১৪০

বোলিং ঃ

রসন ১২-৪-৪৭-৩
কুরেন ১২-১-৬৫-৩
বুচার্ট ১২-২-৩৮-০
ফ্লেচার ১২-২-৫৯-১
ট্রাইকোস ১২-০-৪৫-১

'জিম্বাবুয়ে'

ব্রাউন রান আউট	৩৫
প্যাটারসন এল বি ডব্লিউ ব বিনি	২৩
হেরন রান আউট	৩
পাইক্রফট ক কিরমানি ব সাঁধু	৬
হাউটন এল বি ডব্লিউ ব মদনলাল	১৭
ফ্লেচার ক কপিল ব অমরনাথ	১৩
কুরেন ক শাস্ত্রী ব মদনলাল	৭৩
বুচার্ট ব বিনি	১৮
পিকওভার ক শর্মা ব মদনলাল	১৪
রসন অপরাজিত	২
ট্রাইকোস ক ও ব কপিলদেব	৩
অতিরিক্ত (১৭ লে বা, ৭ ওঃ, ৪ নো)	২৮
৫৭ ওভারে	২৩৫



ভারত ও পাকিস্তান দলের দুই অধিনায়ক।

উইকেট পতন ঃ ১/৪৪, ২/৪৮, ৩/৬১, ৪/৮৬, ৫/১০৩, ৬/১১৩, ৭/১৬৮, ৮/১৮৯, ৯/২৩০।

বোলিং

কপিলদেব	১১-১-৩২-১	মদনলাল	১১-২-৪২-৩
সাঁধু	১১-২-৪৪-১	অমরনাথ	১২-১-৩৭-১
বিনি	১১-২-৪৫-২	শাস্ত্রী	১-০-৭-০

ভারত ঃ ৩১ রানে জয়ী

ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ঃ কপিলদেব।

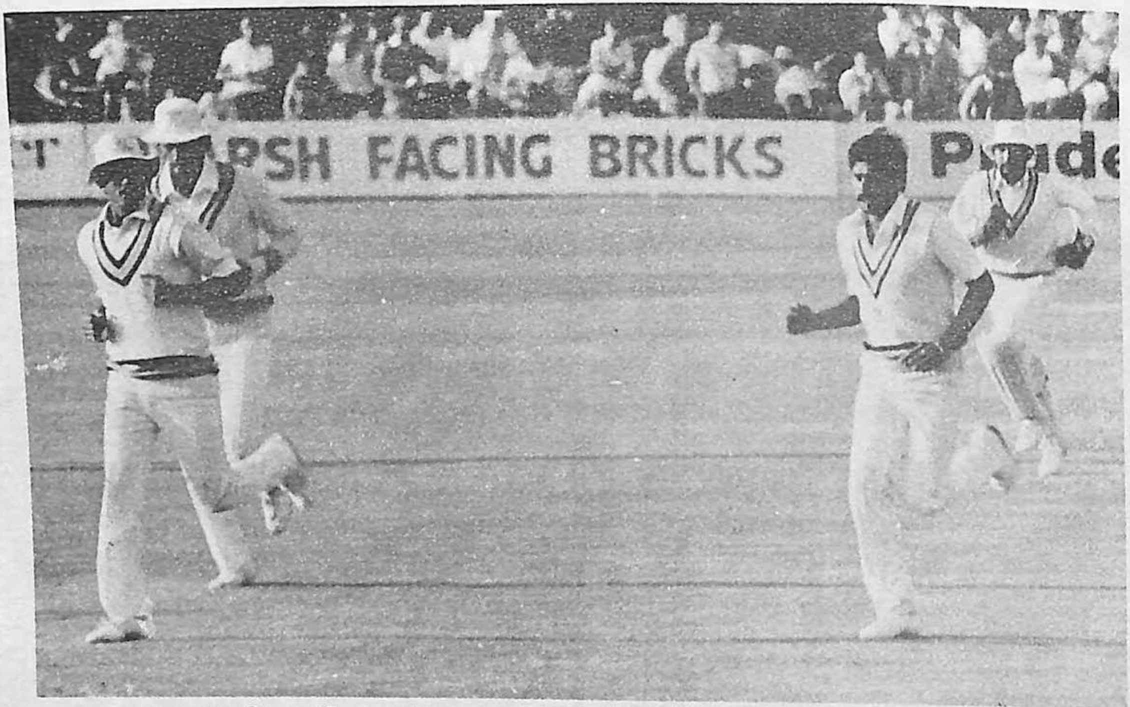
সেইদিনই লর্ডস মাঠে ছিলো দারুণ গুরুত্বপূর্ণ একটি খেলা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার খেলা। সেমিফাইনালে উঠতে হলে অস্ট্রেলিয়াকে এই খেলায় জিততেই হবে। সকলেই ধরে নিয়েছিলেন—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার খেলাটি ফাইনাল খেলার রিহার্সাল। এক সপ্তাহ পরেই সেই খেলা।

অস্ট্রেলিয়াই আগে ব্যাট করতে নামলো। উড আর ট্রেভার চ্যাপেল ৩৭ রানের মধ্যেই আউট হয়ে গেলেন। কিন্তু কিম হিউজ (৬৯), হুকস (৫৬), ইয়ালপ (অপরাজিত ৫২) আর মার্শের (৩৭) দৃঢ়তায় অস্ট্রেলিয়া সাত উইকেটে ২৭৩ রান তুললো।

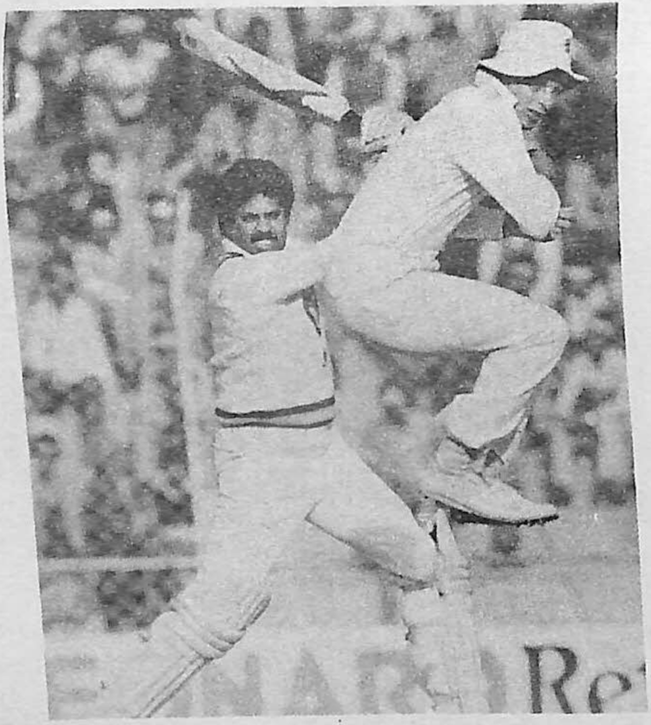
কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫৭ · ৫ ওভারেই তুলে নিলো সেই রান। গ্রিনিজ ৯০, হেইন্স ৩৩, আর ভিভিয়ান রিচার্ডস অপরাজিত থেকে ৯৫ রান করায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতলো ৭ উইকেটে। ম্যান অফ দি ম্যাচ হলেন ভিভিয়ান রিচার্ডস।

সেইদিনই অন্য খেলায় শ্রীলঙ্কা অপ্রত্যাশিতভাবে ৩ উইকেটে নিউজিল্যাণ্ডকে হারিয়ে দিল। আর ইংলণ্ডের কাছে সাত উইকেটে হার মানলো পাকিস্তান। ইংলণ্ডও উঠলো সেমিফাইনালে। দু বিভাগ থেকে ইংলণ্ড আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সেমিফাইনালে গেলো। অন্য দুটি দল নিয়েই তখন চিন্তা ক বিভাগ থেকে নিউজিল্যাণ্ড না পাকিস্তান আর খ বিভাগ থেকে ভারত না অস্ট্রেলিয়া সেমিফাইনালে উঠবে—এই নিয়ে তখন চিন্তা, ভাবনা আর আলোচনা। দুদিন পরে সোমবারেই ব্যাপারটা পাকা হয়ে যেতে পারে। সেদিন পাকিস্তানকে খেলতে হবে নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলবে জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে, ইংলণ্ড শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আর ভারত খেলবে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। ভারত আর অস্ট্রেলিয়া—দলের কাছেই খেলাটি দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। যে জিতবে সেই উঠবে সেমিফাইনালে।

জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়রা এসে হাজির হলেন চেম্‌স্‌ফোর্ডে।

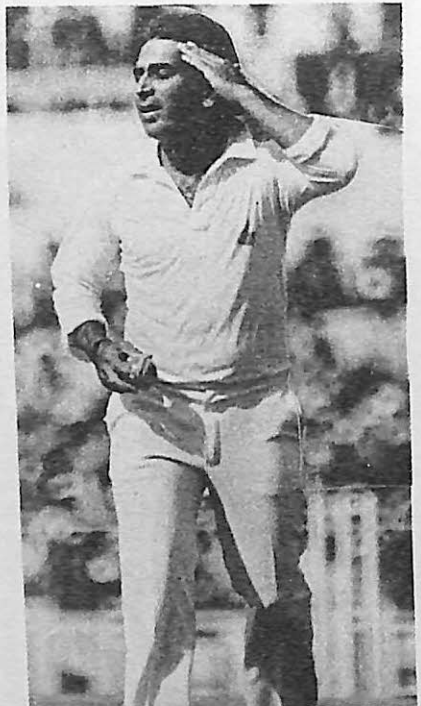


১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপে জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে জেতার পর ভারতীয় খেলোয়াড়রা দৌড়ে ফিরে যাচ্ছেন প্যাভেলিয়নে।



কপিলদেবের মার থেকে নিজেকে বাঁচাতে সচেষ্ট ইংলণ্ডের গাওয়ার।

বল করতে চলেছেন সুনীল গাভাসকার।



CRICKET FOR PEACE



৫

কপিল হাসছিলেন।

—সানি তোমায় বলেছিলাম না রান পাও আর না পাও তুমি দলে থাকলেই আমাদের ভালো হবে। কথাটা বিশ্বাস হলো তো।

—তাতো হলো, এবার কী হবে ?

সানি গাভাসকারের কথা শুনে মাথা নাড়লেন কপিলদেব। বললেন,—অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলাটা তো বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যে জিতবে সেই সেমিফাইনালে উঠবে। আমাদের প্রথম লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়া জিতেছিলো। এবার আমরাই জিতবো।

কপিলদেব, মহিন্দর অমরনাথ, সুনীল গাভাসকার আর ভারতীয় দলের ম্যানেজার বসে দল গড়ে ফেললেন। রবি শাস্ত্রী তেমন সুবিধে করতে পারছেন না। তাই ঠিক হলো শাস্ত্রীর বদলে কীর্তি আজাদকে দলে নেওয়া হবে। আজাদ মারকুটে ব্যাটসম্যান। ভালো অফ ব্রেক বলও করেন। অস্ট্রেলিয়ার ন্যাটা ব্যাটসম্যানদের কাছে তিনি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন।

চেম্‌স্‌ফোর্ডে ভারতীয় খেলোয়াড়রা তখন প্র্যাকটিস করছেন। কিম হিউজ তাঁর দলবল নিয়ে মাঠে এলেন। ব্যাট বল নিয়ে নেটে যাবার আগে তিনি খেলোয়াড়দের নিয়ে ছুটতে শুরু করলেন। তারপর প্র্যাকটিস। তখনই হিউজের পায়ের উরুতে চোট লাগলো। তাঁর পক্ষে খেলা সম্ভব হলো না। সহ অধিনায়কের ডেভিড হুকসের ওপর পড়লো দল পরিচালনার ভার। সেই প্রথম হুকস নেতৃত্ব দিলেন অস্ট্রেলিয়ার।

সোমবার। ২০ জুন।

চেম্‌স্‌ফোর্ড মাঠ কানায় কানায় ভরা। একদিনের ক্রিকেটে টসে জেতার গুরুত্ব খুবই বেশী। ভাগ্য ভালো কপিলের, তিনিই জিতলেন টসে। সুনীল গাভাসকার আর শ্রীকান্ত যখন ব্যাট নিয়ে নামলেন তখন রোদে ঝলমল করছে মাঠ। মাথার ওপর নীল আকাশ।

ফাস্টবোলারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়দের দুর্বলতার কথা সকলেই জানে। অস্ট্রেলিয়া তাই কয়জন ফাস্ট বোলারকে দলে নিয়েছে। লসন, হোগান, হগ আর টমসন।

প্রথম আঘাত হানলেন হগই। গাভাসকারকে (৯) ফিরিয়ে দিলেন তিনি। ভারতের তখন ২৭ রান। শ্রীকান্ত আর মহিন্দর অমরনাথ ৫৪ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন সেই রান। তারপরই মহিন্দর (১৩) আউট হলেন টমসনের বলে। তবে শ্রীকান্ত (২৪), যশপাল শর্মা (৪০), সন্দীপ পাটিল (৩০), কপিলদেব (২৮) আর রজার বিনির (২১) দৃঢ়তায় ভারত ৫৫ · ৫ ওভারে করলো ২৪৭ রান।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ঐ রান করা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়রা তখন তৎপরতার তুঙ্গে। তাঁদের নিপুণ ফিল্ডিং আর বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের অসহায় করে ফেললো। মদনলালের কাটার আর বিনির লেট সুইং বলগুলো অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের মাথা তুলে দাঁড়াতেই দিলো না। তবু চেষ্ট করলেন উড (২১) ইয়ালপ (১৮), বর্ডার (৩৬) আর শেষের দিকে লসন (১৬)। মাত্র ৩৮ · ২ ওভারেই অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয়ে গেলো ১২৯ রানে। মদনলাল ২০ রানে ৪টি আর রজার বিনি ২৯ রানে ৪টি উইকেট পেলেন। ভারত জিতলো ১১৮ রানে। উঠলো সেমিফাইনালে। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হলেন রজার বিনি।

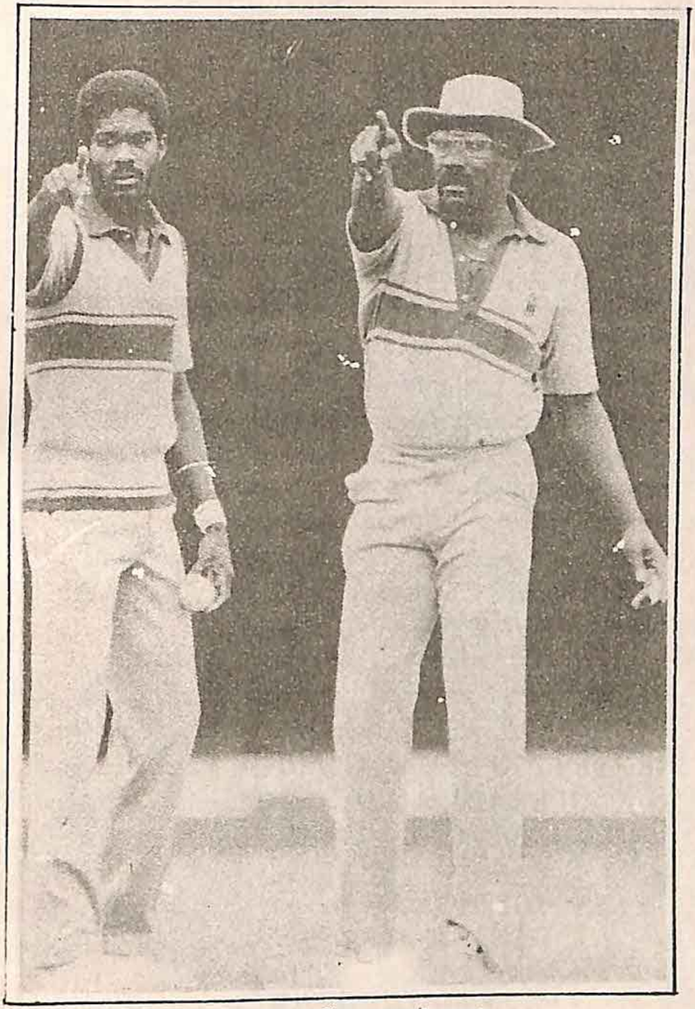
সেদিন অন্য খেলায় দারুণ লড়াইয়ের পর পাকিস্তান ১১ রানে নিউজিল্যাণ্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেলো। পাকিস্তান আগে ব্যাট করে ৬০ ওভারে ৩ উইকেটে ২৬১ রান তুলেছিলো। জাহির আব্বাস ১০৩ আর ইমরান খান ৭৯ রানে অপরাজিত রয়ে গিয়েছিলেন। তারপর ৫৯ · ১ ওভারে তারা নিউজিল্যাণ্ডের ইনিংস শেষ করে দিয়েছিলো ২৫০ রানে। জেরেমি কোনি ৫১, মার্টিন ক্রো ৪৩, হাওয়ার্থ ৩৯, ব্রাসওয়েল ৩৪ আর হ্যাডলি ২৬ রান করেছিলেন মুদাস্‌সর৩টি, কাদির ২টি আর সরফরাজ নওয়াজ ১টি উইকেট পেয়েছিলেন।

এজবাস্টনে সেদিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হেলায় ১০ উইকেটে জিম্বাবুয়েকে হারিয়েছিলেন। জিম্বাবুয়ে করেছিল ১৭১ রান। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কোন উইকেট না হারিয়েই (হেইন্স ৮৮, ব্যাকাস ৮০) তুলে নিয়েছিলো ১৭২ রান।

হেডিংলেতে ইংলণ্ড ৯ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছিলো শ্রীলঙ্কাকে। শ্রীলঙ্কাকে করেছিলো ১৩৬ রান। আর ইংলণ্ড ট্যাভারের (১৯) উইকেটটি হারিয়ে করেছিলো ১৩৭ রান। ফাউলার ৮১ আর গাওয়ার ২৭ রানে অপরাজিত ছিলেন।

এবা সেমিফাইনাল খেলা। ভারত খেলবে ইংলণ্ডের সঙ্গে ওল্ড ট্রাফোর্ডে। আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পাকিস্তানের সঙ্গে খেলতে নামবে ওভালে। দুটি খেলাই হবে বুধবার, জুন মাসের ২২ তারিখে।

ইংলণ্ড ধরেই নিলো, ভারতকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে উঠবে। ভারত না হয়ে যদি অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তাদের খেলতে হতো তাহ'লে একটু ঝামেলা হতো। ইংলণ্ডই



লয়েড আর হোল্ডিং—দুজনেই একমত

জিততো। তবে অস্ট্রেলিয়া না লড়ে ছাড়তো না। ভালোই হয়েছে ভারতকে পাওয়া গেছে। ওদিক থেকে নির্ঘাৎ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ফাইনালে গেছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে লড়ার আগে খানিকটা গা ঘামাবার, খানিকটা প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাওয়া যাবে ভারতের সঙ্গে খেলায়।

ভারত অবশ্য এবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়েছে, অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে তবু এ কথা কেউই স্বীকার করতে চায় না যে একদিনের ক্রিকেটে ভারত শক্তিশালী দল। ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা অবাক হয়ে ভাবেন, সত্যি কেন যে ক্লাইভ লয়েডের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর কিম হিউজের অস্ট্রেলিয়া ভারতের কাছে হেরেছে—কে জানে! এবার তো ভারত ইংলণ্ডের সঙ্গে খেলতে নামছে। এবার কপিলের দল বুঝতে পারবে—কতো ধানে কতো চাল। আর যাই হোক একদিনের ক্রিকেট খেলাটা সহজ নয়।

ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভারতকে পাত্তাই দিলো না। কাগজে কাগজে সেই কথাই লেখা হতে লাগলো। ফাইনালে ইংলণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মোকাবিলা কিভাবে করবে তাই নিয়ে আলোচনা চলতে লাগলো।

আর অপমানে জ্বলতে লাগলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেন, এই অবহেলার, এই অপমানের জবাব তাঁরা দেবেন খেলার মাঠে।

গাভাসকার বললেন,—আমায় বরং এই খেলায় বাদ দাও।

কপিল বললেন,—আগেইতো বলেছি, তোমায় না নিয়ে আমি মাঠে নামবো না। রান পাওয়া আর না পাও—তুমি খেলবে।

—দেখছো না প্রথম বিশ্বকাপে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমার সেই ৬০ ওভারে ৩৬ রান করা নিয়ে ওরা এখনও ব্যঙ্গ করে লিখছে।

—ভালোই তো! এবার তার বদলা নাও।

কপিল হাসলেন। হাসি ছড়িয়ে পড়লো সুনীল গাভাসকারের মুখেও।

মহিন্দর অমরনাথের মনে পড়ে বিশ্ব কাপের খেলার কথা। নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলার সময় রিচার্ড হ্যাডলির বল তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলো। আঘাতটা ভালোই লেগেছিলো। তারপর অবশ্য চারটে বছর কেটে গেছে। খেলার সময় খুব বেশি পরিশ্রম হলে বা মানসিক চাপ পড়লে মাথাটা একটু টিপ টিপ করে—তার বেশি কিছু নয়। মহিন্দর অমরনাথ তখন ভারতের সব থেকে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। ব্যাটে-বলে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইংরেজ সাংবাদিকদের এই অবহেলা আর অপমান তাঁকে জেদী করে তুললো। তিনি তৈরি হলেন ভারতকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার বৃটিশ মনোভাব গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে।

মহিন্দর অমরনাথ সেবার ইংলণ্ডে বিশ্ব কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় খেলতে যাবার আগে ১১টি টেস্ট ১১৯২ রান করেছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।



মার্চ পাস্টে বর্ডারের সঙ্গে গ্যাটিং

সেই ৩২ বছরের মহিন্দর রাগে ফুলতে লাগলেন।

মঙ্গলবার প্র্যাকটিসের পর হোটেলে ফিরে কপিলদেব সব খেলোয়াড়দের ডেকে পাঠালেন। বললেন, একটাই কথা—ডু অর ডাই। বৃটিশরা আমাদের দুশ বছর দাবিয়ে রেখেছিলো। আর তাদের সে সুযোগ দেবো না। আমরাও যে এক দিনের ক্রিকেট খেলতে জানি—কাল তা ওদের দেখিয়ে দিতে হবে।

বুধবার। ২২শে জুন। ওল্ড ট্রাফোর্ড।

খেলা আরম্ভ হবার আগেই মাঠভরে গেছে। কপিলদেবকে সঙ্গে নিয়ে বব উইলিস যখন টস করতে নামলেন তখন দর্শকরা চিৎকার করছেন। সকলেই চাইছেন ইংলণ্ড টসে জিতুক। মাঠে যে ভারতীয় সমর্থকদেরও কমতি নেই তা বোঝা যাচ্ছিল তিন রংয়ের পতাকা দেখে। তারা ফ্ল্যাগ নেড়ে কপিলদেবকে উৎসাহ দিলেন।

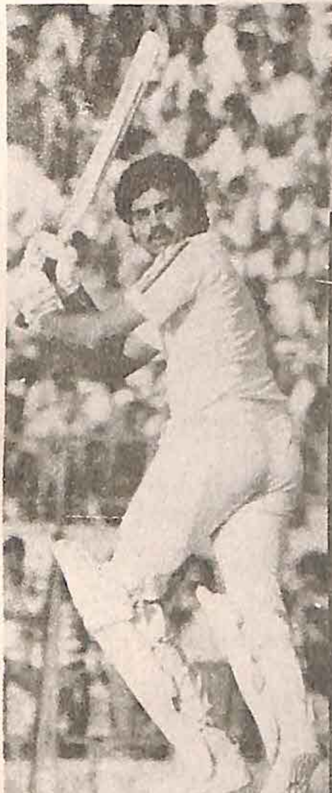
কিন্তু প্রথমেই হোঁচট খেলেন কপিল। তাঁকে হারিয়ে টসে জিতে গেলেন বব উইলিস। রোদ ঝলমলে দিনে টসে জিতে কে আর ব্যাটিং ছাড়া অন্য কিছু নেয়। সুবিধে পেয়েও কপিলের মনটা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু কি আর করা যাবে!

কপিল তাঁর দলবল নিয়ে মাঠে নামলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁরাই খেলছেন এই ম্যাচে।

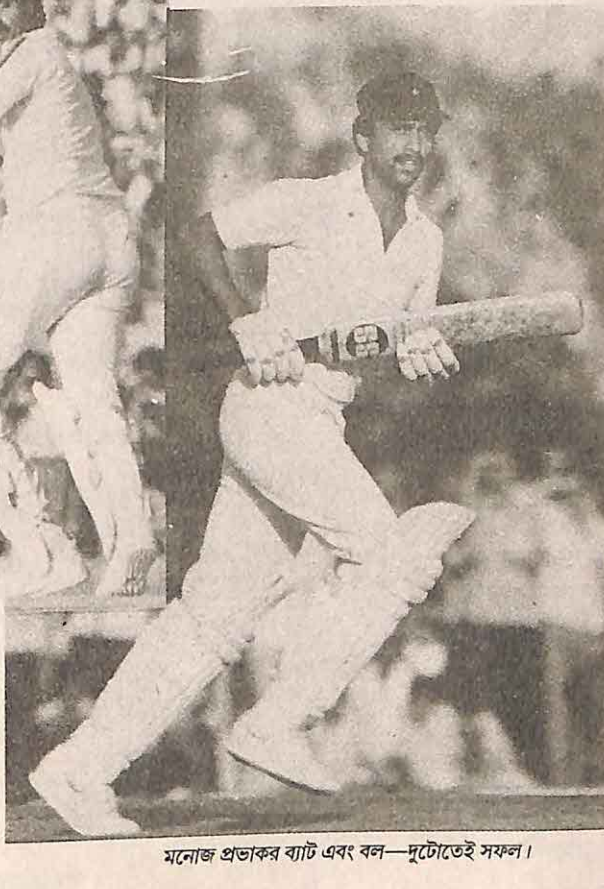
গ্রেমি ফাউলার আর ক্রিস ট্যাভারের খেলা দেখে মনে হলো ইংলণ্ড কোন চান্সই নিতে চায় না। দু'জনে তাড়াতাড়ি রান তুলছেন। ভারতের বোলাররা তাঁদের বিশেষ বিব্রত করতে পারছেন না। ১৭ ওভারে ৯৬ রান তোলার পর ভাঙ্গল সেই জুটি। অর্থাৎ ইংলণ্ডকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন তাঁরা। ইংলণ্ডের ইনিংসটি এরপর সারানোর দায়িত্ব গাওয়ার, ল্যাম্ব আর বথামের ওপর।

নতুন বলের পালিশ যখন নষ্ট হয়ে গেছে, ইংলণ্ডও ভদ্রগোছের রান তুলে ফেলেছে তখনই ভারতের বদলী বোলার রজার বিনি ফাওলার (৩৩) আর ট্যাভারেকে (৩২) আউট করে দিলেন। মহিন্দর অমরনাথের বলে গাওয়ার ধরা পড়লেন কিরমানির হাতে। তারপর তিনি মাইক গ্যাটিংকে বোল্ড করে দিলেন। বথামকে ঠকিয়ে বোল্ড করলেন কীর্তি আজাদ। ল্যাম্ব লড়ছিলেন। তিনি হয়ে গেলেন রান আউট। মার্কস, এ্যালট আর উইলিসকে আউট করলেন কপিলদেব। ডিলি আর এ্যালট নবম উইকেটে ২৫ রান যোগ করতে না পারলে ইংলণ্ডের রান দুশর ঘরেও পৌছুতো না। ঠিক ৬০ ওভারে ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হলো ২১৩ রানে।

জেতার জন্য ভারতকে ওভার পিছু চার রানও করতে হবে না। ভারতের বোলাররা ব্যাটসম্যানদের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছেন। ২১৪ রান করলে জিতবে—এই অবস্থায় গাভাসকার শ্রীকান্তকে সঙ্গে নিয়ে খেলতে নামলেন। প্রয়োজনের মুহূর্তে



দিলীপ বেংসরকার।



মনোজ প্রভাকর ব্যাট এবং বল—দুটোতেই সফল।

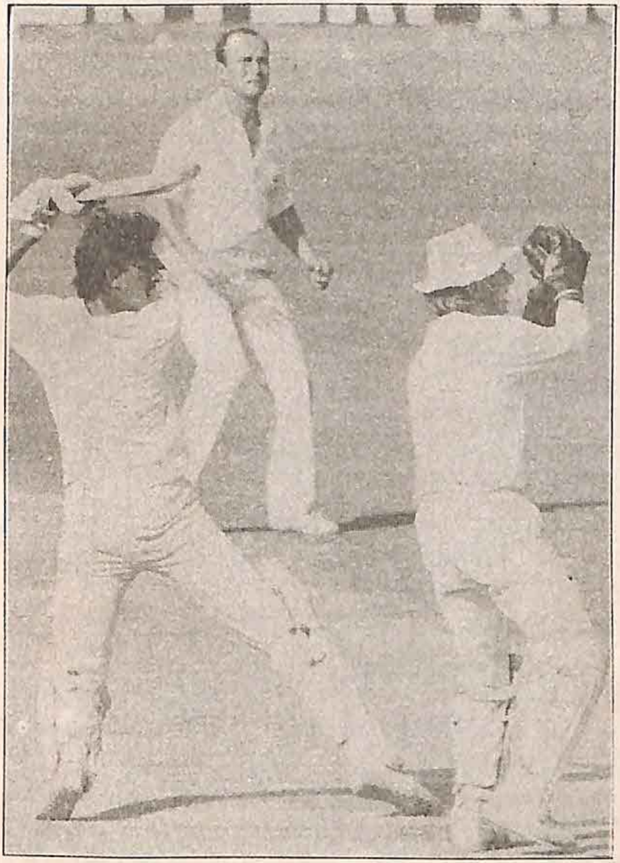
গাভাসকার রুখে দাঁড়ালেন। শ্রীকান্তকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি রান তুলতে লাগলেন। ৪৬ তোলার পর আউট হলেন শ্রীকান্ত। পরের ওভারেই গাভাসকার আউট হতেই ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু উইকেটে তখন মহিন্দর অমরনাথ। তাঁর সঙ্গে খেলতে এলেন যশপাল শর্মা। মহিন্দর সতর্ক, সংযত। তবে মারার বল মারতে ইতস্তত করেন না। পরম মমতার সঙ্গেই তিনি দলের হাল ধরে থেকে ভারতকে নিয়ে যেতে লাগলেন জয়ের পথে। ৫০ থেকে শুরু করে দুজনে দলের রান ১৪২ টেনে নিয়ে গেলেন। যশপাল আউট হলেন ৬১ রান করে। সন্দীপ এসেই মারতে শুরু করলেন। মহিন্দর ধরে রাখলেন অন্য প্রান্তের হাল। ৪৬ রান করে মহিন্দর অমরনাথ যখন রান আউট হলেন ভারত তখন জয়ের দোরগোড়ায়। কপিলকে এসে কোন মেহনতই করতে হলো না। ৫৪ · ৪ ওভারের মাথায় ভারত তুলে ফেললো জয়ের রান। ইংলণ্ডকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ভারত সব হিসেব এলোমেলো করে দিলো। উঠলো ফাইনালে। সেই খেলার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হলেন মহিন্দর অমরনাথ।

স্কোর বোর্ড

ইংলণ্ড	
ফাওলার ব বিনি	৩৩
ট্যাভারে ক কিরমানি ব বিনি	৩২
গাওয়ার ক কিরমানি ব অমরনাথ	১৭
ল্যাম্ব রান আউট	২৯
গ্যাটিং ব অমরনাথ	১৮
বথাম ব আজাদ	৬
গোল্ড রান আউট	১৩
মার্কস ব কপিলদেব	৮
ডিলি অপরাজিত	২০
এ্যালট ক পাটিল ব কপিল	৮
উইলিস ব কপিল	০
অতিরিক্ত (১ বা, ১৭ এল বি ৭ ও, ৪ নো)	২৯
	৬০ ওভারে ২১৩



দিল্লীর নেহরু স্টেডিয়ামে রিলায়েন্স কাপের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আট দলের খেলোয়াড়গণ



রবি শাস্ত্রী

উইকেট পতনঃ ১/৬৯, ২/৮৪, ৩/১০৭, ৪/১৪১, ৫/১৫০, ৬/১৬০, ৭/১৭৫, ৮/১৭৭, ৯/২০২

বোলিংঃ কপিলদেব ১১-১-৩৫-৩, সাঁধু ৮-১-৩৬-০, বিনি ১২-১-৪৩-২, মদনলাল ৫-০-১৫-০, আজাদ ১২-১-২৮-১, অমরনাথ ১২-১-২৭-২।

ভারত	
গাভাসকার ক গোল্ড ব এ্যালট	২৫
শ্রীকান্ত ক উইলিস ব বথাম	১৯
অমরনাথ রান আউট	৪৬
যশপাল শর্মা ক এ্যালট ব উইলিস	৬১
সন্দীপ পাটিল অপরাজিত	৫১
কপিলদেব অপরাজিত	১
অতিরিক্ত (৫ বা, ৬ এল বি, ১ ও, ২ নো)	১৪
(৫৪ · ৪ ওভারে ৪ উইঃ)	২১৭

ব্যাট করেন নি—কীর্তি আজাদ, রজার বিনি, মদনলাল, কিরমানি ও বলবিন্দর সিং সাঁধু।

উইকেট পতনঃ ১/৪৬, ২/৫০, ৩/১৪২, ৪/২০৫

বোলিংঃ উইলিস ১০ · ৪-২-৪২-১, ডিলি ১১-০-৪৩-০, এ্যালট ১০-৩-৪০-১, বথাম ১১-৪-৪০-১, মার্কস ১২-১-৩৮-০।

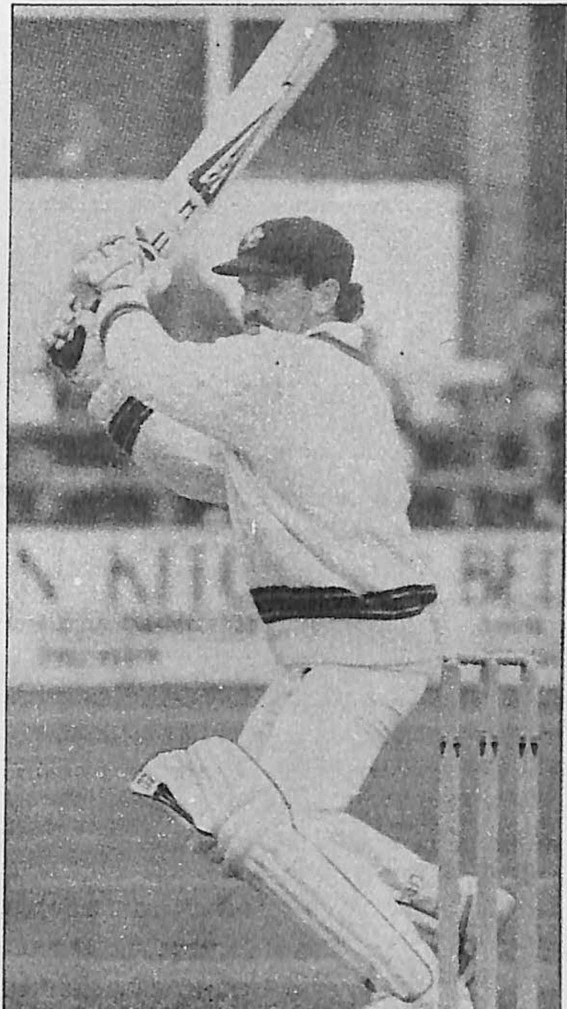
ভারত ৬ উইকেটে জয়ী

ম্যান অফ দি ম্যাচঃ **মহিন্দর অমরনাথ**

সেইদিনই ওভালে হলো অন্য সেমিফাইনাল খেলাটি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পাকিস্তান লড়বে বলেই সকলে আশা করেছিলেন। আঠারো হাজার দর্শক মাঠে এসেছিলেন খেলাটি দেখতে।

পাকিস্তানকে নামতে হলো জাভেদ মিয়াঁদাদকে বাদ দিয়েই। তাঁর জ্বর হয়েছে। ফ্লু নিয়ে কেউ খেলতে পারে না। টসে জিতে লয়েড পাকিস্তানকেই ব্যাট করতে পাঠালেন। অবাক হওয়ার মতোই সিদ্ধান্ত। একদিনের ক্রিকেটে টসে জিতে কেউ আগে ব্যাট করার সুযোগ হাতছাড়া করে। লয়েড বুদ্ধিমান অধিনায়ক। তিনি কেন তা করেছিলেন—খেলা আরম্ভ হলেই তা বোঝা গেল।

ওভালের আকাশে পাতলা মেঘ ভাসছিলো। আবহাওয়া রীতিমত ভারী। ওয়েস্ট



অ্যালান বর্ডার ব্যাট চালিয়ে দেখছেন বলটা গেল কোথায়!

ইণ্ডিজের ফার্স্ট বোলাররা এই পরিবেশের সুযোগ ভালভাবেই নিতে পারবেন। তাঁর বোলারদের ওপর লয়েডের সে আস্থা ছিলো। তা যে অমূলক নয়—খেলা আরম্ভ হতে না হতেই তা বোঝা গেল।

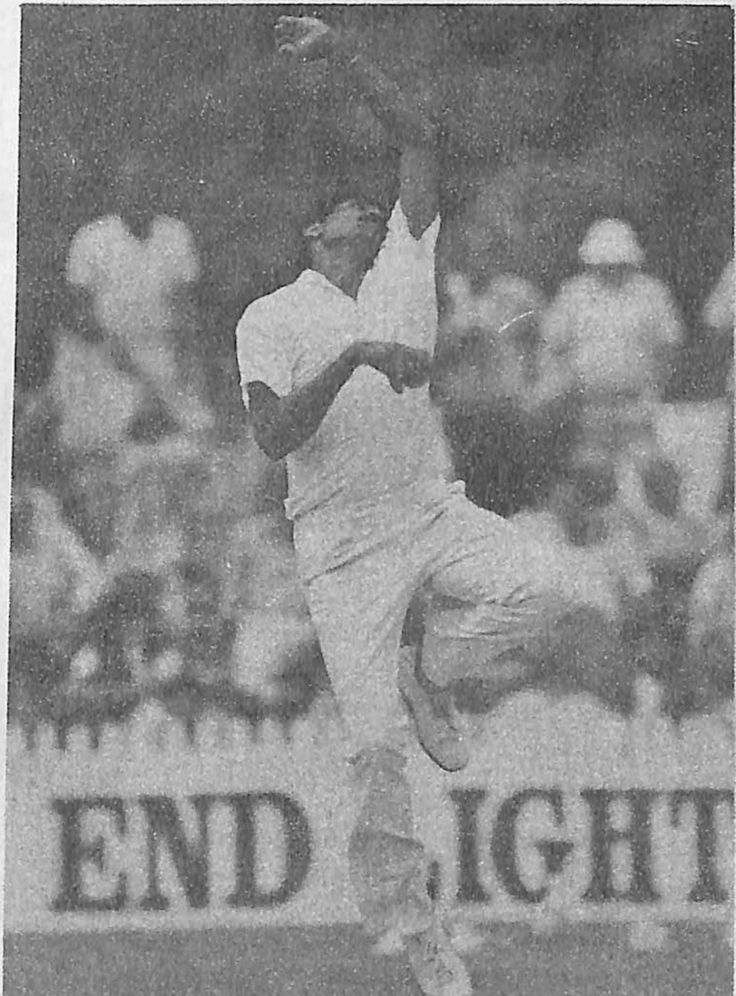
পাকিস্তানের ইনিংসের শুরুতে মুদস্‌সর নজর আর ইজাজ ফাকি আউট হয়ে গেলেও মহসিন খান, আর জাহির আব্বাস রুখে দাঁড়ালেন। কিন্তু অ্যাণ্ডি রবার্টস, জোয়েল গারনার, ম্যালকম মার্শাল, মাইকেল হোল্ডিংয়ের বল পাকিস্তানকে মাথা তুলতে দিলো না। ল্যারি গোমসও দারুণ বল করলেন। তবে গোমস বল করতে আসায় মহসিন আর জাহির কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে চটপট কিছু রান তুলে নিলেন। কিন্তু গোমসও দারুণ বল করলেন। গোমসের বল জোরে মারতে গিয়েই জাহির আব্বাস বোল্ড হয়ে গেলেন। এর পর আর কেউ পাকিস্তানের হাল ধরতে পারেননি।

মহসিন অসহায়ের মতো দেখছিলেন তাঁর দলের খেলোয়াড়দের আসা আর যাওগা। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে লড়ার মতো আর কাউকে পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি আউট হলেন ৫৬ ওভারের মাথায়—৭০ রান করে। ততোক্ষণে পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। ৬০ ওভারে পাকিস্তান তুললো ১৮৪ রান—আট উইকেটের বিনিময়ে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতো দলের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে ১৮৪ রান যে কিছুই নয়—তার প্রমাণ একটু পরেই পাওয়া গেলো। গ্রিনিজ (১৭) আউট হয়ে যাবার পর রিচার্ডস এসেছিলেন ব্যাট করতে। ৫৬ রানের মাথায় আউট হলেন ডেসমণ্ড হেইন্স (২৯)। গোমস এসে খেলতে শুরু করলেন ভিভিয়ান রিচার্ডসের সঙ্গে। পাকিস্তানের বোলাররা তাঁদের দাপটে মাথা তুলতেই পারলেন না। ৪৮ ওভারের মাথাতেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পৌঁছে গেলো জয়ের লক্ষ্যে। ভিভ রিচার্ডস ৮০ আর ল্যারি গোমস ৫০ রানে অপরাজিত রয়ে গেলেন। ৮ উইকেটে জিতে ফাইনালে উঠলো ক্লাইভ লয়েডের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। মারকুটে ব্যাটিংয়ের জন্যে মান অফ দ্য ম্যাচ পুরস্কার পেলেন ভিভ রিচার্ডস।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যখন ব্যাট করছে ক্লাইভ লয়েড তখন সাজঘরে টি ভি-র সামনে। তাঁর ধারণা ছিলো, ফাইনালে ইংলণ্ডের সঙ্গে তাঁদের খেলতে হবে। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, কপিল বাহিনী কত সহজেই না হারিয়ে দিলো বব উইলিসের ইংলণ্ড দলকে। খেলাটি দেখতে দেখতে তাঁর মনে পড়ছিলো ভারতের সঙ্গে তাঁদের প্রথম খেলাটির কথা। তবে তা নিয়ে তাঁর চিন্তার কোন কারণ নেই। তিনি নিশ্চিত, প্রুডেনসিয়াল ট্রফি জেতার হ্যাট্রিক ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করতে পারবে।

ক্লাইভ লয়েডের মুখে ফুটে উঠলো হাসি। সে হাসির আত্মবিশ্বাসের, সে হাসি আস্থার, সে হাসি স্বস্তির। ভারতের সঙ্গে ফাইনাল খেলতে হবে। সুতরাং তেমন কোন চিন্তা নেই।



সারা বিশ্বের অন্যতম সেরা বোলার কপিলদেব।

RELIANCE CUP 1987

CRICKET FOR PEACE



৬

ক্লাইভ লয়েড হাসছিলেন। হাসি তাঁর পাশে দাঁড়ানো ভিভিয়ান রিচার্ডসের মুখেও। লয়েড বললেন,—ভিভ আজকের কাগজ পড়েছো ?

মাথা নাড়লেন রিচার্ডস। পড়েননি।

লয়েড বললেন,—প্রুডেনসিয়াল কোম্পানি ঘোষণা করেছে, আমরা যদি এবারও জিততে পারি তাহলে প্রুডেনসিয়াল ট্রফি তিনবারই জেতার স্বীকৃতি হিসেবে, ট্রফিটা ওরা আমাদের চিরদিনের মতো দিয়ে দেবে। কি বলো, আমরা ওটা নিয়ে যেতে পারবো না ?

ভিভের মুখে হাসি। বললেন,—তোমার কোন সন্দেহ আছে নাকি ক্লাইভ। ফুটবলের বিশ্বকাপটা চিরদিনের মতো পেয়ে গেছে ব্রাজিল, আমরা পাবো ক্রিকেটেরটা।

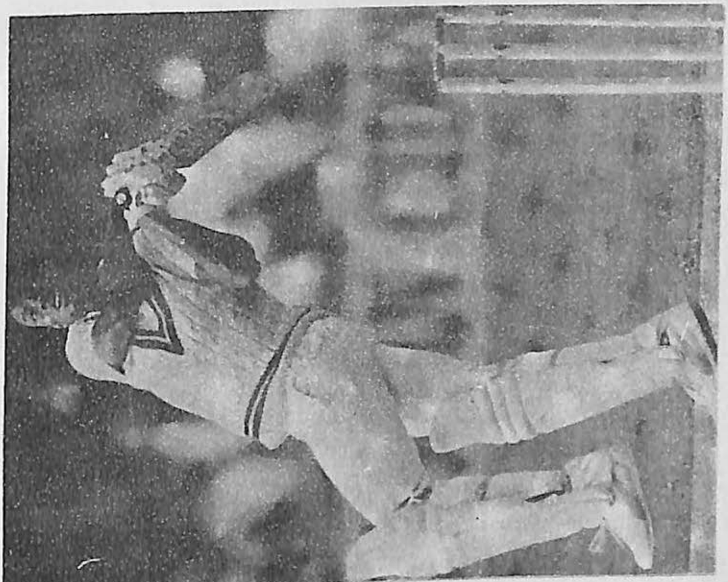
—ভারতকে অত আন্ডারএস্টিমেট কোরো না।

—হাসালে ক্যাপ্টেন। আমাদের ফাস্ট বোলাররা আছে না ? ভারতকে শুইয়ে দিতে ওদের বেশিক্ষণ লাগবে না। আর রান—তুমি আছো, আমি আছি, ডেসমণ্ড, গর্ডন আছে—দরকার হলে ল্যারি, ব্যাকাসরাও লড়ে যাবে। তুমি একদম চিন্তা কোরো না। ধরে নাও ট্রফি আমরা পেয়েই গেছি।

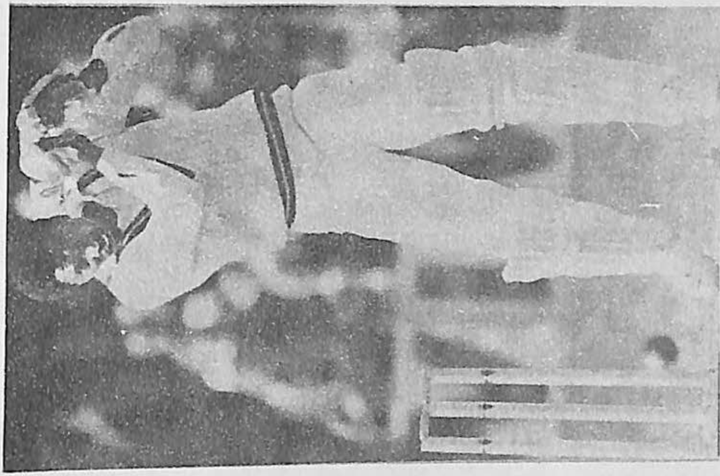
ভিভের কথা শুনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্যাপ্টেন ক্লাইভ লয়েড হেসে উঠলেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে হাসলেন ভিভিয়ান রিচার্ডস।

মাঠের অন্যদিকে তখন ভারতীয় খেলোয়াড়রা প্র্যাকটিস করছিলেন। ভারতীয় খেলোয়াড়দের দেখে মনে হচ্ছিলো উৎসাহ আর উদ্দীপনায় তাঁরা টানটান। যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে তাঁরা তৈরি। কপিল একটু দূরে দাঁড়িয়ে। তাঁর কপালে চিন্তার কুঞ্চন। তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন গাভাসকার, শ্রীকান্ত, মহিন্দর অমরনাথ, মদনলাল, যশপাল শর্মা, রজার বিনি, সন্দীপ পাটিলদের দিকে। ভাবছিলেন, এঁরা কি কাল তাঁকে অকল্পনীয় সেই সাফল্য এনে দিতে পারবে ?

কপিলের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। অপমানের জবাব তাঁরা দিয়েছেন। এবার এসেছে আরও বড় সুযোগ। সমস্ত বিশ্বকে চমকে দেবার সুযোগ। সকলে ধরেই নিয়েছেন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতে গেছে। একবার হারালেও ফাইনালে ভারতকে ওরা দাঁড়াতেই দেবে



রিচি রিচার্ডসন, যার হাতে ব্যাট কথা বলে।



রজার হারপার, যিনি বহুবার বিপদ থেকে পার করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।

না। বাজির দরও তাই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ফেবারিট ঠিকই—তাই বলে ভারতকে কেউ ধর্তব্যের মধ্যেও আনবেন না—এ আবার কেমন কথা।

শুক্রবার রাতে হোটেলে মিটিং বসলো।

দলনেতা কপিলদেব বললেন, বললেন,—আমরা যখন বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়ে এতোটা এগোতে পেরেছি তখন শেষটুকুই বা পারবো না কেন। দরকার হলে কাল লর্ডসে আমরা জীবন দিয়ে দেবো।

গাভাসকার বললেন,—ভারত থেকে হাজার হাজার ক্রিকেট উৎসাহী এসে হাজির হয়েছেন। তাঁরা একটি টিকিটের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছেন। এখানকার সব ভারতীয়রা আছেন আমাদের পাশে। তাঁরা আমাদের কাছে শুধু একটা জিনিসই চান।—আমরা কী তা দিতে পারবো না? এসো আমরা সবাই মিলে ঠিক করি—কাল আমরা প্রাণ দিয়ে খেলবো।

মহিন্দর অমরনাথ চুপচাপ থাকতেই ভালবাসেন। বিশেষ কথাটথা বলেন না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—যে অবহেলার, যে অপমানের জবাব দিতে আমরা মাঠে নেমেছিলাম—তাঁরই চূড়ান্ত পরীক্ষা আগামীকাল। ক্লাইভের দল আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ধরছেই না—কাল লর্ডসে আমরা তার জবাব দেবো।

সব কাগজেই এক কথা লিখলো, ভারত একের পর এক অঘটন ঘটিয়ে ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছে। এবার আর পারবে না। ক্লাইভের দল প্রুডেনসিয়াল ট্রফি জোর হ্যাটট্রিক করবে। কেউ লিখলো—প্রুডেনসিয়াল ট্রফি চিরদিনের জন্যে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে চলে যাচ্ছে।

আর একটি কাগজ লিখলো, ভারত নয় ইংলণ্ড ফাইনালে উঠলেই লড়াইটা জমতো। বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল খেলাটি এবার নেহাতই একপেশে হবে।

শনিবার, ২৫ জুন।

তখনও ভোর হয়নি। কিন্তু লণ্ডনের ভিজে রাস্তায় ভারতীয়দের ভিড়। লণ্ডনের ঘুম ভাঙেনি—কিন্তু ভারতীয়রা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন। তাঁদের আচরণ পাগলের মতো। যাঁকে দেখছেন—তাঁকেই ধরছেন। জিজ্ঞেস করছেন—একটা টিকিট দিতে পারেন—দাম যতই পড়ুক না কেন!

লর্ডস থেকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে জরুরী ফোন গেলো শিগগির পুলিস পাঠান—! অনেক পুলিস চাই! এদের সামলানো যাবে না ...! শিগগির ...!

সকালবেলায় কজন পুলিস কুকুর নিয়ে মাঠের চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখছিলো। হঠাৎ কুকুরগুলো ছুটে যায় বাথরুমের দিকে। পুলিস অবাক হয়ে দেখে বাথরুমের মধ্যে



বেংসরকার আউট হওয়াতে উচ্ছ্বসিত পাকিস্তানি খেলোয়াড়রা।

অনেক লোক। গতকাল প্র্যাকটিস দেখতে এসে ওখানে লুকিয়ে আছেন। সব ভারতীয় সমর্থক। অধিকাংশই ভারত থেকে এসেছেন ফাইনাল খেলাটি দেখবেন বলে। টিকিট না পেয়ে ঐ কাণ্ড করেছেন।

ওদের যখন বাথরুম থেকে ধরে বার করা হচ্ছে তখন দেখা গেলো—অন্যদিকের অনেক উঁচু পাঁচিল টপকে মানুষের ঢল নামছে। কজন মাত্র পুলিস দিয়ে ওঁদের সামলানো যাবে না। তাই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে জরুরী ফোন গেলো—শিগগির পুলিস পাঠান—আরও পুলিস চাই।

লণ্ডনের সকালটা ছিলো ভিজে ভিজে, স্যাতসেঁতে। বেলা বাড়ছে, কিন্তু রোদের মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু লর্ডসের চারদিকে তখন জোর ভিড়। মাঠের মধ্যে কর্মী আর পুলিসরা তৎপর। একজন একজন করে অবাঞ্ছিত দর্শকদের বের করে দিয়েছেন তাঁরা। যাঁদের বার করা হলো তাঁদের প্রায় সবই ভারতীয়। তাঁরা তখন তন্ন তন্ন করে মাঠের চারপাশ, বাথরুম খুঁজে খুঁজে দেখছেন—কেউ রয়ে গেছে কিনা।

ভারতীয় খেলোয়াড়রা সকাল সকাল মাঠে চলে এসেছেন। একটু পরে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটাররাও এলেন। মাঠের বাইরে দর্শকরা তখন টিকিট হাতে নিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। এমন কি এম সি সি-র মেম্বাররাও। পুলিস কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। তাদের ভয়—তারা কিছুতেই সামলাতে পারবে না। যাদের টিকিট নেই তারা গেট ভেঙে ঢুকে না পড়ে। মাঠের বাইরে হাজারে হাজারে ভারতীয় সমর্থক। তাঁদের আশেপাশে ঘুরছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মানুষরাও।

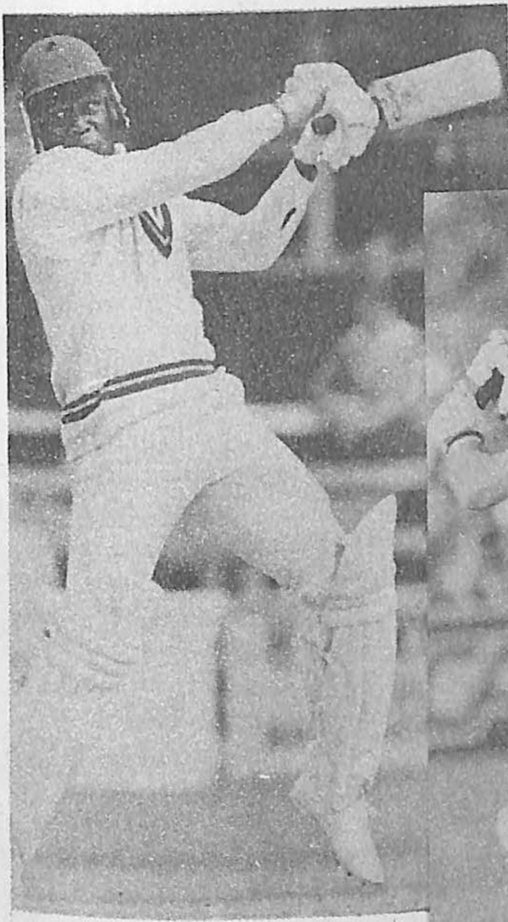
গেট খুলতে খুলতে নটা পনেরো। প্রথমে ডবলিউ জি গ্রেস গেট খুলে দেওয়া হয়েছে। তারপর একে একে অন্য গেট।

কপিলদেব আর ক্লাইভ লয়েড যখন টস করতে গেলেন তখনও মাঠ ফাঁকা। বাইরে চলছে প্রচণ্ড হৈ চৈ। লয়েড টসে জিতলেন। কপিলকে বললেন, যাও ব্যাট করো। আকাশে তখন ঝলমল করছে রোদ। লর্ডস ধীরে ধীরে ভরে আসছে। মাঠের বাইরে থেকে আসছে প্রচণ্ড চিৎকার।

গম্ভীর মুখে সাজঘরে ঢুকে কপিল সুনীল আর শ্রীকান্তকে প্যাড পরতে বললেন। একদিনের ক্রিকেটে পরে ব্যাট করার অনেক সুবিধে। ধাওয়া করে ধরে ফেলা যায় প্রতিদ্বন্দ্বীর স্কোর।

লয়েড তাঁর দলবল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন। তাঁদের পেছনে পেছনে মাঠে এলেন গাভাসকার আর শ্রীকান্ত। লয়েড বল তুলে দিলেন অ্যাণ্ডি রবার্টসের হাতে। নারসারি এন্ড থেকে বল করবেন তিনি। রবার্টসের পর আক্রমণ শানাবেন গারনার আর হোল্ডিং।

গাভাসকার আর শ্রীকান্ত—দুজনেই প্রচণ্ড সতর্ক। সংযত। শ্রীকান্ত একটু নারভাস।



অন্যতম প্রিয় ভঙ্গিতে ব্যাট চালিয়েছেন ডেসমণ্ড হেইন্স



মার্টিন ক্রো যিনি যে কোন সময়ই বিপরীত দলে ধ্বস নামাতে সক্ষম।

তাঁর ঠোঁট দুটো নড়ছে। সব সময়ই তিনি যেন প্রার্থনা করছেন। শ্রীকান্ত পরে বলেছেন, তিনি সেইমুহূর্তে শুধু তাঁর ঠাকুরকে ডাকছিলেন। প্রার্থনা করছিলেন যাতে ভালো খেলতে পারেন।

গাভাসকার দু রান করেছেন। ভারতের তখন ঐ দু রানই। রবার্টসের বল গাভাসকার ফরোয়ার্ড খেলতে গেলেন। ড্রাইভ করতে চেয়েছিলেন, পারলেন না। বল তাঁর ব্যাট ছুঁয়ে সোজা চলে গেলো উইকেটরক্ষক দুঁজোর হাতে। আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা। শুরুতেই ইন্দ্রপতন। তাঁরা ভাবতেও পারে নি, গাভাসকার এতো তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যাবেন।

মহিন্দর অমরনাথ এসে দাঁড়ালেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা বলেছিলেন, সুনীল গাভাসকারের চেয়ে তাঁরা অনেক বেশি ভয় পান জিমি অমরনাথকে। গারনার মহিন্দর অমরনাথকে একটা বাম্পার দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন।

শ্রীকান্ত বেশিক্ষণ সংযত থাকার পাত্র নন। তাঁর মনে হলো, অনেকক্ষণ বোলারদের সমীহ করেছেন। আর না। গারনারের বল স্লিপের পাশ দিয়ে বাউণ্ডারিতে পাঠালেন। অস্বস্তিকর সট এবং ভারতের প্রথম বাউন্ডারি। পরের ওভার রবার্টসের। মহিন্দর এক রান নেওয়ায় শ্রীকান্ত এলেন স্ট্রাইকিং এন্ডে। রবার্টসের বল তিনি মিড উইকেট দিয়ে বাউন্ডারিতে পাঠালেন। সেই ওভারেই রবার্টসের বল হুক করে ছক্কা হাঁকালেন। এরপর শ্রীকান্ত রবার্টসের বল স্কোয়ার লেগ দিয়ে মাঠের বাইরে পাঠালেন। জিমি অমরনাথও হাত খুলে মারতে লাগলেন। গাভাসকারকে হারানোর ধাক্কা ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠতে লাগলো ভারত।

ক্লাইভ জানেন, শ্রীকান্ত বেশিক্ষণ উইকেটে থাকলেই বিপদ। তারপর জিমিও দারুণ খেলতে শুরু করেছে। লর্ডসের ভারতীয় সমর্থকদের মুখে তখন হাসি। জাতীয় পতাকা তুলে, চিৎকার করে তাঁরা শ্রীকান্ত আর অমরনাথকে উৎসাহ দিচ্ছেন।

নারসারি এন্ডে রবার্টসকে সরিয়ে লয়েড বল করতে পাঠালেন ম্যালকম মার্শালকে। মার্শাল বিশ্বের দ্রুততম বোলার। তাঁর বলের গতি আর হদিশ হামেশাই ব্যাটসম্যানরা পান না। শ্রীকান্ত ঠকে গেলেন। বল এসে লাগলো তাঁর প্যাডে। আম্পায়ার সঙ্গে সঙ্গে এল বি ডবলিউয়ের নির্দেশ দিলেন। ৫৭টি বল খেলে শ্রীকান্ত করলেন ৩৮ রান। তারই মধ্যে ছিলো একটি ছয় আর সাতটি চারের মার। উনিশ ওভারে ভারতের রান দাঁড়ালো দু উইকেটে ৫৭।

অমরনাথ তখন মেরে খেলে রান তোলার দায়িত্ব নিলেন। যশপাল শর্মা সংযত। মার্শালের বলে অমরনাথ পর পর দুটি বাউন্ডারি হাঁকালেন। দুটো রান নিলেন অফ স্পিনার ল্যারি গোমসের বলে।

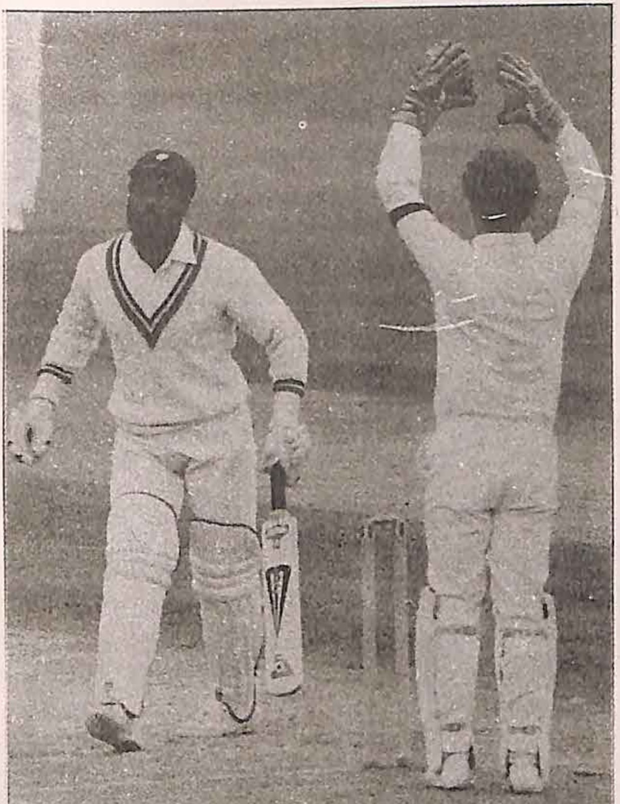
ভারতের কর্তৃত্ব ছিলো ২৯ ওভার পর্যন্ত। বিপর্যয় শুরু হলো তিরিশ ওভারের

ওয়াসিম আক্রাম যার আক্রমণের ধার সবসময়েই বড্ড ধারালো।





সুনীল গাভাসকারের ব্যাট ঝলসে উঠেছে।



ভিভ রিচার্ডস সরাসরি বোল্ড হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে যাচ্ছেন।

মাথায়। হোল্ডিংয়ের একটি বল কাট করে ঢুকে এসে ভেঙে দিল মহিন্দর অমরনাথের অফ স্ট্যাম্প। ২৬ রান করে ফিরে গেলেন মহিন্দর। লাঞ্চের ঠিক আগের ওভারে যশপাল শর্মা গোমসের বল তেড়ে ফুঁড়ে মারতে গেলেন। বলটা কভারের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো। হেইন্সের বদলে তখন ফিল্ডিং করছিলেন লোগি। তিনি ছুটতে ছুটতে গিয়ে ডিপ কভারে বলটা লুফে নিলেন দারুণ ক্যাচ। লাঞ্চের সময় ভারতের রান দাঁড়ালো ৩২ ওভারে চার উইকেটে ৯২।

লাঞ্চের পর কপিল তাঁর নিজের খেলা খেলতে শুরু করলেন। গোমসের বলে পর পর দুটি বাউণ্ডারি হাঁকালেন। তারপর লং অনের ওপর দিয়ে ছক্কা হাঁকাতে গেলেন। কিন্তু গোলমাল হয়ে গেলো সময়ের। ডিপ লং অনে হোল্ডিংয়ের হাতে গিয়ে পড়লো বলটা। পরের ওভারেই কীর্তি আজাদ অ্যাণ্ডি রবার্টসের বল ঘুরিয়ে মারতে গিয়ে তুলে দিলেন স্কোয়ার লেগে ল্যারি গোমসের হাতে। ৩৬ ওভারে রবার্টসের বলে বিনিকে লুফে নিলেন গারনার। মাত্র সাত ওভারে ভারত হারালো পাঁচটি উইকেট। উঠলো ৪০ রান।

সন্দীপ পাটিল আর মদনলাল তখন লড়ছেন। ভারতকে কম রানে নাবিয়ে দেবার জন্যে ক্যারিবিয়ান বোলাররা তখন ছটফট করছেন। দুজনে মিলে তুলে নিলেন ২৩ রান। পাটিল গোমসের বলে ছক্কা হাঁকালেন। গারনারের বল মাঠের বাইরে উড়িয়ে দিতে গিয়ে তিনি ধরা পড়ে গেলেন মিড উইকেটে। মদনলাল ১৭ রান করে মার্শালের শিকার হলেন। ভারতের ৯ উইকেটে ১৬১। খেলা ৪৫ ওভার গড়িয়ে গেছে। ফাইনাল খেলাটি ধীরে ধীরে আকর্ষণ হারাচ্ছে।

ভারতের উইকেটরক্ষক সৈয়দ কিরমানি তখন বলবিন্দর সিং সাঁধুকে নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছেন। সাঁধু দলের এগার নম্বর খেলোয়াড়। মিডিয়াম পেস বোলার। বুক ফুলিয়ে লড়ছেন তিনি। সহ্য হলো না মার্শালের। দিলেন ভয়ঙ্কর বাম্পার। চকিতে সাপের মতো ফণা তুলে সাঁধুর হেলমেটে গিয়ে লাগলো বলটা। আম্পার ডিকি বার্ড—মার্শালকে ডেকে ধমক দিলেন। দলের শেষ ব্যাটসম্যানকে বাম্পার—এ কোন্ ধরনের ক্রিকেট?

পরের ওভারটি করতে এলেন হোল্ডিং নারসারি এন্ড থেকে। বাম্পার দিয়ে দিয়ে তিনি কিরমানিকে ব্যস্ত করে তুললেন। তারপর করলেন বোল্ড। মাত্র ১৮৩ রানে শেষ হলো ভারতের ইনিংস। ৫৪ · ৪ ওভারে। লর্ডসের ঘড়িতে তখন বেলা ৩টা বেজে ১৫ মিনিট।

ভারতীয় সাজঘরে তখন একটা পিন পড়লেও তার শব্দ শোনা যাবে। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছেন না। কিরমানি প্যাডটা বদলে নিলেন। মাঠে নামার আগে কপিল ডাকলেন সকলকে। বললেন,—আমরা ভালো রান করতে পারি নি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হাল্কা চালে এখন খেলাটা নেবে। আমরাও বিনা লড়াইয়ে ছাড়বো না। চলো, সকলে মিলে শেষ চেষ্টা করি।

ভারতীয় খেলোয়াড়রা মাঠে নামলেন। তাঁদের মনে তখন অধিনায়কের কথা,—চলো শেষ চেষ্টা করি। বিনা যুদ্ধে আমরা হার মানবো না।

ভারতীয় দর্শকরা হতাশ হয়ে বসে আছেন। ক্যারিবিয়ানদের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল। তাঁরা ধরেই নিয়েছেন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতছে। কতোক্ষণে জয়টা আসে সেইটাই শুধু দেখার।

গ্রিনিজ আর হেইন্স এসে দাঁড়িয়েছেন। বল কপিলের হাতে। অন্যদিক থেকে আসবেন সাঁধু। দুই ব্যাটসম্যান নিশ্চিন্ত। ওভার পিছু তিন রানের মতো করতে হবে। ব্যাপারটা কিছুই নয়।

সাঁধুর বল হেইন্স কভারে ড্রাইভ করে চার রান নিলেন। তারপর এক রান। গ্রিনিজ সাঁধুর সামনে। চতুর্থ বল। অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে পড়ে ঘুরছে। গ্রিনিজ গেলেন মারতে। পারলেন না। উড়ে গেলো তাঁর অফ স্টাম্প। এক উইকেটে পাঁচ।

চুইংগাম চিবোতে চিবোতে হাল্কাভাবে নামলেন ভিভিয়ান রিচার্ডস। তাঁর মনে কোন ভাবনা-চিন্তা নেই।

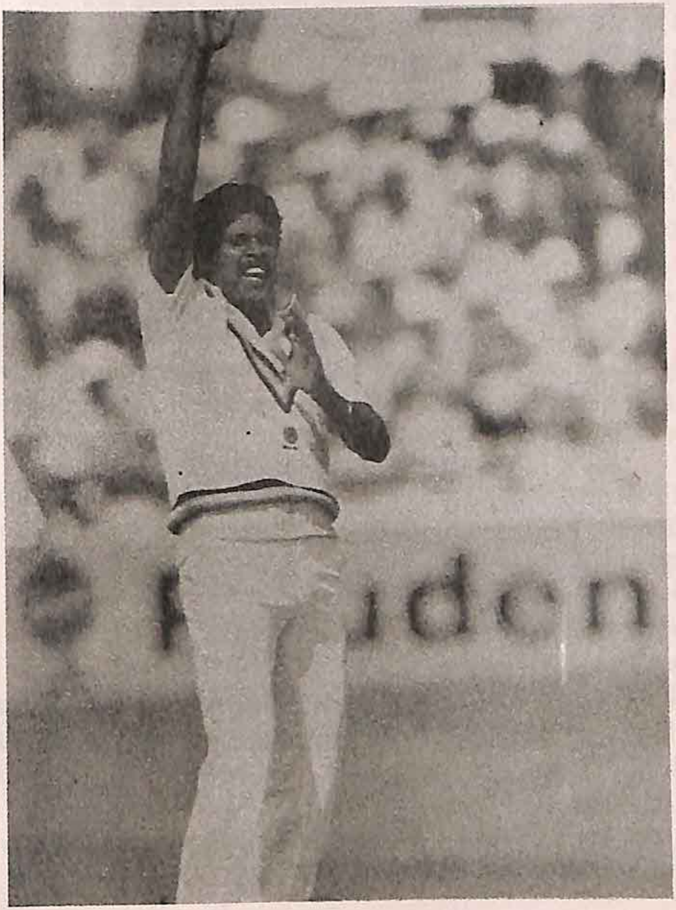
কপিলদেব মদনলালকে পাঠালেন বল করতে। ভিভ তাঁর এক ওভারে তিনটি বাউন্ডারি হাঁকালেন। তারপর মদনলালের বল মারতে গিয়ে হেইন্স কভারে বিনির হাতে ক্যাচ তুলে দিলেন। দু উইকেটে ৫০। লয়েড এলেন ব্যাট হাতে নিয়ে। ক্যারিবিয়ান দর্শকরা হাততালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

তখন ১৪ ওভার। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান ৫৭। মদনলালের বল মিড উইকেটের ওপর দিয়ে তুলে দিলেন রিচার্ডস। কপিলদেব পড়িমরি করে ছুটতে শুরু করলেন বলেন নিচে নিচে। আর ছুটতে ছুটতেই তিনি লুফে নিলেন দুর্দান্ত ভিভ রিচার্টর্ডসকে। ৩৩ রান করে আউট হলেন ভিভ। এতোক্ষণে ভারতীয় পতাকা আবার দেখা দিলো দর্শকদের হাতে।

ভিভকে আউট করার পরই ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে শিহরণ খেলে গেল। অসম্ভবও তো তাহলে সম্ভব হতে পারে। নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন তাঁরা। এবং ৯ রান পরে আবার আঘাত হানলেন মদনলাল। নারসারি এন্ড থেকে বল করছিলেন মদনলাল। গোমসের ব্যাট ছুঁয়ে স্লিপে যেতেই গাভাসকার তুলে নিলেন বলটা। আউট হয়ে গেলেন ল্যারি গোমস।

লয়েড সেই মুহূর্তে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন ভারতীয়দের সমীহ করার কোন কারণ নেই। বিনিকে গেলেন মারতে। কপিলদেব ছিলেন মিড অনে। ঝাঁপিয়ে পড়ে বলটা তিনি তুলে নিলেন হাতে।

চা পানের বিরতি। ২৫ ওভারে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তখন ৫ উইকেটে ৭৬।



কপিলদেব

ভারতীয়দের মনে তখন আশা নিরাশার দোলা। জয়ের গন্ধ পাচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

চা খেয়ে এসে সাঁধু নারসারি এন্ড থেকে বল করতে শুরু করলেন। ব্যাকাস তাঁর অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল তাড়া করতে গিয়ে তুলে দিলেন কিরমানির হাতে। ৬ উইকেটে ৭৬। দুঁজো লড়ছেন। মার্শাল গোড়ার দিককার অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠে তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছেন। রান উঠছে ধীরে ধীরে। ব্যবধান কমে যাচ্ছে। ক্যারিবিয়ান দর্শকদের মনে আশা জাগছে। খুব বেশি রান তো করতে হবে না। হয়তো হয়ে যাবে।

সূর্য মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। হতাশা নেমে আসছে ভারতীয় সমর্থকদের মনে। তখনই কপিল বল তুলে দিলেন মহিন্দরের হাতে। দলের অতি বড় প্রয়োজনের মুহূর্তেই এগিয়ে আসতে হয় মহিন্দরকে। মহিন্দরের প্রথম বল। সামান্য সর্টপিচ ধরনের। দুঁজো মারতে গেলেন। বল তাঁর ব্যাট ছুঁয়ে ভেঙে দিলো স্ট্যাম্প। দুঁজো আউট।

আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। সমর্থকদের উল্লাসে লর্ডস তখন কাঁপছে। তখনও ১৮ ওভার বাকি। জিততে হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে বাকি তিন উইকেটে ৬৫ রান করতে হবে।

কিন্তু পাঁচ রান পরে অমরনাথ আবার বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর বল মারতে গিয়ে মার্শাল তুলে দিলেন স্লিপে গাভাসকারের হাতে। এরপর রবার্টসকে বোল্ড করলেন কপিল। আর হোল্ডিং এল বি ডবলিউ হলেন অমরনাথের বলে। ৫২ ওভারে ১৪০ রানে শেষ হলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস। ভারত জিতলো ৪৩ রানে।

গাভাসকার স্লিপে তৈরি হয়েছিলেন। কপিলের বলে রবার্টস এল বি ডবলিউ হতেই তিনি ছুটতে শুরু করেছিলেন। তার আগে তুলে নিয়েছেন বলটা। তাঁদের সেই দৌড় শেষ হয়েছিল প্যাভিলিয়নে গিয়ে।

তারপর ?

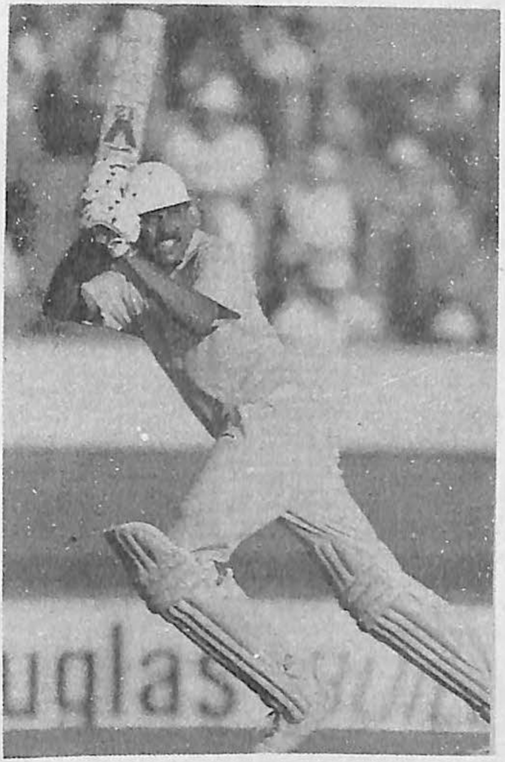
তারপরের কাহিনী তো সকলের জানা।

শুধু বলার আছে একটা কথাই।

ভারতীয় খেলোয়াড়রা যে হোটেলে ছিলেন শনিবার সারা রাত সেই হোটেলের সামনে ভিড় জমেছিলো। শিখরা নাচছিলেন ভাঙড়া। কেউ চেঁচাচ্ছিলেন। কেউ গাইছিলেন।

আর খেলোয়াড়রা।

তাঁরা তখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মতো বিজয়ী বীরের বেশে বাড়ি ফিরতে চাইছেন। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।



একেই বলে অধিনায়োকোচিত ব্যাটিং।

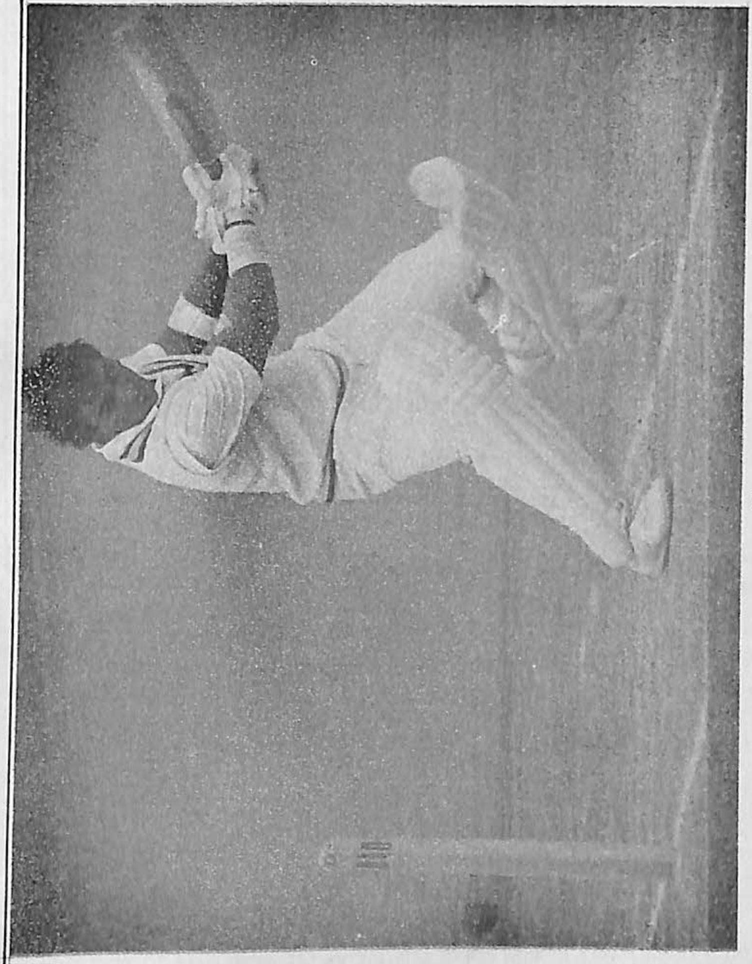
সম্পূর্ণ স্কোর

ভারত

গাভাসকার ক দুঁজো ব রবার্টস	২
শ্রীকান্ত এল বি ডবলিউ ব মার্শাল	৩৮
মহিন্দর অমরনাথ ব হোল্ডিং	২৬
যশপাল শর্মা ক অতিরিক্ত ব গোমস	১১
সন্দীপ পাটিল ক গোমস ব গারনার	২৭
কপিলদেব ক হোল্ডিং ব গোমস	১৫
কীর্তি আজাদ ক গারনার ব রবার্টস	০
রজার বিনি ক গারনার ব রবার্টস	২
মদনলাল ব মার্শাল	১৭
কিরমানি ব হোল্ডিং	১৪
বলবিন্দর সিং সাঁধু অপরাজিত	১১
অতিরিক্ত (৫ বা, ৫ লে বা, ৯ ওয়াইড, ১ নো)	২০
(৫৪ · ৪ ওভারে)	১৮৩

বোলিঃ

অ্যান্ডি রবার্টস ১০-৩-৩২-৩
জোয়েল গারনার ১২-৪-২৪-১
ম্যালকম মার্শাল ১১-১-২৪-২
মাইকেল হোল্ডিং ৯ · ৪-২-২৬-২
ল্যারি গোমস ১১-১-৪৯-২
ভিভ রিচার্ডস ১-০-৮-০



সুনীল গাভাসকার

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

গ্রিনিজ ব সাঁধু	১
হেইন্স ক বিনি ব মদনলাল	১৩
রিচার্ডস ক কপিলদেব ব মদনলাল	৩৩
লয়েড ক কপিলদেব ব বিনি	৮
ল্যারি গোমস ক গাভাসকার ব মদনলাল	৫
ব্যাকাস ক কিরমানি ব সাঁধু	৮
দুঁজো ব অমরনাথ	২৫
মার্শাল ক গাভাসকার ব অমরনাথ	১৮
রবার্টস এল বি ডবলিউ ব কপিলদেব	৪
গারনার অপরাজিত	৫
হোল্ডিং এল বি ডবলিউ ব অমরনাথ	৬
অতিরিক্ত (বা ৪, ওয়াইড ১০)	১৪
(৫২ ওভারে)	১৪০

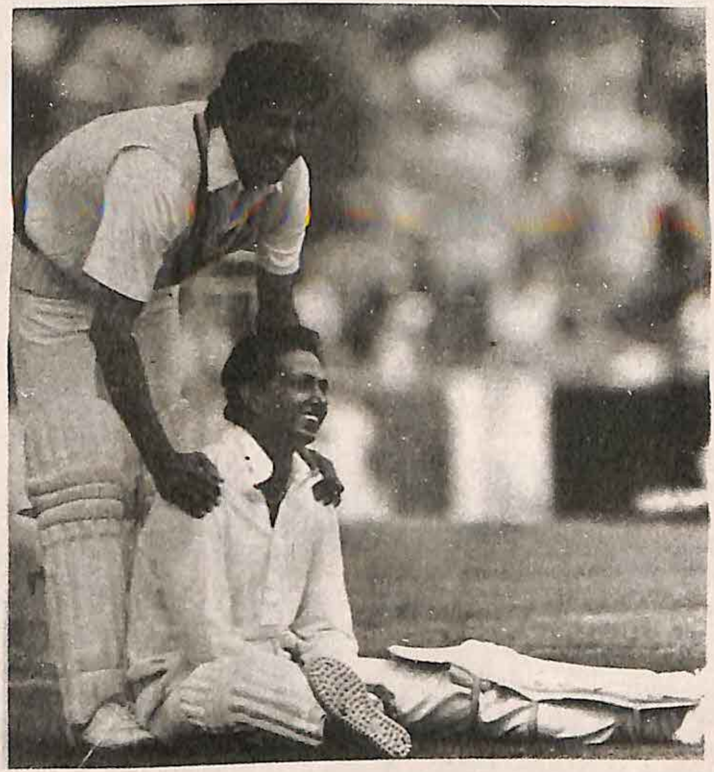
বোলিং ঃ

কপিলদেব ১১-৪-১১-১
মদনলাল ১২-২-২১-৩
রজার বিনি ১০-১-২৩-১
অমরনাথ ৭-০-১২-৩
কীর্তি আজাদ ৩-০-৭-০

ভারত জেতে ৪৩ রানে

ম্যান অব দ্য ম্যাচঃমহিন্দর অমরনাথ

আম্পায়ার দ্বয় ঃ **ডিকি বার্ড ও বি জে মেয়ার**



একটি দুর্লভ মুহূর্তে কপিলদেব ও মহিন্দর।

বিশ্বকাপের পরিসংখ্যান

১৯৭৫ সাল

১৯৭৫ সালের ওয়ার্ল্ড কাপে ৮টি দেশ অংশ নেয়। দলগুলি হলো ইংলন্ড, ভারত, নিউজিল্যান্ড, পূর্ব আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও শ্রীলংকা।

প্রথম সেমিফাইনাল : ইংলন্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া খেলা হয় ১৮ জুন, ১৯৭৫ তারিখে হেডিংলি, লাউসে।

অস্ট্রেলিয়া টসে জয়লাভ করে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল : ইংলন্ড–৯৩ (৩৬.২ ওভারে) এম-এইচ ডেনিস ২৭, জি জে গিলপের ১৪ রানে ৬ উইকেট, এম এইচ এস ওয়াকর ২২ রানে ৩ উইকেট।

অস্ট্রেলিয়া–৬ উইকেটে ৯৪ (২৮.৪ ওভারে) (কে ডি ওয়ালটার্স অপরাজিত ২০, এম এইচ এন ওয়াকার অপরাজিত ২৮ সি এম ওল্ড ২৯ রানে ৩ উইকেট)। অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে জয়ী।

ম্যান অফ দি ম্যাচ–জি জে গিলমোর।

দ্বিতীয় সেমিফাইনাল : নিউজিল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৮ জুন, ১৯৭৫ তারিখে ওভাল, লন্ডনে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ টসে জয়লাভ করে।

নিউজিল্যান্ড–১৫৮ (৫২.২ ওভারে) জি এম টারনার–৩৬, জি পি হাওয়ার্থ ৫১, বি ডি জুলিয়ান ২৭ রানে ৪ উইকেট, ভি এ হোল্ডার ৩০ রানে ৬ উইকেট।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ–৫ উইকেটে ১৫৯ (৪০.১ ওভারে) সি জি গ্রীনিজ ৫৫, এ জে কালীচরণ ৭২, আর ও কলিঞ্জ ২৮ রানে ৩ উইকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫ উইকেটে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ–এ জে কালীচরণ।

ফাইনাল খেলা

অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২১ জুন, ১৯৭৫ তারিখে লর্ডস, লন্ডনে।

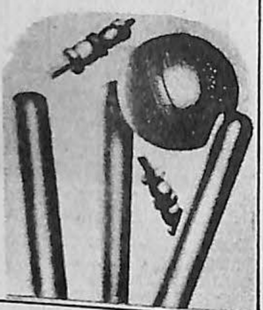
অস্ট্রেলিয়া টসে জয়লাভ করে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৮ উইকেটে ২৯১ (৬০ ওভারে) সি এইচ লয়েড ১০২, আর বি কানহাই ৫৫, কে ডি বয়েস ৩৪, জি জে গিলমোর ৪৮ রানে ৫ উইকেট, জে আর টমসন ৪৪ রানে ২ উইকেট।

অস্ট্রেলিয়া : ২৭৪ (৫৮.৪ ওভারে) এ টারনার ৪০, আই এম চ্যাপেল ৬২, কে ডি ওয়ালটার্স ৩৫, কে ডি রয়েস ৫০ রানে ৪ উইকেট।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৭ রানে জয়ী।

ম্যান অফ দি ম্যাচ সি এইচ লয়েড।





জলপানের মেজাজে খেলোয়াড়রা।

১৯৭৫ সালে ভারতীয় ক্রিকেটারদের ভূমিকা খেলা–৩টি, জয় ১টি, পরাজয় ২টি।

ইংলন্ড বনাম ভারত। ৭ জুন, ১৯৭৫ তারিখে লর্ডস, লন্ডনে। ইংলন্ড টসে জয়লাভ করে।

ইংলন্ড ৪ উইকেটে ৩৩৪ (৬০ ওভারে) ডি এল অ্যামিস ১৩৭, কে আর ফ্লেচার ৬৮, এম এইচ ডেনিস অপরাজিত ৩৭, সি এম ওল্ড অপরাজিত ৫৯, আবিদ আলি ৫৮ রানে ২ উইকেট।

ভারত ৩ উইকেটে ১৩২ (৬০ ওভারে) এস এম গাভাসকার অপরাজিত ৩৬, জি আর বিশ্বনাথ ৩৭, জে কে লিভার ১৬ রানে ১ উইকেট। ইংলন্ড ২০২ রানে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ ডি এল অ্যামিস।

ভারত বনাম পূর্ব আফ্রিকা, ১১ জুন, ১৯৭৫ তারিখে হেডিংলি, লীডসে। পূর্ব আফ্রিকা টসে জয়লাভ করে।

পূর্ব আফ্রিকা : ১২০ (৫৫.৩ ওভারে)। যাওয়াহির শাহ ৩৭, রমেশ সেলহি ২৩, আবিদ আলি ২২ রানে ২ উইকেট, মদনলাল ১৫ রানে ৩ উইকেট, এম অমরনাথ ৩৯ রানে ২ উইকেট।

ভারত বিনা উইকেটে ১২৩ (২৯.৫ ওভারে) এস এম গাভাসকার অপরাজিত ৬৫, এফ এম ইঞ্জিনিয়ার অপরাজিত ৫৪, ভারত ১০ উইকেটে জয়ী।

ম্যান অফ দি ম্যাচ এফ এম ইঞ্জিনিয়ার।

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড। ১৪ জুন, ১৯৭৫ তারিখে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ম্যানচেস্টারে। ভারত টসে জয়লাভ করে।

ভারত : ২৩০ (৬০ ওভারে) এফ এম ইঞ্জিনিয়ার ২৪, এ ডি গায়কোয়াড় ৩৭, এস আবিদ আলি ৭০, এস ভেঙ্কটরাঘবন অপরাজিত ২৬, বি জে ম্যাককেইন ৪৯ রানে ৩ উইকেট, আর জে হেডলি ৪৮ রানে ২ উইকেট, ডি আর হেডলি ৩২ রানে ২ উইকেট, এইচ জে হাওয়ার্থ ৪৮ রানে ২ উইকেট।

নিউজিল্যান্ড : ৬ উইকেটে ২৩৩ (৫৮.৫ ওভারে) জি এম টারনার অপরাজিত ১১৪, বি ফে হেস্টিং ৩৪, আবিদ আলি ৩৫ রানে ২ উইকেট।

নিউজিল্যান্ড ৪ উইকেটে জয়ী।

ম্যান অফ দি ম্যাচ জি এম টারনার।

১৯৭৯ সালের বিশ্বকাপ

অংশগ্রহণকারী ৮টি দেশ : ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলংকা, ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান ও কানাড়া।

প্রথম সেমিফাইনাল : ইংলন্ড বনাম নিউজিল্যান্ড ২০ জুন, ১৯৭৯ তারিখে ম্যানচেস্টারে। নিউজিল্যান্ড টসে জয়লাভ করে।

ইংলন্ড ৮ উইকেটে ২২১ (৬০ ওভারে) জে এম বিয়ারলি ৫৩, জি এ গূচ ৭১, ডি র‍্যান্ডল অপরাজিত ৪২, বি জে ম্যাককেইন ৪৬ রানে ২ উইকেট।

নিউজিল্যান্ড : ৯ উইকেটে ২১২ (৬০ ওভারে) জে জি রাইট ৬৯, এম হেনড্রিক ৫৫ রানে ৩ উইকেট। ইংলন্ড ৯ রানে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ জি এ গূচ।

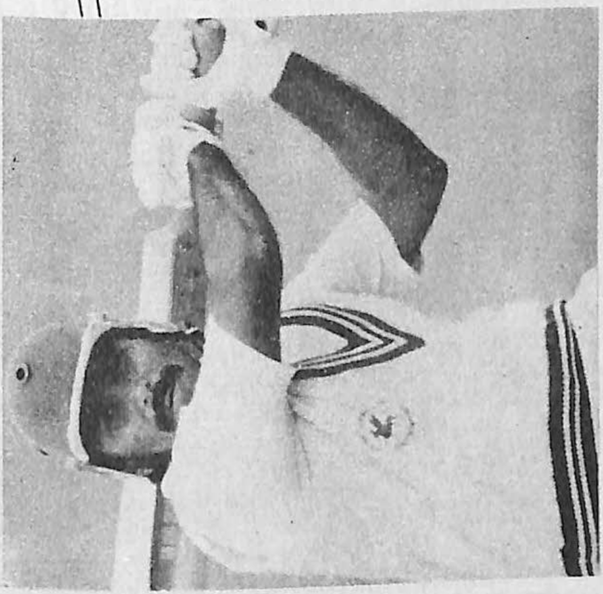
দ্বিতীয় সেমিফাইনাল : পাকিস্তান বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২০ জুন, ১৯৭৯ তারিখে ওভালে। পাকিস্তান টসে জয়লাভ করে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৬ উইকেটে ২৯৩ (৬০ ওভারে) সি জি গ্রীনিজ ৭৩, ডি এল হেইনস ৬৫ আই ভি এ রিচার্ডর্স ৪২, আসিফ ইকবাল ৫৬ রানে ৪ উইকেট।

পাকিস্তান ২৫০ (মজিদ খান ৮১, জাহির আব্বাস ৯৩, সি ই এইচ ক্রফট ২৯ রানে ৩



এমবুরি



পাকিস্তানের শুধু নয়, বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান, জাভেদ মিয়াদাদ।

উইকেট, আই ভি এ রিচার্ডস ৫২ রানে ৩ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪৩ রানে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ সি জি গ্রীনিজ।

—— ফাইনাল ——

ইংলন্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৩ জুন, ১৯৭৯ তারিখে লর্ডস, লন্ডনে। ইংলন্ড টসে জয়লাভ করে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯ উইকেটে ২৮৬ (৬০ ওভারে) আই ভি এ রিচার্ডস অপরাজিত ১৩৮, সি এল কিং ৮৬, পি এইচ এডমন্ডস ৪০ রানে ২ উইকেট, আই টি বথাম ৪৪ রানে ২ উইকেটে জয়ী।

ইংলন্ড ১৯৪ (৫১ ওভারে) জে এম ব্রিয়ারলি ৬৪, জি বয়কট ৫৭, জি এ গুচ ৩২, জে গারনার ৩৮ রানে ৫ উইকেট, সি ই এইচ ক্রফট ৪২ রানে ৩ উইকেট।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯২ রানে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ আই ভি এ রিচার্ডস।

|| ১৯৭৯ সালে ভারতীয়দের ভূমিকা ||

খেলা ৩টি, জয় নেই, পরাজয় ৩টি। ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৯ জুন, ১৯৭৯ তারিখে বার্মিংহামে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ টসে জয়লাভ করে।

ভারত : ১৯০ (৫৩.১ ওভারে)। জি আর বিশ্বনাথ ৭৫, এম এ হোল্ডিং ৩৩ রানে ৪ উইকেট, এ এম ই রবার্টস ৩২ রানে ২ উইকেট।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ উইকেটে ১৯৪ (৫১.৩ ওভারে)। সি জি গ্রীনিজ অপরাজিত ১০৬, ডি এল হেইলস ৪৭, কপিলদেব ৪৬ রানে ১ উইকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯ উইকেটে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ সি জি গ্রীনিজ।

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড। ১৩ জুন, ১৯৭৯ তারিখে হেডিংলি লীডসে। নিউজিল্যান্ড টসে জয়লাভ করে।

ভারত ১৮২ (৫৫.৫ ওভারে) এস এম গাভাসকার ৫৫, বি পি প্যাটেল ৩৮, কপিলদেব ২৫, কে বি ঘাউড়ি ২০, বি এল কেয়ারন্স ৩৬ রানে ৩ উইকেট,

নিউজিল্যান্ড ২ উইকেটে ১৮৩ (৫৭ ওভারে) জে জি রাইট ৪৮, বি এ এডগার অপরাজিত ৮৪, জি এম টারনার অপরাজিত ৪৩, এম অমরনাথ ৩৯ রানে ১ উইকেট। নিউজিল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ বি এ এডগার।

শ্রীলংকা বনাম ভারত। ১৬/১৮ জুন, ১৯৭৯ তারিখে ম্যানচেস্টারে। ভারত টসে জয়লাভ করে। শ্রীলংকা ৫ উইকেটে ২৩৮ (৬০ ওভারে) এস ওয়েত্তিমুনি ৬৭, আর এল ডায়াস ৫০, এল আর ডি মেন্ডিজ ৬৪, এম অমরনাথ ৪৩ রানে ৩ উইকেট।

ভারত ১৯১ (৫৪.১ ওভারে) এ ডি গায়কোয়াড় ৩৩, ডি বি বেংগসরকার ৩৬, এস এম গাভাসকার ২৬, এ আর এম ওপাথা ৩১ রানে ৩ উইকেট। ডি এস ডি সিলভা ২৯ রানে ৩ উইকেট। শ্রীলংকা ৪৭ রানে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ এল আর ডি মেন্ডিজ।

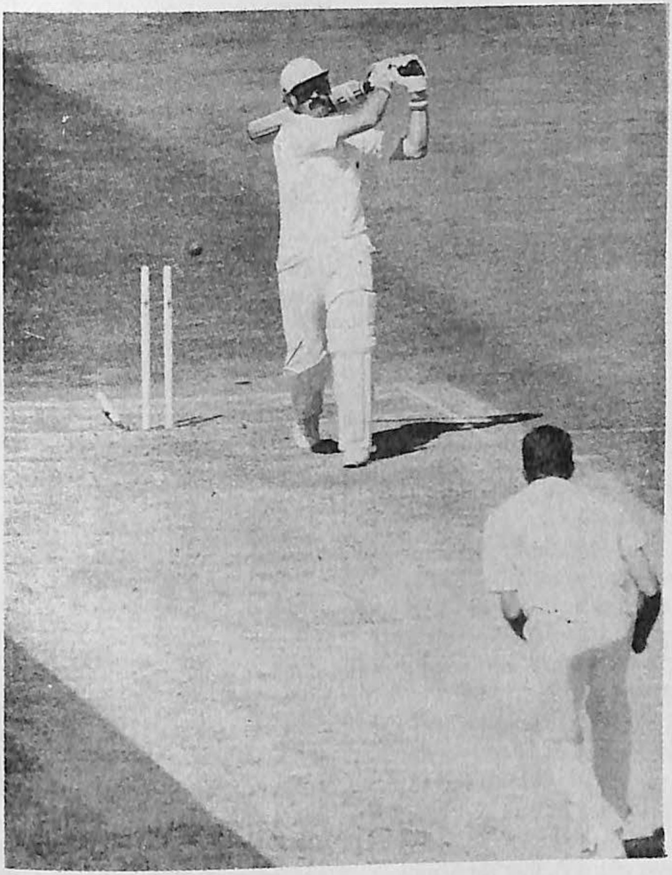
১৯৮৩ সালের ওয়ার্ল্ড কাপ

অংশগ্রহণকারী ৮টি দেশ হলো : ইংলন্ড, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবোয়ে, ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

প্রথম সেমিফাইনাল : ইংলন্ড বনাম ভারত ২২ জুন, ১৯৮৭ তারিখে ম্যানচেস্টারে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে। ইংলন্ড টসে জয়লাভ করে।

ইংলন্ড ২১৩ (৬০ ওভারে) জি ফাউলার ৩৩, সি জে ট্যাভারে ৩২, এ জে ল্যাম্ব ২৯, জি আর ডিলি অপরাজিত ২০, কপিলদেব ৩৫ রানে ৩ উইকেট, আর বিন্নি ৪৩ রানে ২ উইকেট, এম অমরনাথ ২৭ রানে ২ উইকেট।

ভারত ৪ উইকেটে ২১৭ (৫৪.৪ ওভারে)



ম্যাকডারমটের বলে গুচ সরাসরি বোল্ড

এম অমরনাথ ৪৬, যশপাল শর্মা ৬১, এস এম পাতিল অপরাজিত ৫১, এস এম গাভাসকার ২৫. আই টি বথাম ৪০ রানে ১ উইকেট। ভারত ৪ উইকেটে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ এম অমরনাথ।

দ্বিতীয় সেমিফাইনাল : পাকিস্তান বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২২ জুন, ১৯৮৩ তারিখে ওভাল, লন্ডনে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ টসে জয়লাভ করে।

পাকিস্তান ৮ উইকেটে ১৮৪ (৬০ ওভারে) মহসিন খান ৭০, জাহির আব্বাস ৩০, এম ডি মার্শাল ২৮ রানে ৩ উইকেট, এ এম ই রবার্টস ২৫ রানে ২ উইকেট।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২ উইকেটে ১৮৮ (৪৮.৪ ওভারে) আই ভি এ রিচার্ডস অপরাজিত ৮০, এইচ এ গোমস অপরাজিত ৫০, আবদুল কাদির ৪২ রানে ১ উইকেট।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮ উইকেটে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ আই ভি এ রিচার্ডস।

——— ফাইনাল ———

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৫ জুন, ১৯৮৩ তারিখে লন্ডনের লর্ডসে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ টসে জয়লাভ করে।

ভারত ১৮৩ (৫৪.৪ ওভারে) কে শ্রীকান্ত ৩৮, এম অমরনাথ ২৬, এস এম পাতিল ২৭, এ এম ই রবার্টস ৩২ রানে ৩ উইকেট, এম ডি মার্শাল ২৪ রানে ২ উইকেট, এম এ হোল্ডিং ২৬ রানে ২ উইকেট, এইচ এ গোমস ৪৯ রানে ২ উইকেট।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৪০ (৫২ ওভারে) আই ভি এ রিচার্ডস ৩৩, পি জে এল দুজোঁ ২৫, বি এস সাধু ৩২ রানে ২ উইকেট, মদনলাল ৩১ রানে ৩ উইকেট, এম অমরনাথ ১২ রানে ৩ উইকেট।

ভারত ৪৩ রানে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ এম অমরনাথ।

চূড়ান্ত গ্রুপ তালিকা ১৯৮৩

গ্রুপ এ	খেলা	জয়	পরাজয়	পয়েন্ট
ইংলন্ড	৬	৫	১	২০
পাকিস্তান	৬	৩	৩	১২
নিউজিল্যান্ড	৬	৩	৩	১২
শ্রীলংকা	৬	১	৫	৪

* দ্রষ্টব্য : পাকিস্তান রান সংগ্রহের গড়ে এগিয়ে থাকার জন্য সেমিফাইনালে উন্নীত হয়।

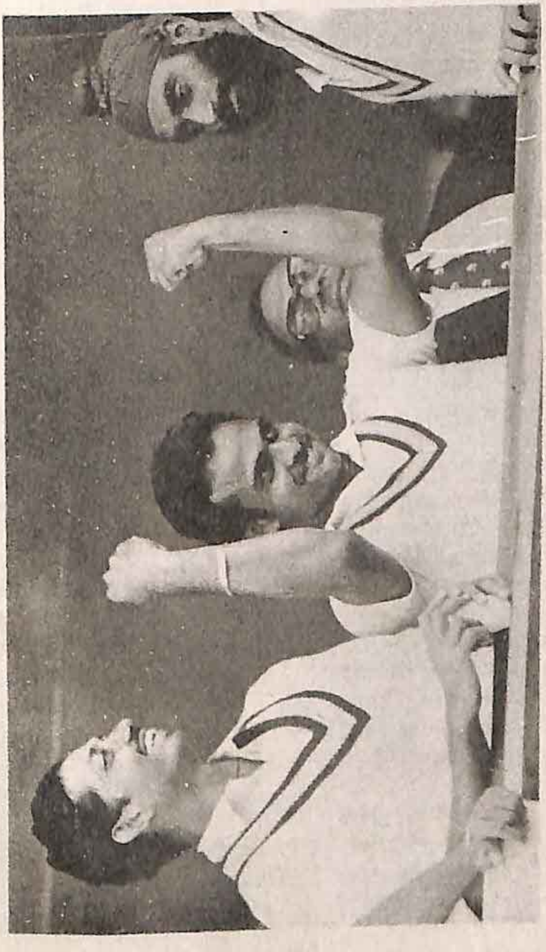
গ্রুপ বি	খেলা	জয়	পরাজয়	পয়েন্ট
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৬	৫	১	২০
ভারত	৬	৪	২	১৬
অস্ট্রেলিয়া	৬	২	৪	৮
জিম্বাবোয়ে	৬	১	৫	৪

৮টি দেশের ক্রমপর্যায় স্থান

১। ভারত
২। ওয়েস্ট ইন্ডিজ
৩। পাকিস্তান
৪। ইংলন্ড
৫। নিউজিল্যান্ড
৬। অস্ট্রেলিয়া
৭। শ্রীলংকা
৮। জিম্বাবোয়ে

ভারতের অন্যান্য খেলাগুলির বিবরণ :–

ম্যাচ নং ১–ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৯. ১০ জুন ১৯৮৩ তারিখে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ম্যানচেস্টারে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ টসে জয়লাভ করে। ভারত : ৮ উইকেটে ২৬২ (৬০ ওভারে)। যশপাল শর্মা ৮৯, এস এম পাতিল ৩৬, আর বিন্নি ২৭, মদনলাল অপরাজিত ২১, এম এ হোল্ডিং ৩২ রানে ২ উইকেট।



অস্ট্রেলিয়াকে পরাস্ত করার পর মহিন্দর, যশপাল, সাঁধু।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২২৮ (৫৪.১ ওভারে) এ এম ই রবার্টস ৩৭, জে গারনার ৩৭, সি জি গ্রীনিজ ২৪, ডি এল হেইনস ২৪, আর বিন্নি ৪৮ রানে ৩ উইকেট, আর জে শাস্ত্রি ২৬ রানে ৩ উইকেট। ভারত ৩৪ রানে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ জে শর্মা।

ম্যাচ নং ২–ভারত বনাম জিম্বাবোয়ে। ১১ জুন ১৯৮৩ তারিখে গ্রেস রোড, লিসেস্টারে। ভারত টসে জয়লাভ করে। জিম্বাবোয়ে ১৫৫ (৫১.৪ ওভারে) জি এ প্যাটারসন ২২, ডি এল হাউটন ২১, আই পি বুটেহার্ট অপরাজিত ২২, মদনলাল ২৭ রানে ৩ উইকেট।

ভারত ৫ উইকেটে ১৫৭ (৩৭.৩ ওভারে) এম অমরনাথ ৪৪, এস এম পাতিল ৫০, কে শ্রীকান্ত ২০, পি ডবল্যু ই রসন ১১ রানে ২ উইকেট। ভারত ৫ উইকেটে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ এম লাল।

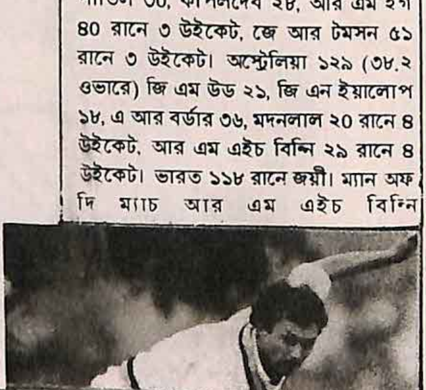
ম্যাচ নং–৩ : অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত। ১৩ জুন, ১৯৮৩ তারিখে টেস্ট ব্রীজ, নটিংহামে। অস্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে ৩২০ (৬০ ওভারে)। টি এম চ্যাপেল ১১০, কে জে হিউজেস ৫২, জি এন ইয়ালোপ অপরাজিত ৬৬, কপিলদেব ৪৩ রানে ৫ উইকেট। ভারত ১৫৮ (৩৭.৫ ওভারে)। কে শ্রীকান্ত ৩৯, কপিলদেব ৪০, মদনলাল ২৭, কে এইচ ম্যাকলিয়ে ৩৯ রানে ৬ উইকেট, টি জি হোগান ৪৮ রানে ২ উইকেট। অস্ট্রেলিয়া ১৬২ রানে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ টি এম চ্যাপেল।

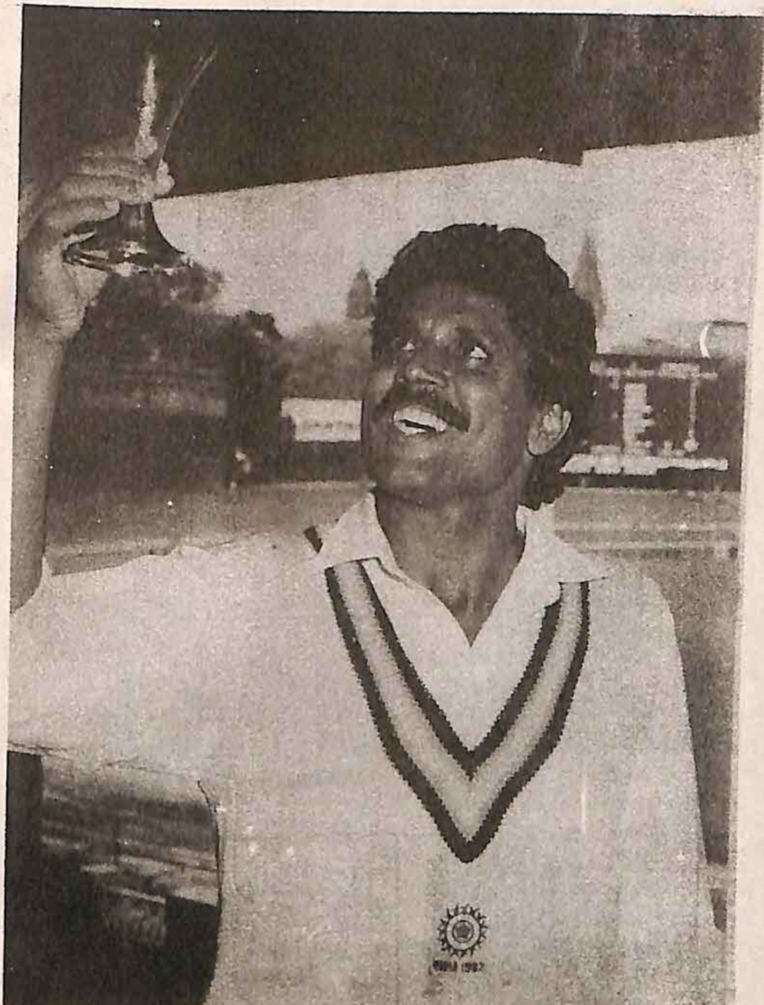
ম্যাচ নং–৪ : ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৫ জুন ১৯৮৩ তারিখে ওভালে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ টসে জয়লাভ করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯ উইকেটে ২৮২ (৬০ ওভারে) ডি এল হেইলস ৩৮, আই ভি এ রিচার্ডস ১১৯, সি এইচ লয়েড ৪১, আর এম এইচ বিন্নি ৭১ রানে ৩ উইকেট। ভারত–২১৬ (৫৩.১ ওভারে) এম অমরনাথ ৮০, কপিলদেব ৩৬, এম এ হোল্ডিং ৪০ রানে ৩ উইকেট, এ এম ই রবার্টস ২৯ রানে ২ উইকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৬৬ রানে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ আই ভি এ রিচার্ডস।

ম্যাচ নং–৫ : ভারত বনাম জিম্বাবোয়ে। ১৮ জুন ১৯৮৩ তারিখে নেভিল গ্রাউন্ড, টানব্রীজওয়েলসে। ভারত টসে জয়লাভ করে। ভারত : ৮ উইকেটে ২৬৬ (৬০ ওভারে) কপিলদেব অপরাজিত ১৭৫, আর এম এইচ বিন্নি ২২, এস কিরমানি ২৪, পি ডবল্যু ই রসন ৪৭ রানে ৩ উইকেট, কে এম কারেন ৬৫ রানে ৩ উইকেট। জিম্বাবোয়ে ২৩৫ (৫৭ ওভারে)। আর ভি ব্রাউন ৩৫, কে এম কারেন ৭৩, জি এ প্যাটারসন ২৩, মদনলাল ৪২ রানে ৩ উইকেট, আর এম এইচ বিন্নি ৪৫ রানে ২ উইকেট। ভারত ৩১ রানে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ কপিলদেব।

ম্যাচ নং–৬ : অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত ২০ জুন ১৯৮৬ তারিখে কাউন্টি গ্রাউন্ড, চেমসফোর্ডে ভারত টসে জয়লাভ করে।

ভারত : ২৪৭ (৫৫.৫ ওভারে) কে শ্রীকান্ত ২৪, যশপাল শর্মা ৪০, এস এম পাতিল ৩০, কপিলদেব ২৮, আর এম হগ ৪০ রানে ৩ উইকেট, জে আর টমসন ৫১ রানে ৩ উইকেট। অস্ট্রেলিয়া ১২৯ (৩৮.২ ওভারে) জি এম উড ২১, জি এন ইয়ালোপ ১৮, এ আর বর্ডার ৩৬, মদনলাল ২০ রানে ৪ উইকেট, আর এম এইচ বিন্নি ২৯ রানে ৪ উইকেট। ভারত ১১৮ রানে জয়ী। ম্যান অফ দি ম্যাচ আর এম এইচ বিন্নি





কপিলদেব হাতে পুরস্কার, মুখে সাফল্যের হাসি।

শতরানের সম্পূর্ণ তালিকা

ক্রঃ নং	কে করেছেন	কোন দেশের	কার বিরুদ্ধে	স্থান	সাল
১।	কপিলদেব অপরাজিত ১৭৫	ভারত	জিম্বাবোয়ে	টার্নব্রীজ ওয়েলস	১৯৮৩
২।	জি এম টারনার অপরাজিত ১৭১	নিউজিল্যান্ড	পূর্ব আফ্রিকা	এজবাস্টন	১৯৭৫
৩।	আই ভি এ রিচার্ডস অপরাজিত ১৩৮	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ইংলন্ড	লর্ডস	১৯৭৯
৪।	ডি এল অ্যামিস ১৩৭	ইংলন্ড	ভারত	লর্ডস	১৯৭৫
৫।	কে ডব্লু আর ফ্লেচার ১৩১	ইংলন্ড	নিউজিল্যান্ড	ট্রেন্টব্রীজ	১৯৭৫
৬।	ডি আই গাওয়ার ১৩০	ইংলন্ড	শ্রীলঙ্কা	টাউন্টন	১৯৮৩
৭।	আই ভি এ রিচার্ডস ১১৯	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ভারত	ওভাল	১৯৮৩
৮।	জি এম টারনার অপরাজিত ১১৪	নিউজিল্যান্ড	ভারত	ওল্ড ট্রাফোর্ড	১৯৭৫
৯।	টি এম চ্যাপেল ১১০	অস্ট্রেলিয়া	ভারত	ট্রেন্ট ব্রীজ	১৯৮৩
১০।	সি জি গ্রীনিজ অপরাজিত ১০৬	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ভারত	এজবাস্টন	১৯৭৯
১১।	সি জি গ্রীনিজ অপরাজিত ১০৫	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	জিম্বাবোয়ে	উয়সেস্টার	১৯৮৩
১২।	জাহির আব্বাস অপরাজিত ১০৩	পাকিস্তান	নিউজিল্যান্ড	ট্রেন্টব্রীজ	১৯৮৩
১৩।	ইমরান খান অপরাজিত ১০২	পাকিস্তান	শ্রীলঙ্কা	হেডিংলি	১৯৮৩
১৪।	সি এইচ লয়েড ১০২	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	অস্ট্রেলিয়া	লর্ডস	১৯৭৫
১৫।	এ জে ল্যাম্ব ১০২	ইংলন্ড	নিউজিল্যান্ড	ওভাল	১৯৮৩

চেতন শর্মা, ভারতের অন্যতম সফল বোলার।





ইমরান।

১৬।	এ্যালান টারনার ১০১	অস্ট্রেলিয়া	শ্রীলঙ্কা	ওভাল	১৯৭৫

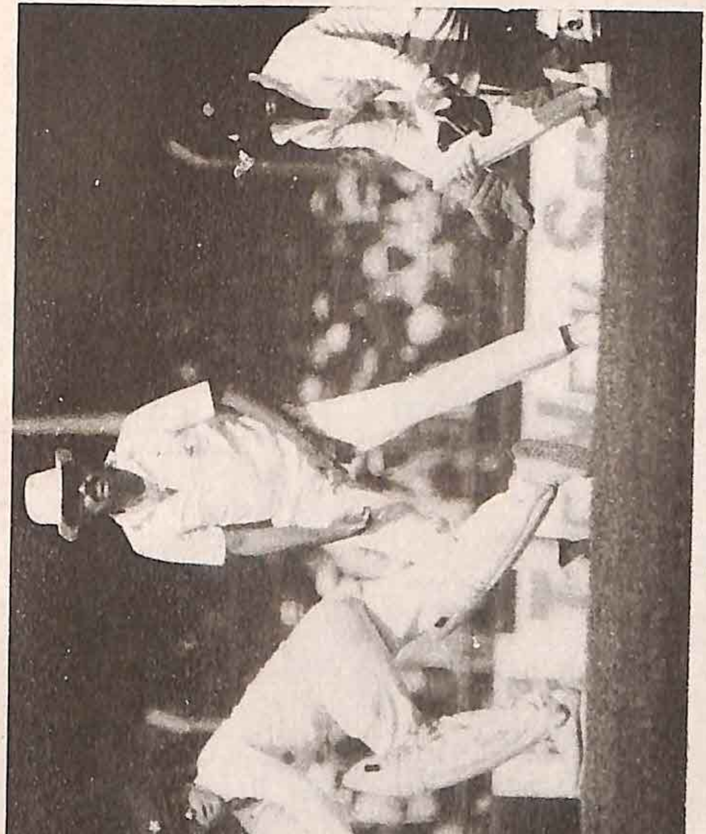
অন্যান্য দেশগুলির ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

১।	ডেভিড হাউটন ৪৫	জিম্বাবোয়ে	অস্ট্রেলিয়া	সাউদাম্পটন	১৯৮৩
২।	ব্রেনডন কুরুপপু ৭২	শ্রীলঙ্কা	পাকিস্তান.	সোয়ান সী	১৯৮৩
৩।	ফারাসাত আলি ৪৫	পূর্ব আফ্রিকা	নিউজিল্যান্ড	এজবাস্টন	১৯৭৫
৪।	গ্লেন শেলি ৪৫	কানাডা	পাকিস্তান	হেডিংলি	১৯৭৯



'নার্ভাস নাইন্টিন' – কে বিশ্বকাপে নব্বই-এর কোঠায়

ক্রঃ নং	কে করেছেন	কোন দেশের	কার বিরুদ্ধে	স্থান	সাল
১।	জাহির আব্বাস ৯৭	পাকিস্তান	শ্রীলঙ্কা	ট্রেন্টব্রীজ	১৯৭৫
২।	এম ডি ক্রো	নিউজিল্যান্ড	ইংলন্ড	ওভাল	১৯৮৩
৩।	আই ভি এ রিচার্ডস অপরাজিত ৯৫	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	অস্ট্রেলিয়া	লর্ডস	১৯৮৩
৪।	জাহির আব্বাস ৯৩	পাকিস্তান	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ওভাল	১৯৭৯
৫।	ডি আই গাওয়ার অপরাজিত ৯২	ইংলন্ড	নিউজিল্যান্ড	বার্মিংহাম	১৯৮৩
৬।	সি জি গ্রীনিজ ৯০	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	অস্ট্রেলিয়া	লর্ডস	১৯৮৩



ঘুরিয়ে মারছেন ইমরান।

১৯৭৫, ১৯৭৯ এবং ১৯৮৩ – এই তিনটি বিশ্বকাপের পরিসংখ্যানগত সম্পূর্ণ রেকর্ড।

বিভিন্ন দেশের ভূমিকা

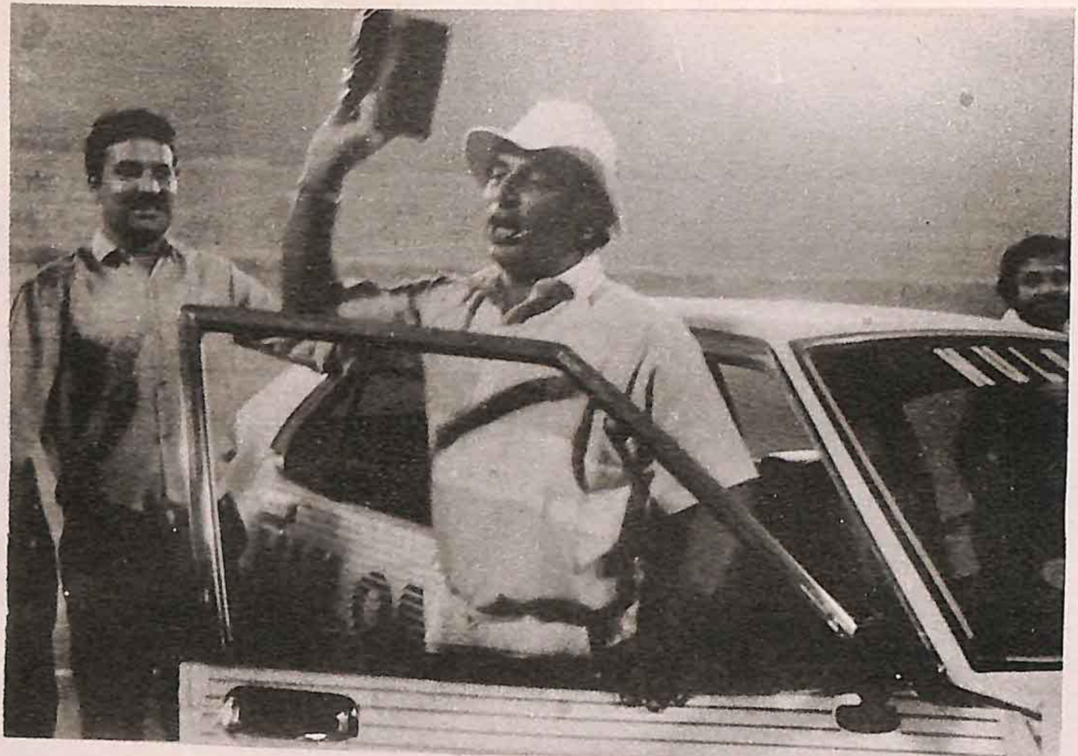
দেশ	নির্ধারিত খেলা	জয় (৪ পয়েন্ট)	পরাজয়	ফলাফল অসম্পূর্ণ	মোট পয়েন্ট	সফলতার শতাংশ
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৮	১৫	২	১	৬২	৮৬.১১
ইংলন্ড	১৬	১২	৪	–	৪৮	৭৫.00
ভারত	১৪	৭	৭	–	২৮	৫0.00
নিউজিল্যান্ড	১৪	৭	৭	–	২৮	৫0.00
অস্ট্রেলিয়া	১৪	৬	৮	–	২৪	৪২.৮৫
শ্রীলঙ্কা	১২	২	৯	১	১0	২0.৮৩
জিম্বাবোয়ে	৬	১	৫	–	৪	১৬.৬৬
পূর্ব আফ্রিকা	৩	0	৩	–	0	–
কানাডা	৩	0	৩	–	0	–

সর্বোচ্চ সংগৃহীত রান (৩00 বা তার বেশি)

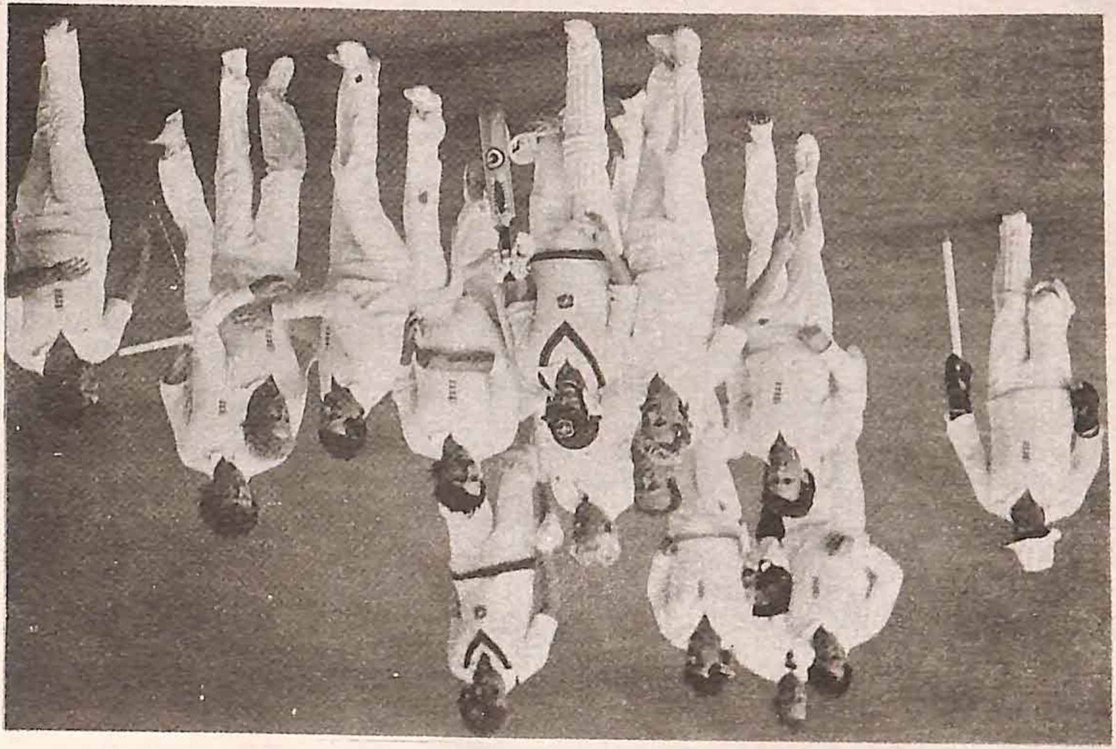
রান	দুই দেশ		স্থান	সাল
৩৩৮-৫	পাকিস্তান	শ্রীলংকা	সোয়ান সী	১৯৮৩
৩৩৪-৪	ইংলন্ড	ভারত	লর্ডস	১৯৭৫
৩৩৯-৯	ইংলন্ড	শ্রীলঙ্কা	টাউন্টন	১৯৮৩
৩৩0-৬	পাকিস্তান	শ্রীলঙ্কা	টেন্টব্রীজ	১৯৭৫
৩২৮-৫	অস্ট্রেলিয়া	শ্রীলঙ্কা	ওভাল	১৯৭৫
৩২২-৬	ইংলন্ড	নিউজিল্যান্ড	ওভাল	১৯৮৩
৩২0-৯	অস্ট্রেলিয়া	ভারত	ট্রেনব্রীজ	১৯৮৩
৩0৯-৫	নিউজিল্যান্ড	পূর্ব আফ্রিকা	এজবাস্টন	১৯৭৫

অন্যান্য দেশের সর্বোচ্চ সংগৃহীত রান

২৯৩-৬	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	পাকিস্তান	ওভাল	১৯৭৯
২৮৮-৯	শ্রীলংকা	পাকিস্তান	সোয়ান সী	১৯৮৩
২৬৬-৮	ভারত	জিম্বাবোয়ে	টার্মব্রীজ ওয়েলস	১৯৮৩
২৪0-	জিম্বাবোয়ে	অস্ট্রেলিয়া	সাউদাম্পটন	১৯৮৩
১৩৯-৯	কানাডা	পাকিস্তান	হেডিংলি	১৯৭৯
১২৮-৮	পূর্ব আফ্রিকা	নিউজিল্যান্ড	এজবাস্টন	১৯৭৫



গাড়ি উপহার পাওয়ার পর গাভাসকার।



ইংলণ্ডের খেলোয়াড়গণ।

বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ সর্বমোট রান (৫০০ বা তার বেশি)

রান-উইকেট	বিজয়ী দল	বিজেতা দল	স্থান	সাল
৬২৬-১৪	পাকিস্তান	শ্রীলংকা	স্পেয়ান সী	১৯৮৩
৬১৯-১৯	ইংলন্ড	শ্রীলঙ্কা	টাউন্টন	১৯৮৩
৬০৪-৯	অস্ট্রেলিয়া	শ্রীলঙ্কা	ওভাল	১৯৭৫
৫৬৫-১৮	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	অস্ট্রেলিয়া	লর্ডস	১৯৭৫
৫৪৯-৯	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	অস্ট্রেলিয়া	লর্ডস	১৯৮৩
৫৪৩-১৬	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	পাকিস্তান	ওভাল	১৯৭৯
৫৩৮-১৬	ইংলন্ড	নিউজিল্যান্ড	ওভাল	১৯৮৩
৫৩৩-১৬	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	পাকিস্তান	এজবাস্টন	১৯৭৫
৫১২-১৭	অস্ট্রেলিয়া	জিম্বাবোয়ে	সাউদাম্পান	১৯৮৩
৫১১-১৩	পাকিস্তান	নিউজিল্যান্ড	ট্রেন্টব্রীজ	১৯৮৩
৫০১-১৮	ভারত	জিম্বাবোয়ে	টানব্রীজ ওয়েলস	১৯৮৩

সংগৃহীত সর্বনিম্ন রান (৯৯ এবং তার কম)

রান-ওভার	কে করেছে	কার বিরুদ্ধে	স্থান	সাল
৪৫(৪০.৩)	কানাডা	ইংলন্ড	ওল্ড ট্রাফোর্ড	১৯৭৯
৮৬(৩৭.২)	শ্রীলংকা	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ওল্ড ট্রাফোর্ড	১৯৭৫
৯৩(৩৬.২)	ইংলন্ড	অস্ট্রেলিয়া	হেডিংলি	১৯৭৫
৯৪(৫২.৩)	পূর্ব আফ্রিকা	ইংলন্ড	এজবাস্টন (বার্মিংহাম)	১৯৭৫

অন্যান্য দেশের সর্বনিম্ন রান সংখ্যা

১২৯(৩৮.২)	অস্ট্রেলিয়া	ভারত	চেমসফোর্ড	১৯৮৩
১৩২-৩(৬০)	ভারত	ইংলন্ড	লর্ডস	১৯৭৫
১৪০(৫২;	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ভারত	লর্ডস	১৯৮৩
১৫১(৫৬)	পাকিস্তান	ইংলন্ড	হেডিংলি	১৯৭৯
১৫৫(৫১.৪)	জিম্বাবোয়ে	ভারত	লিসেস্টার	১৯৮৩
১৫৮(৫২.২)	নিউজিল্যান্ড	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ওভাল	১৯৭৫

সর্বনিম্ন সর্বমোট রান সংখ্যা (১৯৯ বা তার কম)

রান-উইকেট	বিজয়ী দল	বিজেতা দল	স্থান	সাল
৯১-১২	ইংলণ্ড	কানাডা	ওল্ড ট্রাফোর্ড	১৯৭৯
১৭৩-১১	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	শ্রীলংকা	ওল্ড ট্রাফোর্ড	১৯৭৫
১৮৭-১৬	অস্ট্রেলিয়া	ইংলণ্ড	হেডিংলি	১৯৭৫

১৯৮৩ সালের সর্বনিম্ন সর্বমোট রান

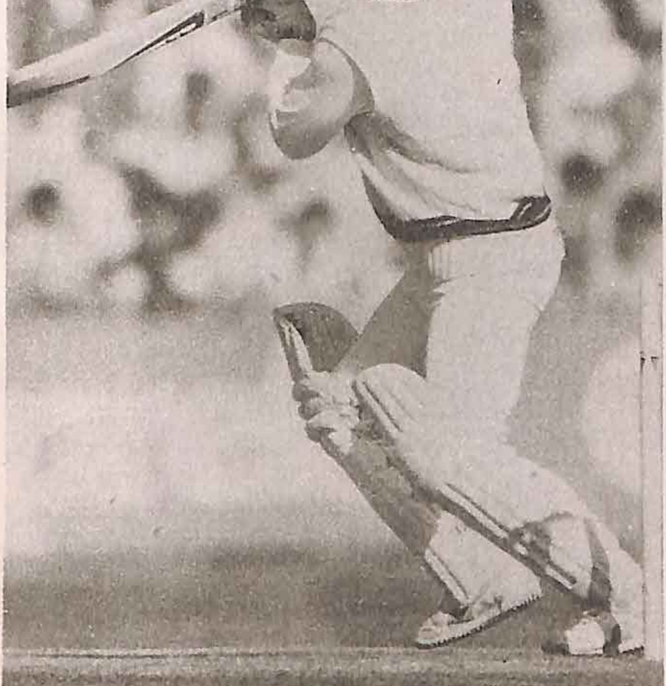
২৭৩-১১	ইংলণ্ড	শ্রীলঙ্কা	হেডিংলি	১৯৮৩

বড়োসড়ো ব্যবধানে জয়লাভ

১০ উইকেটে	ভারত	পূর্ব আফ্রিকা	হেডিংলি	১৯৭৫
১০ উইকেটে	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	জিম্বাবোয়ে	এজবাস্টন	১৯৮৩
২০২ রানে	ইংলণ্ড	ভারত	লর্ডস	১৯৭৫
১৯৬ রানে	ইংলণ্ড	পূর্ব আফ্রিকা	এজবাস্টন	১৯৭৫
১৯২ রানে	পাকিস্তান	শ্রীলঙ্কা	ট্রেন্টব্রীজ	১৯৭৫

স্বল্প ব্যবধানে জয়লাভ

১ উইকেটে	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	পাকিস্তান	এজবাস্টন	১৯৭৫
২ উইকেটে	নিউজিল্যাণ্ড	ইংলণ্ড	এজবাস্টন	১৯৮৩
৯ রানে	ইংলণ্ড	নিউজিল্যাণ্ড	ওল্ড ট্রাফোর্ড	১৯৭৯
১১ রানে	পাকিস্তান	শ্রীলঙ্কা	হেডিংলি	১৯৮৩
১১ রানে	পাকিস্তান	নিউজিল্যাণ্ড	ট্রেন্টব্রীজ	১৯৮৩
১৩ রানে	জিম্বাবোয়ে	অস্ট্রেলিয়া	ট্রেন্টব্রীজ	১৯৮৩
১৪ রানে	ইংলণ্ড	পাকিস্তান	হেডিংলি	১৯৭৯
১৭ রানে	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	অস্ট্রেলিয়া	লর্ডস	১৯৭৫



অ্যালান বর্ডারের মার

বিশ্বকাপে বিভিন্ন উইকেটের জুড়িতে সংগৃহীত রানের রেকর্ড

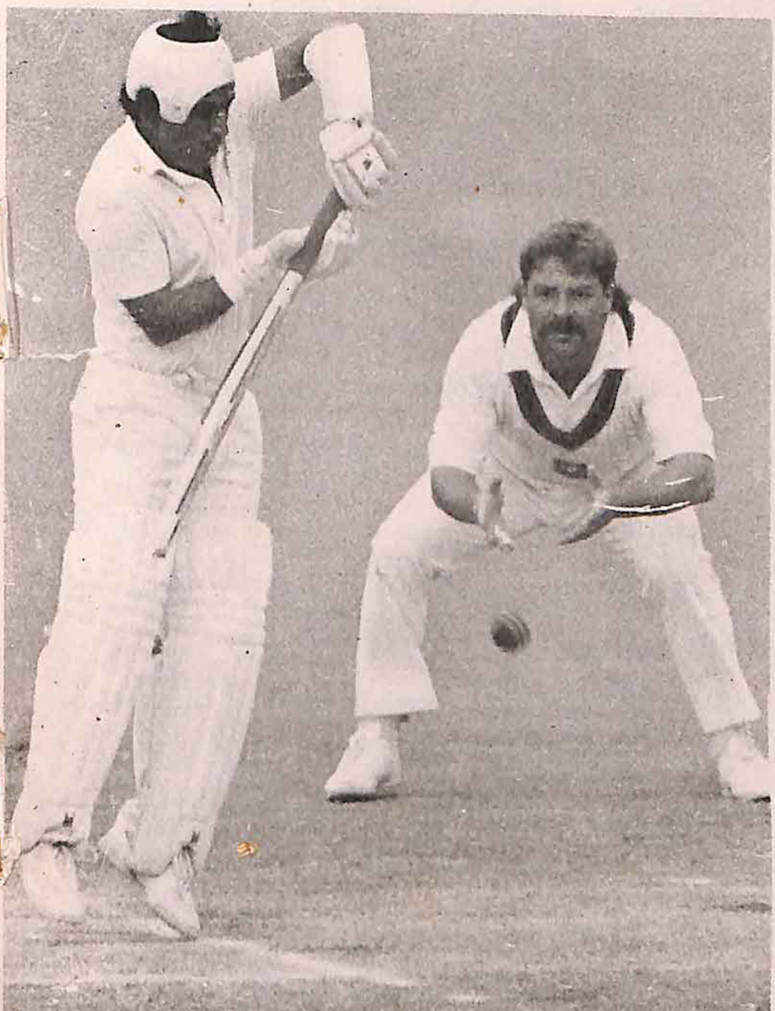
১ম উইকেটে ১৮২	আর বি ম্যাকোসকার (৭৩) এবং এ টারনার (১০১)–ওভালে ১৯৭৫ সালে অস্ট্রেলিয়া বনাম শ্রীলঙ্কা।
২য় উইকেটে ১৭৬	ডি এল আমিস (১৩৭) এবং কে ডবল্যু আর ফ্লেচার (৬৮)–লর্ডসে ১৯৭৫ সালে ইংলন্ড বনাম ভারত।
৩য় উইকেটে ১৯৫ (অবিচ্ছিন্ন জুটি)	সি জি গ্রিনিজ (অপরাজিত ১০৫) এবং এইচ এ গোমস (অপরাজিত ৭৫)–ওরসেস্টারে–১৯৮৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম জিম্বাবোয়ে।
৪র্থ উইকেটে ১৪৯	আর বি কানহাই (৫৫) এবং সি এইচ লয়েড (১০২)–লর্ডসে ১৯৭৫ সালে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়া।
৫ম উইকেটে ১৩৯	আই ভি এ রিচার্ডস (অপরাজিত ১৩৮) এবং সি এল কিং (৮৬)–লর্ডসে ১৯৭৯ সালে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইংলন্ড।
৬ষ্ঠ উইকেটে ১৪৪	ইমরাণ খান (অপরাজিত ১০২) এবং শাহিদ মেহবুব (৭৭)–লিডসে ১৯৮৩ সালে পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা।
৭ম উইকেটে ৭৫ (অবিচ্ছিন্ন জুটিতে)	ডি এ জি ফ্লেচার (অপরাজিত ৬৯) এবং আই পি বুচার (অপরাজিত ৩৪)–নটিংহামে ১৯৮৩ সালে। জিম্বাবোয়ে বনাম অস্ট্রেলিয়া।
৮ম উইকেটে ৬২	কপিলদেব (অপরাজিত ১৭৫) এবং এস মদনলাল (১৭)–টার্নব্রীজওয়েলসে ১৯৮৩ সালে। ভারত বনাম জিম্বাবোয়ে।
৯ম উইকেটে ১২৬ (অবিচ্ছিন্ন জুটিতে)	কপিলদেব (অপরাজিত ১৭৫) এবং এস এইচ এম কিরমানি (অপরাজিত–২৪)–টার্নব্রীজওয়েলসে ১৯৮৩ সালে। ভারত বনাম জিম্বাবোয়ে।
১০ম উইকেটে ৭১	এ এম ই রবার্টস (অপরাজিত ৩৭) এবং জে গারনার (৩৭)–ম্যানচেস্টারে ১৯৮৩ সালে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারত।

একদিনের আন্তর্জাতিকে বিভিন্ন উইকেটের জুড়িতে সংগৃহীত রানের রেকর্ড

১ম উইকেটে ২১২	জি আর মার্শ (১০৪) এবং ডি সি বুন (১১১)। ১৯৮৬-৮৭ সালে জয়পুরে। অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত।
২য় উইকেটে ২২১	সি জি গ্রিনিজ (১১৫) এবং আই ভি এ রিচার্ডস (১৪৯)–১৯৮৩-৮৪ সালে জামসেদপুরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারত।
৩য় উইকেটে ২২৪ (অবিচ্ছিন্ন জুটিতে)	ডি এম জোনস (অপরাজিত ৯৯) এবং এ আর বর্ডার (অপরাজিত ১১৮)। ১৯৮৪-৮৫ সালে আডিলেডে অস্ট্রেলিয়া বনাম শ্রীলঙ্কা।
৪র্থ উইকেটে ১৭৩	ডি এম জোনস (১২১) এবং এস আর ওয়াগ (৮২) ১৯৮৬-৮৭ সালে পার্থে। অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান।



ওয়ার্ল্ড কাপ হাতে কপিলকে করমর্দন করছেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।



বুন কি পারবেন গাভাসকারের ব্যাট থেকে ঘোরা বলটি লুফতে ?

৫ম উইকেটে ১৫২	আই ভি এ রিচার্ডস (৯৮) এবং সি এইচ লয়েড (অপরাজিত ৮৯)-১৯৮৪-৮৫ সালে ব্রিসবেনে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম শ্রীলংকা।
৬ষ্ঠ উইকেটে ১৪৪	ইমরাণ খান (অপরাজিত ১০২) এবং শাহিদ মেহবুব (৭৭)-১৯৮৩ সালে লীডসে। পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা।
৭ম উইকেটে ১১৫	পি জে এল দুজন (অপরাজিত ৫৭) এবং এম ডি মার্শাল (৬৬)-১৯৮৬-৮৭ সালে গুজরানওয়ালায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্তান।
৮ম উইকেটে ৬৮	বি ই ক ডন (অপরাজিত ৫২) এবং বি এল কেয়ার্নস (২৩)-১৯৮৭ সালে স্কারবরোতে নিউজিল্যান্ড বনাম ইংলন্ড।
৯ম উইকেটে ১২৬ (অবিচ্ছিন্ন জুটিতে)	কপিলদেব (অপরাজিত ১৭৫) এবং এস এইচ এম কিরমানি (অপরাজিত ২৪)-১৯৮৩ সালে টার্নব্রীজওয়েলসে। ভারত বনাম জিম্বাবোয়ে।
১০ম উইকেটে ১০৬ (অবিচ্ছিন্ন জুটিতে)	আই ভি এ রিচার্ডস (অপরাজিত ১৮৯) এবং এম এ হোল্ডিং (অপরাজিত ১২) ১৯৮৪ সালে ম্যানচেষ্টারে: ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইংলন্ড।

উইকেটরক্ষক হিসাবে ক্যাচ ও স্ট্যাম্পিং-এর সেরা কৃতিত্ব।

৫টি	সব কটি ক্যাচ	এস এইচ এম কিরমানি	ভারত	জিম্বাবোয়ে	লিসেস্টার/১৯৮৩।
৪টি	সব কটি ক্যাচ	ডি এল মারে	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	শ্রীলংকা	ওল্ড ট্র্যাফোর্ড/১৯৭৫।
৪টি	৩টি ক্যাচ + ১টি স্ট্যাম্প	ওয়াসিম বারি	পাকিস্তান	নিউজিল্যান্ড	এজবাস্টন/১৯৮৩।
৪টি	সব কটি ক্যাচ	ডেভিড হাউটন	জিম্বাবোয়ে	ভারত	টার্নব্রীজ ওয়েলস/১৯৮৩।

কোন একজন ফিল্ডারের একটি নির্দিষ্ট খেলায় সর্বাধিক ক্যাচঃ-৩টি। ফিল্ডার-সি এইচ লয়েড ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম শ্রীলংকা-১৯৭৫ সালে।

৪৩ রানে ৫টি	কপিলদেব	ভারত	অস্ট্রেলিয়া	ট্রেন্টব্রীজ/১৯৮৩
৪৪ রানে ৫টি	আবদুল কাদির	পাকিস্তান	শ্রীলংকা	হেডিংলি/১৯৮৩

৪৮ রানে ৫টি	জে জি গিলমোর	অস্ট্রেলিয়া	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	লর্ডস/ ১৯৭৫

অন্যান্য দেশের সেরা বোলিং হিসাব

৪২ রানে ৪টি	ডি এ জি ফ্লেচার	জিম্বাবোয়ে	অস্ট্রেলিয়া	ট্রেন্টব্রীজ/ ১৯৮৩
৬৩ রানে ৩টি	জুলফিকার আলি	পূর্ব আফ্রিকা	ইংলন্ড	এজবাস্টন/ ১৯৭৫
২৭ রানে ২টি	সি সি হেনরি	কানাডা	অস্ট্রেলিয়া	এজবাস্টন/ ১৯৭৯

পাঁচ বা ততোধিক উইকেট দখলকারীর সম্পূর্ণ তালিকা।

উইকেট	বোলার	কোন দেশের	কার বিরুদ্ধে	স্থান/সাল
৫১ রানে ৭টি	ডবল্যু ডবল্যু ডেভিস	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	অস্ট্রেলিয়া	হেডিংলি/ ১৯৮৩
১৪ রানে ৬টি	জি জে গিলমোর	অস্ট্রেলিয়া	ইংলন্ড	হেডিংলি/ ১৯৭৫
৩৯ রানে ৬টি	কে এইচ মার্কাল	অস্ট্রেলিয়া	ভারত	ট্রেন্টব্রীজ/ ১৯৮৩
২১ রানে ৫টি	অ্যালান হার্স্ট	অস্ট্রেলিয়া	কানাডা	এজবাস্টন/ ১৯৭৯
২৫ রানে ৫টি	আর জে হার্ডলি	নিউজিল্যান্ড	শ্রীলঙ্কা	ব্রিস্টল/ ১৯৮৩
৩২ রানে ৫টি	এ ডি মেল	শ্রীলংকা	নিউজিল্যান্ড	ডার্বি/ ১৯৮৩
৩৪ রানে ৫টি	ডি কে লিলি	অস্ট্রেলিয়া	পাকিস্তান	হেডিংলি/ ১৯৭৫
৩৮ রানে ৫টি	জি গারনার	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ইংলন্ড	লর্ডস/ ১৯৭৯
৩৯ রানে ৫টি	ভি জে মার্কস	ইংলন্ড	শ্রীলংকা	টাউন্টন/ ১৯৮৩
৩৯ রানে ৫টি	এ ডি মেল	শ্রীলংকা	পাকিস্তান	হেডিংলি/ ১৯৮৩

RELIANCE CUP



CRICKET FOR PEACE